শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ১

ভূমিকা

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – লেকচার ১

ভূমিকা

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, সমস্ত সময়ের মণ্ডলী প্রেরিতদের ধর্মবিশ্বাস (ক্রিড) স্বীকার করে, "আমি পবিত্র ক্যাথলিক মণ্ডলীকে বিশ্বাস করি।" নিম্নলিখিত কোর্সে, আমরা মণ্ডলীর শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করতে চাই। মণ্ডলীর শিক্ষাতত্ত্বের শিক্ষাতাত্ত্বিক অভিব্যক্তি হল "এক্লেসিওলজি (Ecclesiology)"। এই শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ "এক্লেসিয়া" এবং "লগিয়া" থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এক্লেসিয়া মানে "মণ্ডলী" বা "সমাবেশ" এবং লগিয়া মানে "শব্দ" বা "যুক্তি"। এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণের অর্থ "মণ্ডলী বিষয়ক অধ্যয়ন"। Ecclesiology খ্রীষ্টীয় শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অধ্যয়নের প্রধান ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি এবং বাইবেল মণ্ডলী সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় তা অনুসন্ধান করে, উভয়ই বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী-খ্রীষ্টে সমস্ত বিশ্বাসী এবং স্থানীয় মণ্ডলী-খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের স্থানীয় সমাবেশ। বর্তমান বিশ্বে বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য Ecclesiology অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই আমরা খ্রীষ্টীয় শিক্ষাতত্ত্বের উপর আমাদের কোর্সে এই নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে শুরু করতে চাই। এই পর্যন্ত আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের প্রধান বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেছি। আমরা প্রকাশনের শিক্ষা দিয়ে শুরু করেছি– কীভাবে ঈশ্বর নিজেকে প্রকৃতিতে এবং শাস্ত্রে প্রকাশ করেছেন। আমরা ঈশ্বর সংক্রান্ত শিক্ষা অধ্যয়ন করেছি– ঈশ্বরের প্রকৃতি, ত্রিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে। আমরা সৃষ্টি ও ঈশ্বরের আয়োজন সম্পর্কে, খ্রীষ্ট সংক্রান্ত শিক্ষা, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কাজ নিয়েও আলোচনা করেছি। পরিত্রাণ সংক্রান্ত শিক্ষাও আমাদের অধ্যয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এখন আমরা মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষা এবং তৎপরে শেষ কালীনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। এখন আমরা কেন Ecclesiology অধ্যয়ন করব সেই বিষয়ে কিছু চিন্তাধারা ভাগ করে নিতে চাই।

Ecclesiology কেন অধ্যয়ন করব? প্রথমত, Ecclesiology একটি অবহেলিত বিষয়। ছাত্ররা প্রায়ই মণ্ডলী সংক্রান্ত বিষয় অধ্যয়নকে সাইড ডিশের মতো দেখতে পায়, যেন Ecclesiology প্রধান পাঠ্যের অন্তর্গত নয়। ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট-তত্ত্ব, পরিত্রাণতত্ত্ব এবং চুক্তি, এইসব হল প্রধান অধ্যয়নের অন্তর্গত। আমি একমত যে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করা উচিত যে ঈশতত্ত্ব এবং খ্রীষ্টতত্ত্ব এবং পরিত্রাণতত্ত্ব এবং অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব, মণ্ডলীর সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। Ecclesiology আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ দাবী করে, কারণ আমরা পুরো বাইবেল জুড়ে মণ্ডলী খুঁজে পাই। আপনি বলতে পারেন যে মণ্ডলী হল, শাস্ত্রের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, একটি প্রাথমিক বিষয়। মণ্ডলী সম্পর্কে বাইবেলে এত বেশি উল্লেখ রয়েছে যে সেগুলিকে একটি পাঠ্যের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, Ecclesiology ঈশ্বরের মনোনয়ন, পুনর্জীবন, সংরক্ষণ, খ্রীষ্টের সমস্ত অনুগ্রহের কাজকে উদ্বিগ্ন করে। মণ্ডলীকে ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাজ হিসাবে অবহেলা করা আমাদেরকে সেই প্রজ্ঞাকে ঘৃণা করার অপরাধে দোষী করে তোলে যা এটিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, যে উত্তমতা এটিকে প্রভাবিত করে এবং যে কর্তৃপক্ষ এটিকে প্রতিষ্ঠা করে।

তৃতীয় স্থানে, শাস্ত্রীয় Ecclesiology মণ্ডলীর কল্যাণের কাজ করে। মণ্ডলীর গঠন শুধুমাত্র বাইবেল ভিত্তিক মণ্ডলীতত্ত্বের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। মণ্ডলীর সম্পর্কে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কারণে বহু মিশন এবং সুসমাচার প্রচারের অনেক প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেছে।

চতুর্থ স্থানে, শাস্ত্রীয় Ecclesiology পুরুষদের মণ্ডলীর সেবা করার জন্য সজ্জিত করে। এছাড়াও, মণ্ডলী সম্পর্কে পাঠের উদ্দেশ্য যা বাইবেলের, অভিজ্ঞতামূলক এবং ব্যবহারিক পরিচর্যার মাধ্যমে খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর সেবা করার জন্য, তা হল ছাত্রদের প্রস্তুত করা।

বাস্তবে Ecclesiology কী? মণ্ডলী কী? আমরা "মণ্ডলী" বলতে কী বুঝি? আজকে অনেকেই মণ্ডলীকে একটি ভবন বলে বোঝেন। এটি মণ্ডলীর বাইবেল ভিত্তিক সংজ্ঞা নয়। মণ্ডলীটি একটি ভবনের চেয়ে অনেক বেশি। এটি সেই লোকদের সম্পর্কিত যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে। মণ্ডলী এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের অধিকৃত সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। মণ্ডলী হল তাঁর মন্দির, খ্রীষ্টের বধূ, তাঁর নিজের রক্তের দ্বারা কৃত– প্রেরিত ২০:২৮।

একটি মণ্ডলী উপাসকদের প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর থেকেও বেশি। একটি স্থানীয় মণ্ডলী আধ্যাত্মিকভাবে মারা যেতে পারে, সার্দিসের মণ্ডলীর মতো (প্রকাশিত বাক্য ৩:১) এবং খ্রীষ্ট নিজেই এর জ্যোতিকে সরিয়ে দিতে পারেন–প্রকাশিত বাক্য ২:৫। শূন্য মণ্ডলীর ভবনগুলির অনেক দুঃখজনক দৃশ্য রয়েছে, যেখানে একসময় একটি মণ্ডলী মিলিত হতো, অথবা যেখানে পূর্বে বিশ্বস্ত মণ্ডলীগুলি ধর্মদ্রোহিতার পথে এগিয়ে গেছে। কিন্তু খ্রীষ্ট বলেছেন যে তাঁর মণ্ডলী কখনও ব্যর্থ হতে পারে না।

কোন বিষয় মণ্ডলীকে মণ্ডলী বলে পরিগনিত করে? মণ্ডলী কেন প্রয়োজনীয়? কিভাবে আমরা একটি সত্য মণ্ডলী চিনতে পারি? আমরা যখন স্বীকার করি যে মণ্ডলী "ক্যাথলিক" তখন আমরা কি বলতে চাই? কিভাবে আমাদের মণ্ডলীর সদস্যপদ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত? সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য কী? শাস্ত্র অনুসারে, মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; প্রথমত, বাইবেলভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা; দ্বিতীয়ত, বিশ্বাসীদের জন্য সহভাগিতার স্থান প্রদান করা; তৃতীয়ত, বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুর ভোজের পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান পালন করা এবং চতুর্থত, প্রার্থনা করা।

মণ্ডলী সংক্রান্ত অধ্যয়নের মধ্যে মণ্ডলীর শাসনতন্ত্রও অন্তর্ভুক্ত। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্রের ধরণ সম্পর্কে বাইবেল কী বলে? বাইবেল শিক্ষা দেয় যে মণ্ডলীর নেতৃত্বে একের অধিক প্রাচীনদের সঙ্গে একদল ডিকনদের উপর দেওয়া হয়েছে, যারা মণ্ডলীর দাস হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু এই প্রাচীনদের মধ্যে একজনকে সুসমাচার প্রচারক এবং মণ্ডলীর পালক রূপে একটি প্রধান যাজকীয় ভূমিকা পালন করা প্রাচীনদের এই বহুত্বের বিরোধী নয়।

মণ্ডলীর ভূমিকা এবং মণ্ডলীতে আমাদের ভূমিকা বুঝতে Ecclesiology আমাদের সাহায্য করে। এটি আমাদের মণ্ডলীর অধ্যাদেশগুলি সম্পর্কে শেখায়, কীভাবে মণ্ডলীর নেতৃত্ব বেছে নেওয়া এবং গঠন করবে, মণ্ডলী কীভাবে বিশ্বাসীদের-উপাসনা এবং শিষ্যত্ব করবে, আর অবিশ্বাসীদের-পরিচর্যা এবং সুসমাচার করবে সেই বিষয়েও আমাদের জ্ঞাত করে। Ecclesiology সম্পর্কে একটি বাইবেল ভিত্তিক বোধগম্যতা আজ মণ্ডলীর সাধারণ সমস্যাগুলির সিংহ অংশ সংশোধন করতে একটি দীর্ঘ পথ চলতে সাহায্য করতে পারে। সর্বোপরি, আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে মন্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ এবং সেই দেহের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকের একটি নির্দিষ্ট কাজ এবং ভূমিকা রয়েছে। প্রেরিত পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে লেখেন, "কিন্তু সবকিছুই যথাযথ (শালীনভাবে) ও সুশৃঙ্খলভাবে হওয়া উচিত"– ১ করিন্থীয় ১৪:৪০।

এই বক্তৃতায়, আমরা প্রেরিত ২:৪২ এর মত Ecclesiology-র প্রধান পদগুলি অধ্যয়ন করব: "তারা প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহভাগিতা, প্রার্থনায় এবং রুটি ভাঙ্গাতে নিবিষ্ট থাকিল ।" আমরা দেখব যে মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষা অধ্যয়ন একটি ব্যবহারিক অধ্যয়ন। কিছু লোক মনে করে যে মণ্ডলী সংক্রান্ত অধ্যয়ন করা সময়ের অপচয় মাত্র। অন্যরা আপত্তি তোলেন যেমন, "সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা হল যীশু বিষয়ক, মণ্ডলী বিষয়ক নয়।" "মণ্ডলীর দিকে মনোনিবেশ করা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের বিভক্ত করে।" তবে যা বলা হয়েছে তা সত্য, এটি খ্রীষ্টীয় শিক্ষাতত্ত্বের সবচেয়ে দৃশ্যমান অংশ এবং এটি অন্য প্রতিটি অংশের সাথে অত্যাবশ্যকভাবে যুক্ত। একটি বিকৃত মণ্ডলী সাধারণত একটি বিকৃত সুসমাচারের সাথে মিলে যায়।

আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের অন্যান্য প্রধান বিষয়গুলির সঙ্গে মণ্ডলী সংক্রান্ত অধ্যয়নকে স্থাপন করতে চাই। আমরা ঈশ্বতত্ত্ব এবং মানবতত্ত্ব এবং খ্রীষ্টতত্ত্ব ইত্যাদি থেকে মণ্ডলীর কথা আলাদাভাবে বলতে পারি না। চার্চ ফাদার, সাইপ্রিয়ান অফ কার্থেজ, তৃতীয় শতাব্দীর বিশপ, বলেছিলেন, "কেউ ঈশ্বরকে পিতা স্বরূপ গ্রহণ করতে পারে না যদি সে মণ্ডলীকে মাতা স্বরূপ গ্রহণ না করে।" মণ্ডলীকে মা রূপে দেখা সমস্ত আদি মণ্ডলীর লেখাগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, মধ্যযুগ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল এবং সংস্কারকদের দ্বারা তা গৃহীত হয়েছিল।

জন ক্যালভিন সাইপ্রিয়ানের উদ্ধৃতি এবং তাঁর ইনস্টিটিউট (ক্যালভিন এর লেখা বিখ্যাত পুস্তক) জুড়ে মণ্ডলীকে মাতৃত্ব সুলভ বোঝান। মা রূপে মণ্ডলীর ঐতিহাসিক প্রতীক তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা মণ্ডলীর মাধ্যমে সুসমাচার গ্রহণ করি, যেমন আমরা আমাদের মায়ের মাধ্যমে জীবন লাভ করি। ঈশ্বরের বাক্য এবং ধর্মানুষ্ঠান আমাদেরকে পুষ্টি জোগায় এবং খাওয়ায়, যেমন মায়েরা নিজেদের দেহের মাধ্যমে শিশুদের লালন-পালন করে। প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর রূপকটিকে "বধূ" বা "মা" হিসাবে ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে আত্মা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে বহন করে। মণ্ডলী খ্রীষ্টের বধূ হিসাবে দেখা যেতে পারে। ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ মণ্ডলী সম্পর্কে এই একই বাইবেলের নীতিগুলিও প্রকাশ করে; "ক্যাথলিক বা বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী, যা অদৃশ্য, খ্রীষ্টের অধীনে মনোনীতদের সম্পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত, যারা তার মস্তক স্বরূপ খ্রীষ্ট এবং পত্নী, শরীরের অধীনে একত্রিত হয়েছে; তাঁর পূর্ণতা সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করে।"– অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ ১।

মণ্ডলী বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। Ecclesiology এর প্রথম ব্যবহারিক নিহিতার্থ দেখা যায় কিভাবে আমরা মন্ডলীকে সংজ্ঞায়িত করি। যদি মণ্ডলীকে কেবল একটি ভবন/বিল্ডিং হিসাবে দেখা হয়, তবে এটি খ্রীস্টানিটি অথবা একটি ব্যক্তিত্ববাদী ধারণাকে প্রচার করবে, যেখানে বিশ্বাসীরা মাঝে মাঝে কিছু করার জন্য ভবনে/ বিল্ডিংটিতে জড়ো হয়। যদি মণ্ডলীকে একটি সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে দেখা হয়, তাহলে সুসমাচার সহজেই হারিয়ে যেতে পারে এবং তৎপরে সামাজিক কার্যকলাপ এবং সামাজিক কারণগুলির উপর লক্ষ্য আশ্রিত করা হয়। যদি মণ্ডলী রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, শাসিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে, রাষ্ট্র বাইবেলের সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে, মণ্ডলীও দূরে সরে যাবে; আর যেমন উল্লেখযোগ্য যে রাষ্ট্র নেতারা প্রায়শই অবিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত হয় এবং তারাই মণ্ডলীর নির্ণয় নেবে। যাইহোক, যদি মণ্ডলীর সংজ্ঞা বাইবেলভিত্তিক হয়, তাহলে স্থানীয় মণ্ডলী ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করবে।

মণ্ডলীর একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। Ecclesiology-তে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা যার খুবই বাস্তব প্রভাব রয়েছে তা হল আমরা মণ্ডলীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করি। যদি খ্রিস্টানরা মনে করেন যে মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হল (স্বর্গ) রাজ্য স্থাপিত করা, বা ইতিমধ্যে বিদ্যমান রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাহলে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচার এবং "খ্রীষ্টের জন্য একটি শহর ও জাতি গড়ে তোলার" উপর অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হবে। যাইহোক, যদি মণ্ডলীর উদ্দেশ্যটি শাস্ত্রের সাথে একীভূত হয়, তবে এটি নিজেকে অনন্তকালের জন্য ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার উপায় হিসাবে দেখবে; "মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে, যুগ যুগ ধরে সকল প্রজন্মে চিরকাল তাঁর গৌরব কীর্তিত হোক!" ইফিষীয় ৩:২১।

মণ্ডলী যে উপায় দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব করেঃ

১। ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা ঘোষণা করে, বিশ্বাসে মণ্ডলীকে বিশ্বাসে বৃদ্ধি করে - ইফিষীয় ৪:১৩-১৬; কলসীয় ১:২৮ এবং ১ তিমথি ৩:১৫।

২। বাক্যের নির্দেশনা ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে– ১ তিমথি ২:২; ৩:১৬-১৭।

৩। সহভাগিতার দ্বারা-প্রেরিত ২:৪৭ এবং ১ যোহন ১:৩।

৪। অধ্যাদেশগুলি পালন করে–লূক ২২:১৯ এবং এবং প্রেরিত ২:৩৮-৪২।

৫। সমগ্র বিশ্বের কাছে সুসমাচারকে অগ্রসর ও প্রচারের মাধ্যমে–মথি ২৮:১৯; প্রেরিত ১:৮ এবং ২:৪২।

এগুলি খুবই বাস্তব উদ্দেশ্য যা প্রতি রবিবার মণ্ডলীর কার্জ্যকলাপে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বাইবেল ঈশ্বরের সার্বভৌম নির্বাচনের শিক্ষা দেয় যারা খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ পাবে। ঈশ্বর পরিত্রাণের বিষয়ে সার্বভৌম এবং "সবকিছু তাঁর নিজের ইচ্ছার পরামর্শ অনুসারে করেন"– ইফিষীয় ১:১১। ঈশ্বরের সমস্ত উদ্ধারের উদ্দেশ্য খ্রীষ্টে কেন্দ্রিত। বিশ্বসৃষ্টির আগে খ্রীষ্টে বিশ্বাসীদের মনোনীত করা হয়েছে– ইফিষীয় ১:৪। নির্বাচিতরা খ্রীষ্টে একত্রিত হওয়ার জন্য পূর্বনির্ধারিত– ইফিষীয় ১:১০। খ্রীষ্টের দেহ হওয়ার জন্য পাপীদের অবশ্যই খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হতে হবে। সাধারণত, নির্বাচিতরা খ্রীষ্ট ছাড়াই থাকে, যদিও তারা মণ্ডলীর দৃশ্যমান সমাবেশের অন্তর্গত হতে পারে– ইফিষীয় ২:৩। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে প্রদত্ত মেষদের নিজ খোঁয়াড়ে একত্রিত করেন। পবিত্র আত্মার পুনর্জ্জিবনের কাজের মাধ্যমে, পাপীরা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত

হয়। তাই আমরা মণ্ডলীকে সমবেত জনগণ এবং "একটি নির্বাচিত প্রজন্ম" হিসাবে বর্ণনা করতে পারি– ১ পিতর ২:৯। এইভাবে উত্তম মেষপালক দ্বারা নির্বাচিতদের একত্রিত হওয়ার দ্বারা তারা মণ্ডলীর জীবন্ত সদস্য হয়ে উঠে।

মণ্ডলী এবং নির্বাচন আরও বোঝায় যে নির্বাচনের বৃত্তটি সমবেত মণ্ডলীর বৃত্তের সাথে এক নয়। আমরা বাইবেল থেকে এবং প্রকৃত মাণ্ডলিক জীবনে দেখতে পাই যে দৃশ্যমান মন্ডলীতে ভণ্ডদের পাওয়া যায়। নির্বাচনকে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর-সমাবেশের কাজের ভিত্তি হিসাবেও দেখা উচিত। ঈশ্বরের অনুগ্রহ মনোনয়ন ছাড়া, কোন মণ্ডলী হতে পারে না। নির্বাচন এছাড়াও নিশ্চিত করে যে সংগ্রামশীল মণ্ডলী০বিজয়ী মণ্ডলী হবে। আশা করি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে নির্বাচনের শিক্ষাতত্ত্বটি অনেক স্বস্তির।

সকল জাতি থেকে নির্বাচিত,
তবুও সমস্ত পৃথিবীতে এক,
তাঁর পরিত্রাণের ধরণ,
এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক জন্ম;
একটি পবিত্র নাম আশীর্বাদীদ হয়,
একটি পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করে
এবং একটি আশার পেছনে ধাবিত,
প্রতিটি অনুগ্রহ শেষ পরিণতি।
-সুন্দর স্তবগান গায়, "মণ্ডলীর এক ভিত্তি"

এই বিষয়ের ভূমিকা হিসাবে, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে প্রভু যীশু নিজে মণ্ডলী সম্পর্কে মথি ১৬:১৮ পদের যা বলেছেন সেই দিকে; "এবং তুমি পিতর এবং এই পাথরের উপর আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব এবং নরকের পুরূদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না।" এই বাক্যগুলি রোমান ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে আমাদের প্রভু পিতরকে তাঁর সমগ্র মণ্ডলীর প্রশাসন, সম্মান ও এখতিয়ারের প্রথম স্থান প্রদান করেছেন এবং একই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব সর্বদা রোমের পোপ বা বিশপদের মধ্যে বসবাস করছে এবং তারা হলেন পিতরের উত্তরসূরি।

এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রভু যীশু দুটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা এক না হলেও তাদের অর্থের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তিনি যা বলেছিলেন তা হল, "তুমি পেট্রোস এবং এই পেট্রার -র উপর আমি আমার মণ্ডলী গাঁথিব।" পিটার-পেট্রোস- মানে "শিলা/শৈল"। তাই "পিতরের উপর" নয়, "এই পাথরের বা শৈলের উপর" আমি আমার মণ্ডলী গাঁথিব। এটি শব্দের নাটকের মতো। যীশু যদি বলতে চাইতেন যে তিনি পিতরের উপর তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করেবেন, তাহলে তিনি বলতেন, "এবং আমি তোমার উপর আমার মণ্ডলী গাঁথিব।" ঠিক যেমন ১৯ পদে, যেখানে তিনি পিতর এবং অন্যান্য শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন, "এবং আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব" এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে তা স্বর্গে বদ্ধ হবে এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে তা স্বর্গে খুলে দেওয়া হবে।" আদমের একজন ভুল, বিভ্রান্ত সন্তান ঈশ্বরের মন্ডলীর ভিত্তি হতে পারে না। পিতরের উপর নয়, পৌল বা অন্য কোন প্রেরিত বা সাধুর উপর নয়, কিন্তু, ১৮ পদে– "এই পাথরের (শৈলের/পাষানের) উপরে আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব।" এখানে যীশু আর কোন ব্যক্তির কথা বলেননি, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন। "শৈল" এর প্রকৃত অর্থ যীশুর মশীহত্ব এবং ঐশ্বরত্বের সত্য বলে মনে হয়, যা পিতর সবেমাত্র স্বীকার করেছিলেন–মথি ১৬:১৬ পদে; "শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।" খ্রীষ্ট হলেন সেই শৈল যার উপর মণ্ডলী গাঁথা হয়েছে। অন্য কোন শৈল মানুষের পাপ এবং অন্যায়ের বিশাল ওজন বহন করতে পারে না। অন্য কোন ভিত্তি পতিত পাপীদের প্রয়োজনের সাথে খাপ খায় না– ১ করিন্থীয় ৩:১১; "কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।" শব্দটির প্রাথমিক বা মৌলিক অর্থ হল, শুধুমাত্র একটি ভিত্তি আছে এবং সেই ভিত্তিটি পিতর নন, কিন্তু স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট।

গৌণ অর্থে, মণ্ডলীর ভিত্তি হিসাবে পিতর সহ অন্য প্রেরিতদের কথা বলা অবৈধ, কারণ এই লোকেরা

সর্বদা নিজেদের থেকে বাইরে পরিত্রাতা হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। শাস্ত্র নিজেই এই গৌণ অর্থ ব্যবহার করে, উদাহরণস্বরূপ, ইফিষীয় ২:২০ পদে; "তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগনের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাঁহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু।" এই প্রসঙ্গে, জোর দেওয়া উচিত যে যীশু মণ্ডলীর নির্মাতা এবং মালিক হিসাবে পিতরের নয় কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলছেন। তিনি বলেন, "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব"– মথি ১৬:১৮।

মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি গ্রহের চিত্র প্রায়ই বাইবেলে পাওয়া যায়। এটি আশ্চর্যজনক যে পিতর নিজেই তাঁর পত্রে মণ্ডলীর জন্য একই ছবি ব্যবহার করেছেন– ১ পিতর ২:৪-৫; "তোমরা তাঁহারই নিকটে, মনুষ্যের দ্বারা অগ্রাহ্য, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য জীবন্ত প্রস্তরের নিকটে আসিয়া জীবন্ত প্রস্তরের ন্যায় আত্মিক গৃহস্বরূপ গাঁথিয়া তোলা যাইতেছ, যেন পবিত্র যাজকবর্গ হইয়া যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আত্মিক বলি উতসর্গ করিতে পার।"

এটি বড় সান্ত্বনা দায়ক যে যীশু এই মণ্ডলীটিকে তাঁর নিজের মনে করেন। তিনি কি স্বর্গ থেকে আসেননি যেন তাঁর মণ্ডলীকে "নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয়" করেন প্রেরিত ২০:২৮। "আমার মণ্ডলী"– ঈশ্বরের উপাসকদের মণ্ডলীর প্রভু, সত্যিকারের ইস্রায়েলের রাজা (ইংরেজি থেকে পদটি অনুবাদ করা হয়েছে)-ফিলিপীয় ৩:৩। খ্রীষ্ট তাঁর শক্তি দ্বারা মণ্ডলী গেঁথে তোলেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে শয়তান কখনও এটিকে উৎখাত করতে পারবে না। কারণ যীশু মণ্ডলীর বিষয়ে আরও কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "এবং নরকের পূরূদ্বার সকল এর বিরুদ্ধে প্রবল (জয়লাভ) করবে না"–মথি ১৬:১৮। "নরকের দরজাগুলি" শয়তান এবং তার সৈন্যদলকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমনটি তারা নরকের বাইরে ঝড় তোলে যেন মণ্ডলী আক্রমণ এবং ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর সংঘর্ষকারীদের জন্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যে মণ্ডলীটি তিনি গেঁথে তুলবেন মণ্ডলীর শত্রুরা সেটিকে পরাভূত করতে পারবে না। মন্দ শক্তি অনেক আছে যারা অন্বেষণ করছে মণ্ডলী ধ্বংস করতে। নিপীড়ন, মিথ্যা শিক্ষা, বিশ্বাসীদের না গরম না ঠাণ্ডা ব্যবহার, বর্তমান বিশ্বের জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্যতা ইত্যাদির কথা চিন্তা করুন। শত্রুদের ধনুকের উপর অনেক তীর রয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্ট, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, নিজ মণ্ডলী গাঁথছেন ও রক্ষা করছেন।

আসুন আমরা এই চিন্তাধারা মাথায় রাখি, যখন আমরা Ecclesiology অধ্যয়ন শুরু করি। মণ্ডলীর প্রকৃত অধ্যয়নের অর্থ হল এমন মণ্ডলী হওয়া যা খ্রীষ্টের ন্যায়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ২

মণ্ডলী সম্বন্ধে বাইবেল কী বলে?

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – লেকচার ২

মণ্ডলীর সম্বন্ধে বাইবেল কী বলে?

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের দিন ও যুগে আমরা জানি সঠিক তথ্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়। সঠিক তথ্য না থাকলে আমাদের পরিস্থিতির যে চিত্র আছে তা ভুল হবে। আপনি সম্মত হবেন যে এর গুরুতর পরিণতি হবে। Ecclesiology হল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর অধ্যয়ন, যেমনটি আমরা বাইবেলে পাই। বাইবেল থেকে তথ্য এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অধ্যয়নের জন্য জরুরী। আমাদের প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বাক্যকে বাদ দিলে মণ্ডলী সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা উৎপন্ন হবে।

এই বক্তৃতায়, আমরা পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ইতিহাস জুড়ে ঈশ্বরের মণ্ডলীর গঠন, সংরক্ষণ এবং বিকাশের চিহ্নগুলি চিহ্নিত করতে বাঞ্ছা করি। বাইবেল আমাদের এই পৃথিবীতে, অতীতে এবং বর্তমান সময়ে তাঁর মন্ডলীতে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের সৌন্দর্য দেখায়। বাইবেল মানুষের সাথে কথোপকথন করে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্কের একক রূপে নয় বরং যীশুর নামে একত্রিত আধ্যাত্মিক সমাজের সদস্য হিসাবেও। এটি শুধুমাত্র সেই শিক্ষার বিষয়ে নয় যেগুলিকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই বিধি বিধান সম্পর্কেও নয় যেগুলি প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীকে মেনে চলতে হবে, তবে বাইবেলের সমস্ত শিক্ষা এবং অনুশাসনগুলি বিশ্বাসী এবং ঈশ্বর-ভয়শীল লোকদের একটি সমাজের জন্য চিত্রিত করা হয়েছে। এটা কোন আকস্মিক বা স্বেচ্ছাসেবী সংঘ নয়, কিন্তু এটা শুরু থেকেই ঈশ্বরের দ্বারা পরিকল্পিত ও নিযুক্ত করা হয়েছে। মণ্ডলীর প্রকৃতি এবং চরিত্রের শাস্ত্রীয় নীতিগুলি শুরুতে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাতন নিয়মে মণ্ডলীর বিকাশ। প্রথম স্থানে, মণ্ডলীর বীজ। শুরু থেকেই, বাইবেল ঈশ্বরের মন্ডলীর কথা বলে। মানুষের পতনের ঠিক পরে, ঈশ্বর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। সেটি আমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, "আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাঁহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।" এই প্রতিশ্রুতিকে প্রায়ই মাতৃ সুলভ বলা হয়। ঈশ্বর স্ত্রীর বীজের মাধ্যমে তাঁর মণ্ডলীর নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসের কোন এক সময়, পৃথিবীতে একজন নারীর থেকে জন্ম নেওয়া এক অনন্য পুরুষ-সন্তান মুক্তিদাতা রূপে আসবে এবং সেই শিশুটি শয়তানের মাথা চূর্ণ করবে। আমরা শাস্ত্র থেকে জানি যে এই প্রতিশ্রুতি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টে পূর্ণ হয়েছে। তাই শুরু থেকেই, ঈশ্বর তাঁর চুক্তির পরিকল্পনা উপলব্ধি করেন এবং বীজ রূপে তাঁর মণ্ডলীকে নির্মাণ করতে শুরু করেন। খ্রীষ্টকে পরিত্রাণ দানের ক্ষমতার সঙ্গে আদম এবং হবার কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা তাঁকে বিশ্বাস করেন। আদম তার বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন তিনি তার স্ত্রীর নাম পরিবর্তন করে এবং তাকে হবা বলে ডাকেন, কারণ তিনি, মাংস অনুসারে খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি বহন করেছিলেন, তিনি সমস্ত জীবিতদের মা ছিলেন। কয়িনের জন্মের সময়, হবা নিজেই আনন্দিত হয়ে বলেছিলেন, "সদাপ্রভুর সহায়তায় আমার নরলাভ (মনুষ্য) হইয়াছে।" আদম এবং হবা মণ্ডলীর প্রথম সদস্য ছিলেন, যা প্রভু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বজায় রাখেন এবং এটি শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে। পতনের আগে, কোন মণ্ডলী ছিল না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি অনুসারে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজেদের সৃষ্টিকর্তার সাথে তাদের অবিলম্বে যোগাযোগ ছিল।

মণ্ডলী অনুগ্রহে, ঈশ্বরের দ্বারা শুরুতে, পতনের পরপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর আদম এবং হবার বংশধরে তাঁর প্রতিশ্রুতি উপলব্ধি করেছিলেন। শুরু থেকে, আমরা দুটি লাইন দেখতে পাচ্ছি– কয়িন এবং শেথের প্রজন্ম। শেথের বংশে প্রকৃত মণ্ডলী পাওয়া যায়। ঈশ্বরের চুক্তির প্রথম মণ্ডলীর রূপটি হল ব্যাক্তিগত,

বিশেষ রূপ, যা হল আদমের দ্বারা শেথের বংশে। আমরা আদিপুস্তক ৪:২৬ পদে তাদের সম্পর্কে পড়ি; "তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।" এটিকে মণ্ডলীর উপাসনার প্রথম বাইবেলের রেফারেন্স হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যারা প্রভুকে ভয় করত, তাঁর নাম ডাকার জন্য একত্রিত হয়েছিল।

আমরা যখন আদিপুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যাই, আমরা প্রথম বিশ্বের দ্রুত ক্ষয় দেখতে পাই। সম্পূর্ণ মানবজাতিকে ধ্বংসকারী বন্যার সময় জাহাজে মাত্র আটটি মানুষ পাওয়া যায়। নোহ দ্বারা নির্মিত জাহাজে, আমরা মণ্ডলীর একটি ছবিও দেখতে পারি। ইব্রীয় ১১:৭ পদ বলে, "বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না, এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্মাণ করিলেন এবং তদ্দারা জগতকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী হইলেন।" এবং পিতর, ১ পিতর ৩:২০-২১ পদে বলেছেন, "যাহারা পূর্ব্বকালে, নোহের সময়ে, জাহাজ প্রস্তুত হইতে হইতে যখন ঈশ্বরের দীর্ঘসহিষ্ণুতা বিলম্ব করিতেছিল, তখন অবাধ্য ছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল দ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল। আর এখন উহার প্রতিরূপ বাপ্তিস্ম অর্থাৎ মাংসের মালিন্যত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সৎসংবেদের নিবেদন তাহাই যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদিগকে পরিত্রাণ করে।" অতএব, "আমরা সর্বদা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সংরক্ষণ করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, বহুগুণে, সম্মানিত করেছেন, সজ্জিত করেছেন [সুশোভিত] এবং মৃত্যু থেকে তাঁর জনেদের সকল যুগে, আদম থেকে, মাংসে খ্রীষ্ট যীশুর আগমন পর্যন্ত" (দ্য স্কটস বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, ১৫৬০, অধ্যায় ৫)।

দ্বিতীয় স্থানে, আব্রাহামের তাঁবুর মণ্ডলী। ঈশ্বর আব্রাহামকে আহ্বান করেছিলেন এবং আব্রাহাম ও তাঁর বংশের সাথে তাঁর চুক্তি করেছিলেন। আদিপুস্তক ১৭:৭ পদ বলে, "আমি তোমার সহিত ও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব...আমি তোমার ঈশ্বর ও তোমার ভাবী বংশের ঈশ্বর হইব।" এটি ঈশ্বরের চুক্তির পিতৃপুরুষদের সময়ের শুরু। সত্য ধর্ম পুরনায় মৃত্যুর পথে ছিল, কিন্তু ঈশ্বর অব্রাহামের পরিবারকে নিজের জন্য আলাদা করে নিয়েছিলেন। পিতৃপুরুষদের তাঁবুতে সদাপ্রভুর ভয় পাওয়া গেল। পুনর্বার, আমরা পড়ি যে তাঁরা যেখানে তাদের তাঁবু স্থাপন করতেন সেখানে তাঁরা একটি বেদী নির্মাণ করতেন। ঈশ্বর আব্রাহাম এবং তাঁর বংশকে চুক্তির একটি চিহ্ন এবং সীলমোহরও দিয়েছিলেন– তাদের মধ্যে প্রতিটি পুরুষ–সন্তানকে ছিন্নত্বক্ করতে হবে।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মণ্ডলীর বিকাশ অনুগ্রহের চুক্তির বিভিন্ন ব্যবস্থার ক্রম অনুসরণ করছে। মোশির সময় পর্যন্ত, আব্রাহাম, ইসাহাক এবং যাকোবের পরিবারে প্রভুর ভয় জীবিত ছিল। আধ্যাত্মিক আশীর্বাদগুলিও আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যেমন পাপের ক্ষমা এবং আত্মার দান ইত্যাদি। আমরা আব্রাহাম এবং তাঁর বংশের কাছে যে আশীর্বাদ এসেছিল তার দুটি দিককে পৃথক করি। একদিকে, সাময়িক আশীর্বাদ, যেমন কনান দেশ, অসংখ্য বংশধর এবং তাদের শত্রুদের উপর বিজয়;আর অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক আশীর্বাদগুলি যা আধ্যাত্মিক এবং স্বর্গীয় জিনিসগুলির প্রতীক এবং রূপক রূপে কাজ করে। আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতিগুলি আব্রাহামের স্বাভাবিক বংশধরদের মধ্যে উপলব্ধি করা হয় না, কিন্তু তাঁরা করে যারা শুধুমাত্র আব্রাহামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (গালাতীয় ৩:২৯)।

তৃতীয় স্থানে, তাঁবুর এবং মন্দিরের মণ্ডলী। মোশির যুগে (Mosaic period), মিশর দেশ ত্যাগের পরে, ইস্রায়েলের লোকেরা সমাগম তাম্বুর চারপাশে একত্রিত হয়েছিল। তারা আনুষ্ঠানিক আইনে (ceremonial law) সমৃদ্ধ হয়েছিল, যাতে জাতির ধর্ম প্রকাশ পেতে পারে। যাজক ও লেবীয়দের সেবায় মুক্তির সুসমাচার দেখানো হয়েছিল। সমস্ত নৈবেদ্য খ্রীষ্ট এবং তাঁর মুক্তির কাজকে নির্দেশ করে। ছিন্নতক্ ব্যাতিরেকে, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলে মধ্যে আরও একটি ধর্মনুষ্ঠান অভ্যাস করা হয়েছিল- নিস্তারপর্বের ধর্মানুষ্ঠান ইস্রায়েলকে দেখিয়েছিল যে "রক্তপাত ব্যাতিরেকে কোন ক্ষমা নেই" (ইব্রীয় ৯:২২)।

প্রতিশ্রুত দেশে, আমরা দেখতে পাই যে মণ্ডলীর কোন স্বাধীন সংগঠন ছিল না, কিন্তু রাজ্যে এর সংগঠিত অস্তিত্ব ছিল। ইস্রায়েল একটি রাষ্ট্রীয় মণ্ডলী ছিল। জেরুজালেম এবং মন্দির ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে। বিদেশীরা শুধুমাত্র জাতির সাথে যুক্ত হয়ে মণ্ডলীতে প্রবেশ করতে পারতো। ইস্রায়েলের লোকেদের এবং বিধর্মীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বিচ্ছেদ ছিল। ইস্রায়েল জাতিকে সদাপ্রভুর সঙ্গে এক বিশেষ চুক্তির

সম্পর্কের মধ্যে আনিত করা হয়েছিল। যেমনটি আমরা দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২ পদে পড়ি, "কেননা তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর পবিত্র প্রজা; ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জাতীর মধ্য হইতে সদাপ্রভু আপনার নিজস্ব প্রজা করণার্থে তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।" চুক্তির বিশেষাধিকারগুলি ইস্রায়েলের লোকেদের উপর বাধ্যবাধকতা নিয়ে আসে। মোশি এবং ভাববাদীদের ইস্রায়েলের লোকেদের বারম্বার মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল যে তারা প্রভুর দ্বারা আশীর্বাদিত এক জাতি এবং প্রভুর সেবা করার জন্য আহূত। লেবীয় পুস্তক ২০:২৬ পদ অনুসারে; "আর তোমরা আমার উদ্দেশে পবিত্র হও, কেননা আমি সদাপ্রভু পবিত্র এবং আমি তোমাদিগকে জাতিগন হইতে পৃথক্ করিয়াছি যেন তোমরা আমারই হও।"

পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে, আপনি আরও একটি দিক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখবেন। ঈশ্বরের মণ্ডলী কেবল ইস্রায়েলের লোকেদের মধ্যেই নয়, জাতিগুলির মধ্যেও থাকবে; "সেই দিনে অনেক জাতি সদাপ্রভুতে আসক্ত হইবে, আমার প্রজা হইবে এবং আমি তোমার মধ্যে বাস করিব, তাহাঁতে তুমি জানিবে যে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।" (সখরিয় ২:১১)। ইতিমধ্যেই অব্রাহামের কাছে চুক্তির প্রতিশ্রুতিতে, আমরা শিখেছি যে ঈশ্বর বিশ্বের জাতিগুলির উপর নজর রেখেছিলেন; "এবং তোমার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত জাতি (পরিবার) আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে" (আদিপুস্তক ১২:৩)।

পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্তসারে, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর মানবজাতির মধ্য থেকে এক দল লোককে আহ্বান করলেন, তিনি তাদের চুক্তির ঈশ্বর হলেন, যিনি স্ত্রী জাত, আব্রাহামের বংশ, তাম্বুর চারপাশে সমাবেত, দায়ুদের মেষ, ঈশ্বরের অবশিষ্টাংশ। ঈশ্বর তাঁর স্ব-প্রকাশের মাধ্যমে তাদের অত্যন্ত সুবিধা দিয়েছিলেন, তাঁর প্রতিশ্রুতি এবং আদেশ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর প্রজা হিসাবে তাঁর নিজের সাথে মেলামেশার জন্য তাদের আহ্বান করেছিলেন। এই দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে তারা ছিল, যারা অবিশ্বাস এবং অনুতপ্ততায় অবিচল ছিল, কিন্তু তারাও ছিল যারা সদাপ্রভুকে ভয় করত এবং তাঁর প্রেমময় দয়া উপভোগ করত। প্রজন্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যে করুণা দেখিয়েছিলেন তার ভিত্তি আসন্ন মশীহের কাজের উপর ছিল, যাকে ঈশ্বর ক্রমবর্ধমানভাবে মণ্ডলীর আশা হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন। তার আগমন মণ্ডলীকে জাতিদের জন্য আশীর্বাদ এবং তাদের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমার সাক্ষী হতে পরিচালিত করবে। তাদের নির্বাসনে নিয়ে যাওয়ার পরের সময়টি মণ্ডলীর সেই নতুন নিয়মের যুগের জন্য প্রস্তুতিমূলক ছিল।

মণ্ডলীর জন্য পুরাতন নিয়মে ব্যবহৃত শব্দ। পুরাতন নিয়মে, মণ্ডলীর জন্য দুটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ; "কাহাল" এবং "ইডাহ"। কাহালের অর্থ হল "সমাবেশ"। এটি একটি হিব্রু শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ আহ্বান, একসঙ্গে আহ্বান করা, একত্রিত। এটি একটি শব্দের সাথে সম্পর্কিত যা আমরা আদিপুস্তক ৩:৮-১০ পদে পড়ি। প্রভু পতনের পরে এদন উদ্যানে আসেন এবং একটি শ্রুতিমধুর, উচ্চ স্বরে আদম ও হবাকে ডাকেন। সুতরাং কাহাল হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি সমগ্র দলকে একসঙ্গে আহ্বান করা। আমরা এই বাইবেলীয় শব্দ থেকে শিখি যে মণ্ডলীর অর্থ হল একটি সাধারণ, জনসাধারণের, শ্রবণযোগ্য আহ্বান অথবা জনসমক্ষে সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে একত্রিত সমাবেশ। এটা সুন্দরভাবে দেখা যায় যখন ইস্রায়েলীয়দের তাঁবু মরুভূমিতে আবাস তাঁবুর (সমাগম তাঁবুর) চারপাশে একত্রিত হত। মণ্ডলী প্রভুর চারপাশে একত্রিত হয়– তিনি মধ্যে বিরাজমান। সদাপ্রভু ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এটি সিনয় পর্বতে ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য এবং মন্দিরের উৎসর্গে ব্যবহৃত হয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২২; ১ রাজাবলী ৮:২২)। আমরা ইষ্রা ১০:১ পদেও কাহাল শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই; "ঈশ্বরের গৃহের সম্মুখে ইষ্রার এইরূপ প্রার্থনা, পাপস্বীকার, রোদন ও প্রণিপাত করিবার সময়ে ইস্রায়েল হইতে আবাল বৃদ্ধিবনিতা অতি বৃহৎ সমাজ তাঁহার নিকটে একত্র হইয়াছিল।" এটি ঈশ্বর বিরুদ্ধাচারিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। বিশ্বাসী "দুষ্ট কার্জকারীদের সমাবেশ" থেকে দূরে থাকে (গীতসংহিতা ২৬:৫); "আমি দুষ্ট কার্জকারীদের মণ্ডলীকে ঘৃণা করি;এবং দুষ্টদের সাথে বসবে না।"

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের লোকদের মণ্ডলীর জন্য দ্বিতীয় প্রধান শব্দ হল "ইডাহ"। এই শব্দটিকে "জনসমাবেশ/ধর্মসভা" দিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। শব্দের মূল অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে মিলিত হওয়া, সাক্ষাতের জন্য পূর্ণ নির্বাচিত সময়ে (অ্যাপয়েন্টমেন্টের) মাধ্যমে একত্রিত

হওয়া। এই সম্পর্কে একটি খুব সাধারণ বাক্যাংশ হল "জন সাধারণের আবাস তাঁবু" বা "সমাগম তাঁবু।" এটি তাঁর লোকেদের সাথে দেখা করার জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত স্থান।

নির্বাসনের সময়কালের পরে, আমরা দেখতে পাই যে মণ্ডলী ধর্মধামে একত্রিত হয়। সিনাগগ (গ্রীক) শব্দের অর্থও "জনসমাবেশ" - একত্রিত লোকেরা সিনাগগে-প্রার্থনা এবং ধ্যানের ঘরে একত্রিত হয়।

নতুন নিয়মে মণ্ডলীর বিকাশের দিকে যাওয়া যাক। নতুন নিয়ম, এমনকি পুরাতন নিয়মের চেয়েও বেশি করে দেখায় যে মণ্ডলী হল ত্রিত্ব ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রদর্শন, আর যে মাধ্যমগুলির মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করেন, সমস্তই তাঁর মহিমার জন্য। খ্রীষ্টের আগমন, পবিত্র আত্মা বর্ষণ এবং প্রেরিতদের পরিচর্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের দ্বারা নতুন নিয়মে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়।

আসুন কিছু নতুন নিয়মের শব্দগুলি দেখি। নতুন নিয়মে আমরা মণ্ডলীর জন্য ব্যবহৃত দুটি পদও খুঁজে পাই। গ্রীক শব্দ "কুরিয়াকে", একটি ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ, নতুন নিয়মে একটি শাস্ত্রীয় ব্যবহার পেয়েছে। ইংরেজি শব্দ "চার্চ" এবং ডাচ্ শব্দ "কের্ক" গ্রীক শব্দ "কুরিয়াকে" থেকে উদ্ভূত। শব্দটির অর্থ "যা প্রভুর" বা "যা প্রভুর সাথে সম্পর্কিত।" এটি প্রকাশিত বাক্য ১:১০ পদে "প্রভুর দিন"-এ ব্যবহৃত হয়েছে, যে দিনটি প্রভুর। এটি "প্রভুর নৈশভোজ" অভিব্যক্তির জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, টেবিল বা খাবার যা প্রভুর। প্রাথমিক খ্রিস্টানরা এই শব্দটি খ্রিস্টান সমাবেশের একত্রিত হইবার স্থান বর্ণনা করতেও ব্যবহার করেছিল। পরে এই শব্দটি গৃহীত হয়েছিল এবং মধ্যযুগ থেকে, এটি শুধুমাত্র স্থানের জন্য নয়, প্রভুর নামে একত্রিত হওয়া লোকেদের জন্যও প্রয়োগ করা হতে থাকে।

"এক্লেসিয়া"– সমাবেশ – নতুন নিয়মের অন্যতম শব্দ যা মণ্ডলীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর ক্রিয়াপদের মূল শব্দের অর্থ হল "বাইরে থেকে আহ্বান করা" (এক্ = বাইরে থেকে, এবং লেসিয়া = আহ্বান)। সাধারণ গ্রীক ভাষায়, এটি নাগরিকদের একটি সমাবেশকে বোঝায় যাকে তাদের বাড়ি থেকে কিছু সার্বজনিন স্থানে ডাকা হয়েছে বা আলোচনার জন্য একটি সার্বজনিন স্থানে জড়ো হওয়া সমাবেশকে বোঝায়। প্রেরিত এর পুস্তকে আপনি আইনসম্মত সমাবেশের কথা পড়েন (প্রেরিত ১৯:৩২, ৩৯, ৪০)। শাস্ত্রে, ecclesia প্রায়শই "যারা খ্রীষ্টের শিষ্য তাদের জমায়েতকে" বোঝায়। Ecclesia শুধুমাত্র প্রকৃত সভাগুলিকেই বোঝায় না, কিন্তু ঈশ্বরের লোকেদেরকে বোঝায় যে কিনা "আসলে বা সম্ভাব্যভাবে একত্রিত হয়েছে।"

এটি লক্ষণীয় যে "এক্লেসিয়া" শব্দটি সুসমাচারে একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র মথি ১৬:১৮ এবং ১৮:১৭ পদে। কেউ কেউ সন্দেহ করে যে যীশু এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন কিনা। তাদের মতামত রয়েছে যে যীশু "এক্লেসিয়া" শব্দটি ব্যবহার করেননি এবং এমনকি যীশু নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা নন, কারণ তিনি শুধুমাত্র ঈশ্বরের রাজ্য ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু যীশু ছাড়া, কোন মণ্ডলী থাকবে না, কারণ যীশু নিজেই এবং তাঁর কাজ হল মণ্ডলীর ভিত্তি। মথি থেকে পাওয়া লেখাগুলোর সত্যতা নিয়েও আমাদের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। ঈশ্বরের রাজ্য এবং মণ্ডলীর মধ্যে কোনও বৈপরীত্য নেই, কারণ আমরা সুসমাচার থেকে দেখতে পাই যে যীশু যে রাজ্য ঘোষণা করেছিলেন তা কেবল একটি আসন্ন রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে তাঁর রাজ্য এখন সকলের হৃদয়ে উপস্থিত রয়েছে নিশ্চয় যারা তাঁকে বিশ্বাস করে। পরে এই কোর্সে, আমরা মণ্ডলী এবং ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও অধ্যয়ন করার পরিকল্পনা করেছি। আপাতত, এটা উপলব্ধি করা যথেষ্ট যে যেহেতু যীশু প্রায়শই "এক্লেসিয়া" শব্দটি ব্যবহার করেননি তাই আমরা সন্দেহ করতেই পারি যে তিনি নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা নন।

"এক্লেসিয়া" শব্দটি প্রায়ই প্রেরিত পুস্তকে এবং প্রেরিতদের চিঠিতে ব্যবহৃত হয়। এটি যেকোন শহর বা গ্রামে "খ্রিস্টানদের স্থানীয় সংগঠন" এর জন্য ব্যবহার করা হয় (প্রেরিত ৫:১১) তখন সমস্ত মণ্ডলী এবং যত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।" (প্রেরিত ১১:২২) "পড়ে তাহাদের বিষয় যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর কর্নগোচর হইল।"

এটি বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৫:৪১-এ, "আর তিনি সুরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়া গমন করিতে করিতে মণ্ডলীগণকে সুস্থির করিলেন।" তাই এটা উপলব্ধি করা ভালো যে "মণ্ডলী" শব্দটি শুধুমাত্র একটি ভবনে এক মণ্ডলীর সভার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনুমান করার জন্য শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে

যে বহু জনসভা, পৃথক বাড়িতে উপাসনার জন্য মিলিত হওয়া, কিন্তু একটি ধর্মীয় আদেশের অধীনে একত্রে সংযুক্ত, "মণ্ডলী" বলে সাধারণ শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। চিন্তা করুন জেরুজালেমে যে সকল মানুষের মনপরিবর্তন হত, যাদেরকে "জেরুজালেমের মণ্ডলী" এবং "এশিয়ার মণ্ডলী" নামে সাধারণভাবে ডাকা হত, যারা অবশ্যই একটি শহরে একাধিক জনসমাবেশ কে ইঙ্গিত করে। এটি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বা একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নামধারী খ্রিস্টানদের দাবিদার বিশ্বজনীন মণ্ডলীর তাৎপর্যও থাকতে পারে। ইফিষীয় ১:২২ পদে আমরা পড়ি যে খ্রীষ্ট হলেন "মন্ডলীর সমস্ত কিছুর প্রধান, যা তাঁর দেহ।" অবশেষে, এটি "নির্বাচিত মন্ডলীর ব্যবহার থাকতে পারে, যা অতীত, বর্তমান এবং আসন্ন যুগে সমস্ত নির্বাচিতদের দ্বারা গঠিত, যারা খ্রীষ্টের সাথে মহিমান্বিত হয় বা হবে" (ইফিষীয় ৫:২৫-২৭)।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি যে "এক্লেসিয়া" একটি পরিমাণগত নয়, কিন্তু একটি গুণগত ধারণা। মণ্ডলী বিভিন্ন বিভাগের সাথে একটি সংস্থার মত নয়। একটি মণ্ডলী ছোট হতে পারে, কিন্তু সেটি খ্রীষ্টের সত্যিকারের মন্ডলী থেকে কম নয় (প্রকাশিত বাক্য ৩:৮)। মণ্ডলী সব জায়গায় হতে পারে, যেখানে খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে একত্রিত করেন। খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক সর্বজনীন এবং স্থানীয় গির্জার জন্য নিষ্পত্তিমূলক।

মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য প্রেরিতের পুস্তকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সত্যি বলতে যে বইটি পঞ্চশত্তমী সাথে শুরু হয়েছে তা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্ট তাঁর আত্মার দ্বারা তাঁর মন্ডলীকে একত্রিত করেন এবং পূর্ণ করেন। যদিও পঞ্চশত্তমী দিনটি মণ্ডলীর জন্য ভিত্তিস্বরূপ বা অপরিহার্জ); এটি নতুন নিয়মে মণ্ডলীর জন্মদিন নয়, যেমন কেউ কেউ বলে থাকেন। পঞ্চশত্তমীর আগে থেকেই জেরুজালেমে মণ্ডলী বিদ্যমান ছিল। উপরের কক্ষে একটি মণ্ডলী একত্রিত হয়েছিল, যেমন আমরা প্রেরিত অধ্যায় ১ এ পড়ে থাকি। পঞ্চশত্তমীর দিনে আত্মা প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে, তারা পৃথিবীতে তাদের আহ্বান পূরণ করতে সজ্জিত হয়েছিল। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে তারা একটি সাক্ষ্য বহনকারী মণ্ডলীতে পরিণত হয়েছিল।

প্রেরিত পুস্তকে মণ্ডলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে "তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় এবং প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিল" (প্রেরিত ২:৪২)। এটি আমাদের দেখায় যে মণ্ডলী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। প্রেরিত পুস্তকের অবশিষ্ট অংশ দেখায় যে পবিত্র আত্মা মানুষকে পূর্ণ করেছেন এবং তাদের প্রচারের জন্য পাঠিয়েছেন (প্রেরিত ৯:১৭ এবং ১৩:১-২); অইহুদীদের উপর এসেছেন (প্রেরিত ১০:৪৪)। সুসমাচার জেরুজালেম থেকে রোমে যায়। আর ইহুদি এবং অজাতীদের পক্ষ থেকে তীব্র নিপীড়ন এবং শত্রুতা সত্ত্বেও, মণ্ডলী বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি দুটি বিবৃতি দ্বারা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, "কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেতে এবং বহুগুণ বাড়তে থাকে" এবং, "অত্যাধিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রবল হয়েছে" (প্রেরিত ১২:২৪ এবং ১৯:২০)।

আসুন এখন পত্রগুলো দেখি। যদি নতুন নিয়মে মণ্ডলীর রূপগুলি সুসমাচারগুলিতে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং প্রেরিত পুস্তকে তার উদাহরণ দেওয়া হয়, সেগুলি পত্রগুলিতে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রেরিতদের চিঠিগুলি মণ্ডলীগুলির উত্থানকে লক্ষ্য করে, বিশেষ করে তাদের জ্ঞান এবং বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি দানের জন্য নিবেদিত (ইফিষীয় ২:২১; ৪:১৫; ১ পিতর ২:২)। এটি তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে এবং মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ বক্তব্য। বারবার, এটি স্বীকার করা হয় এবং প্রার্থনা করা হয়। প্রভু তাঁর মণ্ডলীর নির্মাণের জন্য মানুষদের ব্যবহার করেন। তিনি তাদের ডেকে তাঁর সেবায় সজ্জিত করেন। আধ্যাত্মিক উপহার, ক্যারিশমা এবং মণ্ডলীর পদগুলি একই আত্মার উপহার এবং একটি সুরেলা উপায়ে একসাথে পরিবেশিত হয়, যেখানে একটি বৈধ্য আদেশ বাতিল করা যায় না।

প্রেরিতদের পত্রগুলিতে, আমরা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর বর্ণনার একটি সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য খুঁজে পাই। প্রত্যেকটিতে মণ্ডলী কি সেই বিষয়ে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বের করে আনে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে "ঈশ্বরের মন্দির" (১ করিন্থীয় ৩:১৬); "প্রভুর পবিত্র মন্দির" (ইফিষীয় ২:২১); "খ্রীষ্টের দেহ" (ইফিষীয় ১:২২-২৩ এবং কলসীয় ১:১৮); "তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্য" (কলসীয় ১:১৩); "ঈশ্বরের গৃহ" (ইব্রীয় ১০:২১ এবং ১ পিতর ৪:১৭); "জীবন্ত ঈশ্বরের নগর" এবং "স্বর্গীয় জেরুজালেম" (ইব্রীয় ১২:২২); "জেরুজালেম" (গালাতীয় ৪:২৬ এবং প্রকাশিত বাক্য ২১:১০); "বধূ, মেষশাবকের স্ত্রী" (প্রকাশিত বাক্য

২১:৯); “শাখাগুলি” (রোমীয় ১১:১৭) ইত্যাদি।

আসুন জোর কদমে একটি উপসংহারের দিকে এগিয়ে যায়। প্রথমত, মণ্ডলী ঈশ্বরের কাছ থেকে উদ্ভূত। দ্বিতীয় স্থানে, মণ্ডলীটি প্রথমে ইস্রায়েলের লোকেদের কাছ থেকে এবং তার পরে ইস্রায়েলের লোক এবং অন্যজাতিদের কাছ থেকে সমবেত হয়েছিল। তৃতীয়ত, নতুন নিয়মের মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যা এসেছিল এবং এখনও আসন্ন। মণ্ডলী ঈশ্বরের রাজ্যের বরদানের উপর অগ্রগতি করে এবং প্রত্যাশা করে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের উপর। চতুর্থত, মণ্ডলী আমাদের শেখানোর জন্য বিভিন্ন নাম বহন করে যে সেটি ত্রিত্ব ঈশ্বরের একটি কাজ। আমরা পিতা ঈশ্বরের কাজ দেখি– মণ্ডলীকে ঈশ্বরের লোক বলা হয়; আমরা পুত্র-ঈশ্বরের কাজ দেখি– মণ্ডলীকে খ্রীষ্টের দেহ বলা হয়; আর আমরা পবিত্র আত্মা– ঈশ্বরের কাজ দেখি - মণ্ডলীকে পবিত্র আত্মার মন্দির বলা হয়। পঞ্চম স্থানে, মণ্ডলী খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁর আত্মার মাধ্যমে এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পরিচালিত হয়। ষষ্ঠ স্থানে, খ্রীষ্টের সাথে আলাপচারিতা হল পবিত্র আত্মার মাধ্যমে একটি যোগাযোগ এবং এটি থেকে সাধুদের– মণ্ডলীর সদস্যদের যোগাযোগ প্রবাহিত হয়। সপ্তম, মণ্ডলী ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত পদ দ্বারা পরিবেশিত হয় এবং ঈশ্বরের সেবা করার জন্য, আর একটি পবিত্র মানুষ হিসাবে বসবাস করার জন্য, তাঁর কর্তব্যের জন্য অন্যদের লাভ করার কথা বলা হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৩

মণ্ডলীর প্রকৃতি

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৩

মণ্ডলীর প্রকৃতি

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের কাছে অনেক রকমের গাছ আছে, যেমন তোমরা জান, আপেল গাছ, পাইন গাছ, তাল গাছ ইত্যাদি। যদিও গাছের অনেক পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে আপনি বলতে পারেন যে তাদের সকলের প্রকৃতি একই প্রকারের, কেননা তাদের শিকড় আছে, তাদের শাখার সহিত কাণ্ড আছে এবং উপরের দিকে পাতা আছে। গাছ যখন বড় হয়, সূর্যের আবর্তন অনুসরণ করে। আর গাছের শিকড়গুলি প্রায়শই মাটির নীচে একইরকম বিস্তার এবং বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে যেমন গাছ মাটির উপরে করে; এইরূপে একটি প্রতিফলন তৈরি করে। যেমন উপরে তেমনি নীচে। গাছ সৃষ্টির একটি সুন্দর উদাহরণ যাকে আমরা মণ্ডলীর প্রকৃতি বলতে পারি। বাহ্যিকভাবে, ভাষা, সংস্কৃতি এবং পটভূমির কারণে মণ্ডলী ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সারমর্মে, মণ্ডলী প্রকৃতিতে এক। এই কোর্সে, আমরা মণ্ডলী প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করতে চাই। মণ্ডলীর প্রকৃতি বলতে আমরা কী বুঝি? বাইবেল মণ্ডলীর প্রকৃতি সম্পর্কে কী বলে?

দ্যা টুইল্ভ আরটিক্যাল অফ ফ্যেত বলে, "আমি পবিত্র ক্যাথলিক চার্চে বিশ্বাস করি।" প্রেরিতদের ধর্মবিশ্বাসের এই অংশটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হল ধর্মবিশ্বাসের এই ধারাটি খ্রিস্টানদের বিভক্ত করে। যখন আপনি ধর্মবিশ্বাসের এই ধারায় পৌঁছান, তখন রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টরা "আমি পবিত্র ক্যাথলিক চার্চে বিশ্বাস করি" এটি কি বলতে চাইছে তা নিয়ে ভিন্নতা উৎপন্ন করে।

রোমান ক্যাথলিকরা, যখন তারা এই ধারাটি স্বীকার করে, তারা বলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চ হল একমাত্র সত্য মণ্ডলী, এটি পবিত্র কারণ এটি সাধু মানুষ উৎপন্ন করে এবং উগ্র পাপ থেকে রক্ষা করে;এটি ক্যাথলিক কারণ এটি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে;এবং এটিই একমাত্র জায়গা যেখানে সমস্ত মানুষের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ভরসা করা যায়। আমরা যখন সংস্কারের ঐতিহ্যে (reformed tradition) প্রেরিতদের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলি তখন আমরা যা দাবি করতে চাই তা এইরূপে ব্যখ্যা করা হয় না। আমরা যখন বলি, "আমি পবিত্র ক্যাথলিক চার্চে বিশ্বাস করি" তখন আমরা কী বোঝাতে চাই? আমরা বলতে চাই যে আমরা বিশ্বাসী এবং তাদের সন্তানদের বিশ্বব্যাপী সহভাগিতাতে বিশ্বাস করি, যার প্রধান হলেন যীশু খ্রীষ্ট। আমরা বিশ্বাস করি যে এই বিশ্বব্যাপী সহভাগিতা পবিত্র, কারণ এটি ঈশ্বরের জন্য পৃথক। এটি তাঁর আত্মা দ্বারা পৃথক করা হয়েছে, যদিও এটি প্রতিটি প্রকাশে অপূর্ণ। আমরা বিশ্বাস করি এটি একটি "ক্যাথলিক" চার্চ কারণ এটি নির্দিষ্ট সাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গগুলি ছাড়াও, সর্বত্র সমস্ত সত্য বিশ্বাসীদের আলিঙ্গন করে। রোমানদের জন্য প্রযোজ্য: যেখানে চার্চ আছে, সেখানে খ্রীষ্ট আছে। কিন্তু সংস্কারবাদীদের জন্য বিপরীতভাবে প্রযোজ্য: যেখানে খ্রীষ্ট আছেন, সেখানেই মন্ডলী। খ্রীষ্টের দ্বারা এবং তাঁর মাধ্যমে, সত্য বিশ্বাসীরা তাঁর মধ্যে এবং একে অপরের সাথে একত্রিত হয়। আর যেখানে বাক্য প্রচার করা হয় এবং বিশ্বাস করা হয়, খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীকে সেখানেই একত্রিত করেন।

আমরা স্বীকার করি যে মণ্ডলী পবিত্র, কারণ মণ্ডলীর সদস্যরা পবিত্র আত্মার পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে পবিত্র হয়। মণ্ডলী হল "ক্যাথলিক (বিশ্বব্যাপী)", কারণ মণ্ডলীর সদস্যরা সমস্ত জাতি এবং ভাষার মধ্যে থেকে একত্রিত হয়। একজন মেষপালক যেমন তার বিক্ষিপ্ত মেষগুলোকে একত্রিত করে, ঠিক তেমনি যীশু খ্রীষ্টও সমস্ত জাতির মধ্যে থেকে তাঁর নির্বাচিতদেরকে একত্রিত করেন, তাদের আত্মার মাধ্যমে তাদের পুনর্নবীকরণ করেন এবং তাদের একটি সত্য ও জীবন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং একে অপরের সাথে ভ্রাতৃপ্রেম দ্বারা একত্রিত করেন। যখন যীশুকে বলা হয়েছিল যে তাঁর মা ও আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খুঁজছে, তিনি বলেছিলেন, "আমার মা কে? এবং আমার ভাই কারা? তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখ আমার মা ও আমার

ভাইয়েরা! কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই ও বোন এবং মা"–মথি ১২:৪৮-৫০।

আপনি মণ্ডলীর প্রকৃতি বর্ণনা করে এক সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ সংজ্ঞা দিতে পারেন। মণ্ডলী সর্বকালের জন্য সমস্ত সত্য বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়। ওয়েস্টমিনিস্টার কনফেশন অফ ফেইথ একটি সুন্দর সংজ্ঞা দেয়; "ক্যাথলিক বা সার্বজনীন মণ্ডলী, যা অদৃশ্য, সেই সমস্ত নির্বাচিতদের পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে গঠিত যারা খ্রীষ্টের অধিকারের অধীনে একত্রিত হয়, আছে বা হবে; আর মণ্ডলী বধূ, দেহ, তাঁর পূর্ণতা যিনি সমস্ত কিছুকে পূর্ণ করেন"–অধ্যায় ২৫ অনুচ্ছেদ ১। সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘ সংজ্ঞা উভয়ই মণ্ডলীকে বোঝায় যারা সত্যই পরিত্রাণ পেয়েছে এবং তাদের দ্বারা গঠিত হয়েছে। ইফিষীয় ৫:২৫ "স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন।" পৌল "মন্ডলী" শব্দটি ব্যবহার করেন তাদের সকলের জন্য যাদের খ্রীষ্ট মুক্ত করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন। তাই এটি শুধুমাত্র ইফিষীয় মন্ডলীতে সত্যিকারের বিশ্বাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং ঈশ্বরের সেই সমস্ত লোকেদের কথা বলে যারা, সর্বকালের জন্য, শুধুমাত্র নতুন নিয়মের যুগেই নয়, পুরানো নিয়মের যুগেও একীভূত করে।

আমরা "ক্যাথলিক চার্চ" এর কথা বলি, কিন্তু "ক্যাথলিক" শব্দটি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে বোঝায় না, তবে এর অর্থ হল আমরা বিশ্বাস করি যে মণ্ডলী সার্বজনীন বা আন্তর্জাতিক। ঈশ্বরের মণ্ডলী হল সত্যিকারের বিশ্বাসীদের একটি বিশ্বব্যাপী মণ্ডলী। মণ্ডলীর কিছু সদস্য ইতিমধ্যেই মহিমান্বিত– এটি বিজয়ী মণ্ডলী। অন্যরা এখনও পৃথিবীতে বিশ্বাসের ভাল লড়াইয়ে লড়াই করছে– এটি মণ্ডলীর যুদ্ধ। কিন্তু স্বর্গের মণ্ডলী এবং পৃথিবীতে মণ্ডলীর মধ্যে একটি পবিত্র ঐক্য রয়েছে। বিশ্বাসীরা হল এমন এক দল যাকে খ্রীষ্টের সাথে একটি পবিত্র মিলনের জন্য বিশ্বের মধ্যে থেকে আহ্বান করা হয়েছে। যখন আমরা স্থানীয় মণ্ডলীতে একত্র হই, তখন আমরা খ্রীষ্টের আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য স্বর্গে এবং সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সাধুদের সাথে খ্রীষ্টে একত্রিত হই। "কিন্তু তোমরা এই সকলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, যথা, সিয়োন পর্ব্বত, জীবন্ত ঈশ্বরের পুরী স্বর্গীয় যিরূশালেম, অযুত অযুত দূত, স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের সাধারণ সভা ও মণ্ডলী, সকলের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বর, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্ম্মিকগণের আত্মা, নূতন নিয়মের মধ্যস্থ যীশু এবং প্রোক্ষণের রক্ত, যাহা হেবল হইতেও উত্তম কথা বলে।"– ইব্রীয় ১২:২২-২৪। পরে যখন আমরা মণ্ডলীর উপাসনার কথা ভাবি তখন আমরা এর মধ্যে আরও গভীরে যাব। কারণ বিজয়ী মণ্ডলী নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সেইসঙ্গে পৃথিবীস্থ সংগ্রামকারী মণ্ডলীর মধ্যে এখনও অনেক অপূর্ণতা রয়েছে।

মণ্ডলী অদৃশ্য বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ এই নয় যে মণ্ডলীর সদস্যরা ভূতের মতো অদৃশ্য, বা সদস্যরা একটি ফ্যান্টম বিল্ডিংয়ে গোপন উপাসনা করতে একত্রিত হয়। মণ্ডলী অদৃশ্য, তার সত্যিকারের আধ্যাত্মিক বাস্তবতায়, সমস্ত প্রকৃত বিশ্বাসীদের সহযোগীতায়। অদৃশ্য মণ্ডলীর রাস্তার ঠিকানা, জিপিএস স্থানাঙ্ক বা শারীরিক চেহারা নেই। এই অর্থে বোঝানো হয়েছে যে শুধুমাত্র ঈশ্বরই দেখতে পারেন কে সত্যিকার অর্থে পরিত্রাণ পেয়েছে। নিশ্চিতভাবেই, আমরা মানুষের হৃদয়ের আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখতে পারি না। ভিতরের মানুষটাকে আমরা চিনি না। আমরা দেখতে পাই কারা বাহ্যিকভাবে মণ্ডলীতে উপস্থিত হয় এবং আমরা অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক জীবনের ফল হিসাবে অনুগ্রহের বাহ্যিক চিহ্ন দেখতে পারি। কিন্তু অন্তরে যা আছে তা আমরা পরীক্ষা করতে পারি না। হৃদয়ের কথা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। পৌল বলেন, "প্রভু তাদের জানেন যারা তাঁর"– ২ তিমথি ২:১৯। আমরা সহজেই আমাদের বিচারে ভুল হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর অবশ্যই ভুল করবেন না।

যারা যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে তারা সবাই তাঁর পরিচিত বা তাঁর দ্বারা পরিত্রাণপ্রাপ্ত এমন নয়–মথি ৭:২১-২৩। মণ্ডলীর সদস্যপদ বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুরভোজে অংশ নেওয়ার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয় না, কারণ কিছু মানুষ যারা ধর্মানুষ্ঠান থেকে অংশ গ্রহণ করে তারা বাস্তবে খ্রীষ্টে নেই। জাদুকর শিমনের কথা চিন্তা করুন, যার হৃদয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঠিক ছিল না– প্রেরিত ৮। ইস্রায়েলের লোকেদের মরুভূমিতে ভ্রমণ করার কথা চিন্তা করুন। তারা সকলেই মেঘের নীচে ছিল, সকলেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করছিল, তারা সকলেই মান্না খেয়েছিল এবং সকলেই শৈল থেকে জল পান করেছিল, কিন্তু তাদের অনেকের সঙ্গেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট ছিলেন না–

১করিন্থীয় অধ্যায় ১০।

আমরা বলতে পারি যে অদৃশ্য মণ্ডলী হল এরূপ মণ্ডলী যেরূপে ঈশ্বর এটিকে দেখেন! সংস্কারের (days of Reformation) দিনগুলিতে, লুথার এবং ক্যালভিন রোমান ক্যাথলিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যুক্তিটি ব্যবহার করেছিলেন যে মণ্ডলী হল একটি দৃশ্যমান সংস্থা যা প্রথমে পিতর তৎপরে প্রেরিতদের থেকে রোমের বিশপের মাধ্যমে এসেছে। বাহ্যিক রূপ, রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর সংগঠন, সংস্কারকদের দৃষ্টিতে ছিল কেবলমাত্র একটি আবরণ, কারণ এটি সুসমাচারের সত্য প্রচার থেকে প্রস্থান করেছিল।

মণ্ডলী হল অদৃশ্য, কারণ এটি এমন একটি দল যারা আত্মায় এবং সত্যে উপাসনা করে– যোহন ৪:২০ -২৪; যারা জীবন্ত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত একটি মন্দির– ১ পিতর ২:৫। মণ্ডলী তার শাশ্বত এবং অদৃশ্য বিষয়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। ঈশ্বরের গোপন নির্বাচন এবং পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীণ কাজ হল মণ্ডলীর অদৃশ্য প্রকৃতির দুটি প্রধান কারণ। অবশ্যই, যেমন আমরা বলেছি, আমরা নির্বাচনের চিহ্ন দেখতে পারি এবং আমরা আত্মার ফল বুঝতে পারি, কিন্তু সারমর্মে, মণ্ডলী হল অদৃশ্য। প্রকৃত মণ্ডলী মনোনীতদের নিয়ে গঠিত। মণ্ডলী হল "একটি মনোনীত প্রজন্ম"– ১ পিতর ২:৯। খ্রীষ্ট মনোনীতদের উদ্ধার করার জন্য তাদের মধ্যে জন্মের অনেক আগেই নিজেকে দিয়েছিলেন–ইফিষীয় ৪:৫। তাদের নাম "জগতের পত্তনাবধি থেকে জীবন পুস্তকে লেখা"– প্রকাশিত বাক্য ১৭:৮। অদৃশ্য মণ্ডলী হল ত্রিত্ব ঈশ্বরের - পিতার তাঁর অনন্ত জন্য; পুত্রর তাঁর মুক্তিদায়ক প্রেমের জন্য এবং পবিত্র আত্মার তাঁর পুর্নজীবিত করার কাজের জন্য।

অদৃশ্য, কিন্তু দৃশ্যমান। অদৃশ্য মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী তাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন। দৃশ্যমান মণ্ডলী হল সেই মণ্ডলী যাকে পৃথিবীর খ্রিস্টানরা যেমন দেখে। এই অর্থে, দৃশ্যমান মণ্ডলী সেই সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে এবং তাদের জীবনে তাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দেয়। পৌল যখন তার পত্র লেখেন, তখন তিনি রোমে, করিন্থে, ইফিষে দৃশ্যমান মণ্ডলীর কাছে লেখেন। পৌল অবশ্যই এই সত্যটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে এই দৃশ্যমান মণ্ডলীতে সমস্ত লোক প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু পৌল কেবল সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে লিখেছিলেন যেগুলি যে কোনও এক জায়গায় মিলিত হত। অতএব, আমরা বলতে পারি যে দৃশ্যমান মণ্ডলী হল সেই সমস্ত লোকদের দল যারা প্রতি সপ্তাহে একত্রিত হয় একটি মণ্ডলী হিসাবে উপাসনা করার জন্য এবং যারা খ্রীষ্টে নিজেদের বিশ্বাসের দাবি করে। মণ্ডলী তার স্বীকারোক্তিতে, তার অফিসে, সুসমাচার প্রচারে, ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনায় দৃশ্যমান হয়।

কিছু লোক মনে করে যে সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা এতটাই অতীন্দ্রিয় যে আমাদের সত্যই দৃশ্যমান গির্জার প্রয়োজন নেই, তার বিশ্বাস, স্বীকারোক্তি এবং এর উপাসনার ধরন সহ দৃশ্যমান মণ্ডলীর প্রয়োজন নেই, যতক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বর যা কথা বলেন তা অনুসরণ করি। অন্যান্য লোকেরা দৃশ্যমান গির্জার উপর এত বেশি জোর দেয়, এর অধ্যাদেশগুলির সাথে, তারা মনে করে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করা, মণ্ডলীতে যোগদান করা এবং প্রভুর ভোজ গ্রহণ করা কার্যত তাদের পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দেয়, যদি না তারা সত্যিই খারাপ কিছু করে। সংশোধিত খ্রিস্টধর্ম, এই চরমতার বিপরীতে, দৃশ্যমান মণ্ডলীর জীবন এবং আত্মার অদৃশ্য কাজকে আলাদা করে না, কিন্তু ঈশ্বরকে জানা এবং খুশি করার জন্য উভয়ের উপরই জোর দেয়।

বিশ্বের দৃশ্যমান মণ্ডলী সবসময় কিছু অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে। প্রভু যীশু জালের মধ্যে ভাল এবং মন্দ মাছের কথা বলেছেন– মথি ১৩:৪৮ এবং গম ও তুষ সহ মাড়াই করার কথা বলেছেন– মথি ৩:১২ পদে। চার্চ ফ্যাদার অগাস্টিন প্রায়ই মণ্ডলীর দৃশ্যমান অস্তিত্বের জন্য গম এবং তুষ দিয়ে ময়দার বাইবেলের উদাহরণ ব্যবহার করতেন। যীশু আরও সতর্ক করেছিলেন, "ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান, যারা মেষের পোশাকে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা নেকড়ে। তোমরা তাদের ফল দ্বারা তাদের চিনতে পারবে। লোকেরা কি কাঁটা গাছে আঙ্গুর বা কাঁটাগাছের ডুমুর সংগ্রহ করে?"– মথি ৭:১৫-১৬। আমাদের দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য মণ্ডলীর মধ্যে পার্থক্য অপব্যবহার করা উচিত নয়। এটি সহজেই ঘটতে পারে যখন আমরা একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করি এবং ঈশ্বরের সামনে একে অপরের আধ্যাত্মিক অবস্থার বিচার করি। ক্যালভিন এই বিপদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, কারণ এটি মণ্ডলীকে বিভ্রান্ত করবে। তিনি বলেছিলেন যে আমাদের অবশ্যই একটি "দাতব্য বিচার" করতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে সকলকে স্বীকৃতি দিই

যারা "বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি দ্বারা, জীবনের উদাহরণের দ্বারা এবং ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের সাথে একই ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টকে স্বীকার করে।" লোকেদের দৃশ্যমান মণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়া যায় না, যতক্ষণ না তারা প্রকাশ্যে পাপের মাধ্যমে নিজেদেরকে মণ্ডলীর অনুশাসনের অধীনে নিয়ে আসে। একই সময়ে, মণ্ডলী তাদের নিজের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না, যারা জীবনের পেশায় স্পষ্টভাবে নিজেদেরকে সত্যিকারের খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বাইরে বলে দেখায়।

কখনও কখনও লোকেরা দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য মণ্ডলীর পার্থক্যকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করে। আমরা কি দুটি ভিন্ন মন্ডলীর কথা বলছি? কক্ষনোই না. সম্ভবত এই সাদৃশ্য সাহায্য করবে। একজন পুরানো ডাচ ডিভাইন, উইলহেলমাস ব্রেকেল, এটিকে মানুষের প্রাণ এবং শরীরের সাথে তুলনা করেছিলেন। আমরা স্বীকার করি যে মানুষের একটি অদৃশ্য দিক রয়েছে এবং তাদের জীবনের একটি দৃশ্যমান দিক রয়েছে। দেহের সাথে প্রাণ লুকিয়ে থাকে, কিন্তু আমরা জীবিত মানুষের প্রাণ এবং দেহকে ভাগ করি না। আমরা আশা করি না মানুষ দেহ ছাড়া প্রাণের দ্বারা স্বয়ং ঘুরে বেড়াবে। কিংবা আমরা প্রাণ ছাড়া শরীরকে আসলেই মানুষই বলি না। এটি একটি মৃতদেহ মাত্র। একইভাবে, আমরা স্বীকার করি যে মণ্ডলীর একটি অদৃশ্য দিক এবং একটি দৃশ্যমান দিক রয়েছে। অদৃশ্য মণ্ডলী দৃশ্যমান মণ্ডলীর মধ্যে লুকানো, কিন্তু আমরা তাদের দুটি ভিন্ন মণ্ডলী বলি না। দৃশ্যমান মণ্ডলীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু আমরা অদৃশ্য মণ্ডলীর অংশ হওয়া দাবী করতে পারি না, এটি ঠিক আত্মা বিহীন দেহ চলাফেরা করার মতো অসম্ভব এবং প্রায় ভয়ঙ্কর। অন্যদিকে, পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রীষ্টের সাথে একটি অত্যাবশ্যক মিল ছাড়া একটি মণ্ডলী সত্যিকারের মণ্ডলী নয়। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক মৃতদেহ। দৃশ্যমান মণ্ডলীর দায়িত্ব আছে তাদের সদস্যপদ থেকে বাদ দেওয়া যারা গুরুতর ভুল বা পাপকে আলিঙ্গন করে এবং অনুতপ্ত হতে অস্বীকার করে।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি যে অদৃশ্য মণ্ডলী দৃশ্যমান গির্জার মধ্যে এবং মাধ্যমে নিজেকে পৃথিবীতে প্রকাশ করে। আমাদের এও মন্তব্য করতে হবে যে মণ্ডলী কখনও কখনও বেশি, কখনও কখনও কম দৃশ্যমান হয়েছে। এর মানে হল যে সত্যিকারের মণ্ডলী অন্ধকার, দুর্বলতা বা তাড়নার সময় অতিক্রম করে, যখন এটি অনেকাংশে লুকিয়ে থাকে। আমরা মনে করতে পারি এলিয় চিৎকার করে বলছেন, "আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে"– ১ রাজাবলি ১৯:১০। ইস্রায়েলের সার্বজনীন মণ্ডলী নিজেকে মূর্তিপূজার কাছে সমর্পণ করেছিল, তবুও ঈশ্বর সাত হাজার বিশ্বস্ত উপাসককে রক্ষা করেছিলেন, যাদের মধ্যে একশত গুহায় লুকিয়ে ছিলেন - ১ রাজা. ১৯:১৮ এবং ১৮:৪।

আসুন সর্বজনীন এবং স্থানীয় মণ্ডলী সম্পর্কে চিন্তা করি। মণ্ডলীর প্রকৃতিতে, আমরা এটাও যোগ করতে পারি যে মণ্ডলী সার্বজনীন। সার্বজনীনের অর্থ হল যে দৃশ্যমান মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী, একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আদম এবং হবা ছিলেন মণ্ডলীর প্রথম সদস্য। শেথের প্রজন্মে মণ্ডলী ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। আব্রাহাম, ইসাহাক এবং যাকোবের দিন থেকে, ঈশ্বরের দৃশ্যমান মণ্ডলী ইস্রায়েল এবং রাহাব এবং রূতের মতো সেই কয়েকজন বিদেশীকে নিয়ে গঠিত, যারা ইস্রায়েলে যুক্ত হয়েছিল। পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট তাঁর দাসদেরকে সমস্ত জাতিকে শিষ্য করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন-মথি ২৮:১৯ এবং তাঁরা অনেক দেশে মণ্ডলী স্থাপন করার মাধ্যমে এটি করেছিলেন– প্রেরিত ১৪:২৩।

নতুন নিয়ম আমাদের শেখায় যে একটি গৃহ মণ্ডলীকে "মন্ডলী" বলা হয়– রোমীয় ১৬:৫– "তাদের বাড়িতে সমবেত হওয়া মণ্ডলীকেও অভিনন্দন জানিয়ো।" ১ করিন্থীয় ১:২ পদে, একটি শহরে অবস্থিত মণ্ডলীকেও "মণ্ডলী" বলা হয়েছে; "করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের মন্ডলীর কাছে।" একটি অঞ্চলের মণ্ডলীকেও "মণ্ডলী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে– প্রেরিত ৯:৩১– "এরপর যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়– সবর্ত্র মণ্ডলীগুলি শান্তি উপভোগ করতে লাগল।" কিছু অনুবাদে "মণ্ডলীগুলি" বহুবচনে আছে কিন্তু একবচনে "মণ্ডলী" লেখাটি অনেক বেশি গ্রহণীয়, যেমনটি কিছু পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। পরিশেষে, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে মণ্ডলীকেও "মন্ডলী" হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে - ইফিষীয় ৫:২৫ "যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।।"

আমরা উপসংহারে আসতে পারি যে ঈশ্বরের লোকেদের দল, স্থানীয় থেকে সর্বজনীন যে কোনো স্তরে

বিবেচিত, যথাযথভাবে "মন্ডলী" বলা যেতে পারে। আমাদের এই ভুল করা উচিত নয় যে শুধুমাত্র একটি বাড়িতে, বা অন্য কোন ভবনে বা বাইরে খোলা জায়গায় বিশ্বাসীদের স্থানীয় সভাকে "মণ্ডলী" বলা যেতে পারে। মণ্ডলীর প্রকৃতি হল সর্বজনীন। যেখানেই ঈশ্বরের লোকেদের একটি সম্প্রদায় তাঁর নামে একত্রিত হয়, স্থানীয় বা শহুরে স্তরে, দেশ বা সর্বজনীন স্তরে, আমরা সঠিকভাবে সেটিকে "মণ্ডলী" বলতে পারি। কেন আমরা সর্বজনীন মণ্ডলী এবং স্থানীয় মণ্ডলীর কথা বলি? বিষয়টি আপনি প্রথম দৃষ্টিতে যতটা ভাবছেন তার চেয়ে বেশি। আমরা প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে শিখি যে স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য এবং সর্বজনীন মন্ডলীর জন্য আমাদের একটি প্রেমময় হৃদয় থাকা উচিত। করিন্থীয়দের কাছে লেখা প্রথম চিঠির শুরুতে তিনি কী বলেছেন তা শুনুন। তিনি স্থানীয় এবং সর্বজনীন উভয় মন্ডলীর কথা উল্লেখ করেছেন, "করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের মন্ডলীর প্রতি, খ্রীষ্ট যীশুতে যাদের শুচিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে আহ্বান করা হয়েছে তাদের প্রতি, সেই সঙ্গে যারা সবর্ত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাদের সকলের প্রতি ...।" দ্বিতীয় ছন্দে তিনি সর্বজনীন মণ্ডলীর উল্লেখ করেন, "ঈশ্বরের মন্ডলী।" কিন্তু তার পূর্বে তিনি স্থানীয় মণ্ডলীর উল্লেখ করেন, "যা করিন্থে আছে।" এটি ঈশ্বরের মন্ডলীর একটি ভারসাম্যপূর্ণ উপস্থাপনা।

এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে যখনই আমরা মণ্ডলীর কথা ভাবি, তখন আমাদের অবশ্যই দুটি ত্রুটি এড়াতে হবে:

(১) প্যারোকিয়ালিজম-স্থানীয় মণ্ডলীর উপর খুব বেশি মনোনিবেশ করে অনেকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের বৃহত্তর কাজকে ভুলে যেতে পারে। এতে, স্থানীয় মণ্ডলী সার্বজনীন মণ্ডলীর বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধির দর্শন বাধা পায়।

(২) এবং দ্বিতীয় স্থানে, সম্প্রসারণবাদ–সর্বজনীন মণ্ডলীর উপর খুব বেশি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে অনেকে স্থানীয় সমাবেশের গুরুত্বকে অবহেলা করতে পারে। এতে, ঈশ্বরের রাজ্য মণ্ডলীকে গ্রাস করে। এই উভয় চরমপন্থাকে সংশোধন করে, আমরা ১ করিন্থীয় ১:২ পদে দেখতে পারি যে কীভাবে স্থানীয় এবং সর্বজনীন মণ্ডলীর ধারণা বিভক্ত রয়েছে। স্থানীয় এবং সর্বজনীনের মধ্যে সামঞ্জস্যের দ্বারা ফলপ্রসূ প্রতিফলনের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। উপসংহারে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সার্বজনীন মণ্ডলী অনন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলিতে পরিপূর্ণ এবং স্থানীয় মণ্ডলীগুলি বৃহত্তর সার্বজনীন মণ্ডলীর একটি অংশ।

আসুন এই মণ্ডলীর চিহ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক। আমাদের উল্লেখিত চিহ্নগুলি, যা মণ্ডলীর সারাংশকে নির্দেশ করে সেগুলি ছাড়াও, এর প্রকাশন বিশেষ চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। দ্য বেলজিক কনফেশন অফ ফেইথ, আর্টিকেল ২৯, তিনটি চিহ্ন উল্লেখ করে, যার দ্বারা মণ্ডলী নিজ প্রকাশের বৈশিষ্ট্য দেয়। প্রথমত, যদি এতে সুসমাচারের বিশুদ্ধ মতবাদ প্রচার করা হয়। দ্বিতীয়ত, যদি খ্রীষ্টের নির্দেশ অনুসারে ধর্মানুষ্ঠানের বিশুদ্ধ প্রশাসন, এটি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়; আর তৃতীয়ত, যদি মণ্ডলীর শৃঙ্খলা পাপের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নগুলির দ্বারা, সত্য মন্ডলীকে মিথ্যা থেকে আলাদা করা যায়। এই চিহ্নগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমনকি সম্প্রদায়গুলি, যা পৃথিবীতে রয়েছে, নিজেদের জন্য মণ্ডলীর নাম করে কাজ করে।

সত্য এবং মিথ্যা (মণ্ডলীর)মধ্যে পার্থক্য করতে, আমাদের একটি স্ফটিক পাথর হিসাবে এই চিহ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে আমাদের বিচারের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যথায় আমরা তার ত্রুটিগুলির জন্য মণ্ডলীকে মিথ্যা মণ্ডলী মনে করে প্রত্যাখ্যান করে ফেলবো। যেহেতু ঈশ্বরের সন্তানদের পবিত্রকরণ এই জীবনে অসিদ্ধ, তাই দৃশ্যমান মণ্ডলীর অনেক ত্রুটি থেকে যায়, বিশেষ করে পতনের সময়ে। এমনকি এলিয়র দুষ্ট দিনেও, ঈশ্বরের মণ্ডলী ইস্রায়েলে থেকে গিয়েছিল, যেমন খ্রীষ্টের পৃথিবীতে বাস করার সময়েও। মণ্ডলীর ইতিহাস আমাদের দেখায় যে মণ্ডলীর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং গভীর পতনের সময় ছিল, তবুও এটি ঈশ্বরের মণ্ডলী হিসাবে রয়ে গেছে। কারণ পতনের সময়ে, সত্যিকারের মণ্ডলী পুনরুদ্ধার এবং চলমান সংস্কারের কাজ খুঁজবে। তার ত্রুটিগুলি তাকে একটি মিথ্যা মণ্ডলী করে না, কারণ একটি মিথ্যা মণ্ডলী একটি সংস্কারের চেষ্টা করার জন্য কোন প্রচেষ্টা করবে না।

সংস্কারের দিনগুলিতে, ক্যালভিন এবং লুথার মণ্ডলীর সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তাদের একটি নতুন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল না। তারা মূল ঈশ্বরের বাক্যে ফিরে যেতে চেয়েছিল এবং মণ্ডলীকে জঘন্য রোমান

মূর্তিপূজা থেকে নিজেকে পৃথক করতে বলেছিল। সংস্কারের এই আহ্বানে কান দেওয়ার পরিবর্তে, রোমের ক্যাথলিক চার্চ মিথ্যা মতবাদের অনুশীলন চালিয়ে যায়। এমনকি যারা সংস্কারের সত্যতা স্বীকার করে তাদের সকলকে অত্যাচার ও ধ্বংস করার জন্য তারা পার্থিব কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। যখন আমরা তিনটি মার্কের পরীক্ষা ব্যবহার করি, তখন আমাদের অবশ্যই সততার সাথে বলতে হবে যে চার্চ অফ রোম একটি মিথ্যা মণ্ডলী। এটি রোমিশদের ধর্মান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেয় না।

আসুন এখন সত্যিকারের মণ্ডলীর চিহ্নগুলিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখি। প্রথম, এখানে ঈশ্বরের বাক্যের বিশুদ্ধ প্রচার হবে। মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্য থেকে জন্ম নিয়েছে, যেমন জীবন্ত বীজ থেকে – যাকোব ১:১৮ এবং পিতর ১:২৩ এবং এর প্রকাশে, এটি ঈশ্বরের পবিত্র সাক্ষ্যের উপর নির্মিত। "আর প্রেরিত এবং ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই কোনের প্রধান প্রস্তর;যাঁর মধ্যে সমস্ত মণ্ডলী একত্রে প্রভুর একটি পবিত্র মন্দিরে বৃদ্ধি পায়"–ইফিষীয় ২:২০-২১। জেরুজালেমের মণ্ডলী সম্পর্কে লেখা আছে, "এবং তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় অবিচল ছিল"– প্রেরিত ২:৪২। শিক্ষার বিশুদ্ধতার কারণে যা থেকে এটি জীবন বা প্রাণ পাই, মণ্ডলীকে বলা হয়েছে "সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি"– ১ তীমথিয় ৩:১৫। এটি শুদ্ধ বাক্য প্রচারের মাধ্যমে মিথ্যা মণ্ডলী থেকে আলাদা; "খ্রীষ্টের শিক্ষায় অবিচল না থেকে যে তা অতিক্রম করে চলে, সে ঈশ্বরকে পায়নি। সেই শিক্ষায় যে অবিচল থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কেই পেয়েছে। কেউ যদি এই শিক্ষা না নিয়েই তোমার কাছে আসে, তাঁকে তোমার বাড়িতে স্থান দিয়ো না বা স্বাগত জানিয়ো না"– ২ যোহন ১:৯-১০।

দ্বিতীয়ত, ধর্মানুষ্ঠানের বিশুদ্ধ সঞ্চালন। এই দ্বিতীয় চিহ্নটি সুসমাচারের বিশুদ্ধ প্রচারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের বাক্য প্রথম স্থানে আসে। মণ্ডলীতে সুসমাচার প্রচারের আধিপত্য থাকা উচিত। ধর্মানুষ্ঠান একটি দৃশ্যমান সুসমাচার, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা যুক্ত। ধর্মানুষ্ঠানগুলির সাথে, আমরা অবশ্যই খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে বুঝিয়েছি– বাপ্তিস্ম এবং প্রভুরভোজ। রোমের চার্চ আরও পাঁচটি ধর্মানুষ্ঠান যোগ করেছে, যথা: তপস্যা, দৃঢ়িকরণ নিশ্চিতকরণ, পুরোহিতীয় অভিষেক, অন্তিম লেপন এবং বিবাহ।

তৃতীয় চিহ্ন, মণ্ডলীর অনুশাসনের ব্যবহার। খ্রীষ্টের তাঁর মণ্ডলীকে দেওয়া চাবিগুলির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় না রাখলে বাক্য এবং পবিত্রতা শুদ্ধ রাখা যায় না। পরবর্তী পাঠে, আমরা রাজ্যের চাবিকাঠিগুলির আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন করব। উল্লিখিত তিনটি চিহ্ন– বাক্য, ধর্মানুষ্ঠান এবং শৃঙ্খলা দ্বারা সত্য মণ্ডলী পরিচিত এবং একটি মিথ্যা মণ্ডলী থেকে পৃথক করা হয়। সত্যিকারের মণ্ডলী যাই অনুভব করুক– ক্ষয়, তাড়না ইত্যাদি– সে সবসময় সেগুলির দ্বারা পরিচিত হবে, কেননা প্রভু তার সঙ্গে আছেন, "এমনকি যুগের শেষ অবধি"– মথি ২৮:১৯।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৪

মণ্ডলীর অধিকার

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৪

মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই মডিউলে, আমরা মণ্ডলীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চাই। ঈশ্বরের মন্ডলীর কী কর্তৃত্ব/অধিকার আছে? মণ্ডলীর কি কোন ক্ষমতা আছে? যদি আমরা বিশ্বের শক্তিশালী সরকার এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক এবং শিক্ষামূলক সংস্থাগুলির সাথে তুলনা করি যেগুলির প্রচুর প্রভাব রয়েছে, আর তারপরে আমাদের স্থানীয় মণ্ডলীগুলি বা এমনকি আমাদের ধর্মীয় মণ্ডলীগুলিকে বিবেচনা করি, মণ্ডলী দুর্বল এবং অকার্যকর বলে মনে হতে পারে। যখন আমরা সমাজে মন্দের দ্রুত বৃদ্ধির কথা চিন্তা করি, তখন আমরা ভাবতে পারি যে মণ্ডলীর আদৌ কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে কিনা। পূর্বের দিনগুলিতে, মণ্ডলীর প্রচুর প্রভাব ছিল। মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক চার্চ, পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের চার্চ এবং জেনেভা, সুইজারল্যান্ডে জন ক্যালভিনের সংস্কারের দিনগুলোর কথা চিন্তা করুন। এছাড়াও নিউ ইংল্যান্ডে, তীর্থযাত্রী পিতাদের দিনে, মণ্ডলীর নাগরিক আইন ও আইন প্রণয়নে ব্যাপক প্রভাব ছিল। মণ্ডলীর ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব মানুষের প্রদত্ত নয়, কিন্তু ঈশ্বর দত্ত। এই বক্তৃতায়, আমরা মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব অধ্যয়ন করতে চাই। আপনি বলতে পারেন যে মণ্ডলীর শক্তি হল আধ্যাত্মিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার, সুসমাচার প্রচার করার এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলন করার– ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তৃত্ব।

সমস্ত কর্তৃত্ব ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত, যিনি সমস্ত কিছুর রচয়িতা। "প্রত্যেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তিপক্ষের কাছে অবশ্যই বশ্যতাস্বীকার করুক, কারণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কর্তিপক্ষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না"– রোমীয় ১৩:১। মণ্ডলীর শক্তির মডেলটি অবশ্যই রাজনৈতিক, সামাজিক বা কাঠামোগত নয়, তবে তা বাইবেল "কোইনোনিয়া" বলে– খ্রীষ্টের সত্যে প্রেমময় সেবার সহভাগিতা বা যোগাযোগ। মণ্ডলীর যে কর্তৃত্বই থাকুক না কেন তা সর্বদা এবং শুধুমাত্র এই কোনোনিয়ার প্রচারের জন্য। এই সহভাগিতা বা যোগাযোগ খ্রীষ্টে এবং তাঁর মাধ্যমে সমস্ত সাধুদের সঙ্গে হয়।

খ্রীষ্ট, রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু হিসাবে, মণ্ডলীতে তাঁর এক রাজকীয় অবস্থান রয়েছে। গীতসংহিতা ২:৬ বলে, যে প্রভু সিয়োনের রাজা। জীবিত খ্রীষ্ট এক রাজকীয় কাজ করেন। তিনি তাঁর বাক্য এবং আত্মা দ্বারা শাসন করেন। তিনি তাঁর মন্ডলীকে তাঁর প্রামাণিক বাক্য দেন। অনুগ্রহে, তাঁর বাক্যের বশ্যতা স্বীকার করার মাধ্যমে তিনি পাপীদেরও তাঁর মণ্ডলীর সদস্য রূপে নিয়ে আসেন। হেইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম এটা স্বীকার করে, লর্ডস ডে ৪৮, প্রশ্ন ১২৩, প্রভুর প্রার্থনার দ্বিতীয় আবেদন সম্পর্কে; "আপনার রাজ্য আসুন– মানে আপনার বাক্য এবং আত্মার দ্বারা আমাদের শাসন করা, যেন আমরা আরও বেশি করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি।" খ্রীষ্টও তাঁর মনোনীত পদ-কর্তাদের মাধ্যমে তাঁর মণ্ডলীতে তাঁর বাক্য এবং আত্মার সঙ্গে শাসন করেন। মণ্ডলী পবিত্র আত্মার মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছ থেকে তার শক্তি পায়। অতএব, মণ্ডলীর শক্তির প্রথম নীতি হল যে মণ্ডলীর শক্তি একটি স্বর্গীয় এবং একটি আধ্যাত্মিক শক্তি। কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা যা যীশু খ্রীষ্টের পবিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন তা খ্রিস্টান কর্তৃপক্ষ নয়। যখন চার্চগুলি শোষণ, কারসাজি বা অন্যায্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চায়, তখন তারা নিজেদেরকে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের ঊর্ধ্বে রাখে এবং তা প্রকৃত খ্রিস্টান কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা নয়।

মণ্ডলীর শক্তি মণ্ডলীর প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। এটা ঈশ্বরের অনুগ্রহে সৃষ্টি হয়, পাপীদেরকে মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান করে। কর্তৃত্ব শুধুমাত্র সেই উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে যা মণ্ডলীর এই চরিত্রটিকে সম্মান করে। অতএব, কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা সর্বদা ঈশ্বরের রাজ্যের সেবায় বিদ্যমান। এটি তাঁর মহিমা এবং পাপীদের পরিত্রাণের জন্য। তাই মণ্ডলী নিজেই তার কর্তৃত্বের লক্ষ্য নয়। এটিকে মণ্ডলীর আহ্বানকে প্রচার

এবং সুবিধার্থে এটি ব্যবহার হয়।

মণ্ডলীর কর্তৃত্ব কোন একটি মণ্ডলীর নেতার, প্রচারকের বা বিশ্বাসীর কাঁধে নেই। খ্রীষ্টের দেহ হিসাবে এটি মণ্ডলীর অন্তর্গত। ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর মন্ডলীতে তাঁর কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, যিনি তাঁর মণ্ডলীর ক্রিয়াশীল প্রধান। পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা দেখব যে কীভাবে এটি মণ্ডলীর পদগুলির মাধ্যমে অনুশীলনে কাজ করা হয়। আপাতত, আমরা জোর দিচ্ছি যে মণ্ডলীর কর্তৃত্ব আধ্যাত্মিক এবং ঈশ্বরের মহিমা এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

মণ্ডলীর ক্ষমতা কোন কোন সিদ্ধান্ত/নীতি গঠন করে? এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দেওয়া হয়। কেউ কেউ উত্তর দিতে পারে যে মণ্ডলীর ক্ষমতা পোপ, বিশপ, কাউন্সিল, সিনোড, সেবক, প্রচীন, ঈশতাত্ত্বিক সমাজ ইত্যাদি দ্বারা প্রয়োগ করা হয় অথবা আপনি বলতে পারেন যে মণ্ডলী ক্ষমতা প্রকাশ করে– বাইবেল বা বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব শিক্ষাদান করে, খ্রিস্টান পরামর্শ দিয়ে, অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় করে, মণ্ডলীর ভবন তৈরি করে, কর্মীদের নিয়োগ করে।

কিভাবে মণ্ডলীর ক্ষমতা অর্জিত হয়? কিছু মণ্ডলী বলবে যে নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জিত হয়। অন্যরা বলবে এটি নির্বাচন, অভিষেক এবং নিয়োগের মাধ্যমে। অন্যরা উত্তর দিতে পারে যে মণ্ডলীর শক্তি পবিত্র আত্মার একটি বিশেষ উপহারের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। কেউ কেউ চরিত্র বা নেতৃত্বের উপহারের দিকেও ইঙ্গিত করতে পারে।

কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়? কেউ কেউ উত্তর দেবে যে গির্জার ক্ষমতা সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে এবং ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। অন্যরা মিশন এবং সুসমাচার প্রচারের কাজের উপর জোর দিয়ে। উত্তরটিও দেওয়া যেতে পারে যে মণ্ডলী উপদেশ এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলার ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

ক্ষমতা কিভাবে মুল্যায়ান করা হয়? এটিও বিভিন্নদের ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপে হয়। কিছু মণ্ডলী অন্যদের কাছে ক্ষমতাকে দায়বদ্ধ করে যেমন কনসিস্টরি বা প্রেসবিটারি, ক্লাসিস বা সিনড। পোপ ক্ষমতা হল জবাবদিহিতা ছাড়া ক্ষমতা। ক্ষমতার ক্ষতি এবং বা এর সাধারণ অপব্যবহারগুলি কী কী? এটা বলা দুঃখজনক, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার মণ্ডলীতেও ঘটে। মণ্ডলীর অপব্যবহারের তালিকা তৈরি করা কঠিন হবে না। অতএব, একটি মাণ্ডলিক প্রশাসনের এক নিয়ম প্রয়োজন বিষয়গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে এবং সমঞ্জস্য রজায় রাখতে।
মণ্ডলীর কর্তৃত্বের জন্য পাঁচটি নীতি এইরূপে দেওয়া যেতে পারেঃ
১। ঈশ্বরই একমাত্র আইনদাতা (বিধান)– যাকোব ৪:১২।
২। কেউ শাস্ত্র থেকে কিছু যোগ বা বিয়োগ করতে পারে না– দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২; প্রকাশিত বাক্য ২২:১৯-২০।
৩। প্রভু যীশু মানুষের আদেশ ও প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করেন– মথি ১৫:৯।
৪। প্রভু তাঁর বাক্যে তাদের যা আদেশ করেছেন তা শেখানোর জন্য সেবকদের আহ্বান করেন– মথি ২৮:১৯-২০।
৫। প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যই পুরুষদের দাস হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে অন্য কারোর আধিপত্যের অধীনে আনার অনুমতি দেবেন না– গালাতীয় ৫:১; ১ করিন্থীয় ৭:২৩।

এখন রাজ্যের চাবিকাঠি নিয়ে চিন্তা করা যাক। "রাজ্যের চাবি" অভিব্যক্তিটি শুধুমাত্র একবার বাইবেলে দেখা যায়, মথি ১৬:১৯ পদে; "আমি তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের চাবিগুলি দিব; আর তুমি পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।" বাইবেলের আরও কিছু অংশও উল্লেখ করা উপযোগী। আমরা প্রকাশিত বাক্য ৩:৭ পদে পড়ি, প্রভু যীশুই একমাত্র যার মণ্ডলী খোলা এবং বন্ধ করার ক্ষমতা আছে; "আর আমি দায়ূদ কূলের চাবি তাঁহার স্কন্ধে দেব; সে খুলিলে কেহ রুদ্ধ করিবে না ও রুদ্ধ করিলে কেহ খুলিবে না।" এটি প্রশাসনিক কর্তৃত্বও বটে এবং প্রভু যীশুর নির্দেশে এবং তাঁর পক্ষে ব্যবহার করা হয়। "দায়ূদের বংশের চাবি আমি তাঁহার কাঁধে রাখব"– যিশাইয় ২২:২২।

আমরা দরজা খুলতে এবং বন্ধ করতে চাবি ব্যবহার করি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার কর্তৃত্বের জন্য একটি চাবির উদাহরণ ব্যবহার করেছেন এবং এইভাবে স্বর্গরাজ্যের দরজা খুলতে এবং লোকেদের প্রবেশের অনুমতি দেন। পিতর পেন্টেকস্টের দিনে সুসমাচার প্রচারের এই কর্তৃত্ব ব্যবহার

করেছিলেন। তবে অন্যান্য প্রেরিতদেরও প্রাথমিক অর্থে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, কারণ তারাও নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলির লেখক ছিলেন। গৌণ অর্থে বাক্যের সেবকদের কাছেও একটি চাবিকাঠি রয়েছে, কারণ তারা ঈশ্বরের দ্বারা আহূত এবং মণ্ডলীর দ্বারা সুসমাচার প্রচারের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। একজন বিশ্বস্ত প্রচারককে ঈশ্বরের রাজ্যের দরজা খুলতে এবং বন্ধ করার জন্য বাক্যের চাবি ব্যবহার করতে বলা হয়। এর মানে এই নয় যে, বাক্যের প্রচারকের অধিকার আছে তার প্রত্যেক শ্রোতাদের বিচার করার, বা তাদের ব্যক্তিগতভাবে এটি বলার যে কে রক্ষা পাবে এবং কে রক্ষা পাবে না। কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষ্য প্রচারে, তাকে অবশ্যই দেখাতে হবে কার জন্য স্বর্গীয় রাজ্য উন্মুক্ত এবং কার জন্য এটি বন্ধ। এইভাবে মণ্ডলীর ক্ষমতা রয়েছে মণ্ডলী থেকে অন্তর্ভুক্ত করার বা বাদ দেওয়ার।

হেইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম, প্রশ্নোত্তর ৮৪ তে এটি সুন্দরভাবে বলা হয়েছে; "কিভাবে স্বর্গ রাজ্য সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে খোলা এবং বন্ধ করা হয়?" তারপর উত্তর; "খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে, স্বর্গরাজ্য উন্মুক্ত হয় যখন এটি ঘোষণা করা হয় এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে প্রকাশ্যে সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে ঈশ্বর সত্যই খ্রীষ্টের গুণাবলীর জন্য তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেছেন, যতবার তারা সত্য বিশ্বাসের দ্বারা সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে। স্বর্গ রাজ্য বন্ধ হয়ে যায়, যখন এটি ঘোষণা করা হয় এবং সমস্ত অবিশ্বাসী এবং ভণ্ডদের কাছে এবং সাক্ষ্য দেওয়া হয় যে যতক্ষণ তারা অনুতপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের ক্রোধ এবং শাশ্বত দণ্ড তাদের উপর থাকে। সুসমাচারের এই সাক্ষ্য অনুসারে, ঈশ্বর এই জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে উভয়েরই বিচার করবেন।" পবিত্র আত্মা এই বিশ্বস্ত প্রচারের সাক্ষ্য দেন। ঈশ্বরের বাক্য যাদেরকে বাদ দেয় তাদের তিনি বাদ দেবেন, কিন্তু সেই সাথে তিনি স্বর্গরাজ্য খুলে দেবেন তাদের জন্য যারা বাক্যের অন্তর্ভুক্ত।

চাবি শব্দটির সঙ্গে যুক্ত করে আরও একটি চাবি রয়েছে। প্রভু যীশু মথি ১৬:১৯ পদে এটি বহুবচনে বলেছেন, "চাবিগুলি"। দ্বিতীয় চাবিকাঠি হল মণ্ডলীর মধ্যে শৃঙ্খলা অনুশীলন করার কর্তৃত্ব। যীশু "বাঁধাই করা" এবং "খুলে দেওয়ার" সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিয়ে চাবিগুলির কথা বলা শেষ করেন। এর অর্থ হল মণ্ডলীর শৃঙ্খলার অধীনে রাখা এবং মণ্ডলীর শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি দেওয়া। মথি ১৮:১৭ পদটি পড়ুন। এই বাঁধাই এবং খুলে দেওয়া মথি ১৬ অধ্যায়ের এর প্রসঙ্গেও যথোপযুক্ত। তাঁর মণ্ডলী নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর– ১৮ পদে, যীশু পিতর এবং অন্যান্য শিষ্যদের কাছে চাবিগুলি দেন। মথি ১৮:১৭ পদে, আমরা পড়ি যে এই কর্তৃত্বটি মণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃত্ব, মণ্ডলীর শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, সীমাহীন নয়। এটি শুধুমাত্র সত্যিকারের পাপের বিরুদ্ধে কার্যকর হবে– পাপ যেমন ঈশ্বরের বাক্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরের। মণ্ডলী কেবল ঘোষণা করতে এবং শেখাতে পারে যা ঈশ্বর ইতিমধ্যেই তাঁর বাক্যে আদেশ করেছেন। তাই শৃঙ্খলা কী শাস্ত্রের মান অনুযায়ী ব্যবহার করা আবশ্যক। আসুন এখন আমরা হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজমের শিক্ষাটিও শুনি, প্রশ্ন ও উত্তর পর্ব ৮৫, এই দ্বিতীয় চাবিটি সম্পর্কে সেখানে কী বলা হয়েছে; "কীভাবে স্বর্গের রাজ্য মণ্ডলীর শৃঙ্খলা দ্বারা বন্ধ এবং খোলা হয়?" এবং উত্তর; "খ্রীষ্টের আদেশ অনুসারে, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে কিন্তু শিক্ষায় বা জীবনে নিজেদেরকে অখ্রীষ্টান বলে দেখায় তাদের প্রথমে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে বারবার সতর্ক করা হয়। যদি তারা তাদের ভুল বা দুষ্টতা ত্যাগ না করে, তবে তা মণ্ডলীর কাছে, অর্থাৎ প্রাচীনদের কাছে জানানো হয়। যদি তারা তাদের সংশোধনমূলক উপদেশগুলিতেও মনোযোগ না দেয়, তবে মণ্ডলীর প্রাচীনদের দ্বারা তাদের পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান গ্রহণ করা থেকে নিষিদ্ধ করা এবং খ্রীষ্টীয় সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয় এবং স্বয়ং ঈশ্বর তাদের খ্রীষ্টের রাজ্য থেকে বাতিল করেন। যখন তারা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং প্রকৃত সংশোধন দেখায় তখন তারা আবার খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে গৃহীত হন।" পরে এই পাঠ্যক্রমে, আমরা মণ্ডলীর শৃঙ্খলার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতির গভীরে অধ্যয়ন করব। আপাতত, আমরা দেখেছি যে উভয় চাবিগুলির ব্যবহার মণ্ডলীর কর্তৃত্ব যা মণ্ডলীকে যীশু নিজেই দিয়েছেন।

এখন আসুন মণ্ডলী এবং রাজ্যের/সরকারের মধ্যে সম্পর্কের কথা চিন্তা করা যাক। (স্বর্গ) রাজ্যের চাবিগুলির ব্যবহার মণ্ডলীর নিজস্ব বৃত্তের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কীভাবে মণ্ডলীর কর্তৃত্ব রাজ্যের বা সরকারের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত? মণ্ডলীর কি তার মিশন চালানোর জন্য অস্ত্র এবং সেনাবাহিনীর মতো

শারীরিক শক্তি ব্যবহার করার অধিকার আছে? আর অন্যদিকে, একটি সরকারের কি মণ্ডলীর মধ্যে শাসন করার অধিকার আছে? মণ্ডলী এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে বাইবেল কী বলে? বাইবেল ইঙ্গিত করে যে নতুন চুক্তির যুগে মণ্ডলীকে কখনই তার উদ্দেশ্যের জন্য তলোয়ার বহন করা উচিত নয়। ক্রুসেডগুলিতে এটি একটি ভয়ঙ্কর ভুল করা হয়েছিল, যখন মণ্ডলী ইস্রায়েলের ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

শাস্ত্র থেকে আমরা কিছু উদাহরণ দেখি। প্রভু যীশু বলেছিলেন, যখন তিনি রোমান শাসক পন্টিয়াস পিলাতের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন– যোহন ১৮:৩৬ পদে, "যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহূদীদের হস্তে সমর্পিত না হই; কিন্তু আমার রাজ্য ত এখানকার নয়।" মণ্ডলীর চাবির ক্ষমতা আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তরবারির শক্তির অধিকার নেই। মণ্ডলীকে ঈশ্বরের বাক্যের তরবারি দিয়ে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ করার জন্য বলা হয়েছে, যেমন প্রেরিত পৌল বলেছেন, "কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে"– পার্থিব নয়–২ করিন্থীয় ১০:৪। লূক ৯ অধ্যায়ে যীশু সরকারকে, এমনকি রোমান সম্রাটকেও স্পষ্টভাবে সম্মান করতেন; "তবে কৈসরের যাহা, কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যাহা যাহা, ঈশ্বরকে দেও"– মথি ২২:২১।

ঈশ্বর সরকারকে তরবারির অধিকার দিয়েছেন– রোমীয় ১৩:১-৭।। কর্তৃপক্ষকে আইনের দুটি ছক অনুযায়ী শাসন করতে বলা হয়। এর অর্থ হল যে তাদের কেবল দুর্বলদের রক্ষা করতে হবে, অভাবীদের যত্ন নিতে হবে এবং ডাকাত ও খুনিদের শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃত মণ্ডলীকে রক্ষা করতে হবে, এমনকি সত্য ধর্মের প্রচার করতে হবে, প্রভুর সেবা করতে হবে এবং ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে। সামরিক অধিকার মণ্ডলীর যত্ন নেওয়া পিতা-মাতা হওয়া উচিত, যেমন ইস্রায়েলের ধার্মিক রাজাদের সময়ে আমরা দেখি। ঈশ্বর সমস্ত সমাজ এবং সংস্কৃতিকে তাঁর নৈতিক মান মেনে চলার জন্য দায়ী করেন এবং প্রায়শই পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বরের ভাববাদীরা শুধুমাত্র ইস্রায়েলের লোকেদের উপরই নয়, অনৈতিক পৌত্তলিক সমাজের উপরও রায় ঘোষণা করেছিলেন, যদিও তাদের কাছে তাঁর লিখিত আইন ছিল না– দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৫; যিহিস্কেল ২৫-৩২; যোনার পুস্তক, ইত্যাদি। এমনকি সরকারগুলিও ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হয় "যারা অন্যায় করে তাদের শাস্তি দিতে এবং যারা সঠিক কাজ করে তাদের প্রশংসা করতে"– ১ পিতর ২:১৪।

মণ্ডলী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কর্তৃত্বের সম্পর্ক প্রায়শই ল্যাটিন শব্দ "ইন স্যাক্রিস (in sacris)" এবং "সার্কা স্যাক্রা (circa sacra)" দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। এর অর্থ হল ম্যাজিস্ট্রেটদের পবিত্র জিনিসগুলির উপর কোন ক্ষমতা নেই তবে পবিত্র জিনিসগুলির বিষয়ে তাদের ক্ষমতা থাকতে পারে। অন্য কথায়, মণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমতা নেই, মণ্ডলী সম্পর্কে ক্ষমতা আছে। সংস্কারবাদী মণ্ডলীগুলি সর্বদা এটিকে সত্য ধর্মের জন্য এবং প্রচারের জন্য সরকারের আহ্বান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে।

এটি স্পষ্ট যে সংস্কার একটি খ্রীষ্টীয় রাজ্য সরকারের কথা বলে। সত্য ধর্মের অগ্রগতি এবং প্রচার শুধুমাত্র একটি খ্রীষ্টীয় সরকারই করতে পারে। খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এবং একমাত্র খ্রীষ্টের নেতৃত্বের অধীনে একটি খ্রীষ্টীয় সরকারের আদর্শ এমনকি ক্যালভিনের দ্বারা জেনেভাতে বা পিউরিটানদের দ্বারা নিউ ইংল্যান্ডে পৌঁছায়নি। তারা বাইবেলের নীতির কাছাকাছি আসতে পেরেছেন, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।

মণ্ডলী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই সীমাবদ্ধতাগুলি রোমান ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন। অতীতে এমন এক সময় ছিল যখন রোমের মণ্ডলী বেসামরিক সরকারের চেয়েও বেশি কর্তৃত্ব করত। এছাড়াও চার্চ অফ ইংল্যান্ডের রানী এবং সংসদের সাথে একটি সংকীর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। আজকে মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকালে এবং অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ দেশের দিকে তাকালে আপনি উদাহারন স্বরূপ দেখতে পাবেন যে রাষ্ট্র জোরপূর্বক ধর্মকে চাপিয়ে দিচ্ছে। যে দেশে ধর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেখানে বসবাস করা প্রভুর এক মহান আশীর্বাদ। যারা যীশু খ্রীষ্টের নামে দুর্দশা এবং তাড়না ভোগ করে তাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস তার নিজের পায়ে দাঁড়াতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম; বর্তমান বিশ্বের যে কোনও সমাজে এবং যে কোনও সংস্কৃতিতে, এমনকি যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম ঘোষণা করার স্বাধীনতা নিষিদ্ধ, কারণ যীশু হলেন তাঁর মণ্ডলীর সর্বোচ্চ প্রধান এবং কর্তৃত্ব অধিকারী এবং তিনি আমাদের দুর্বলতায় তাঁর শক্তি প্রদান

করেন।

মণ্ডলীর দায়িত্ব আছে রাজাদের জন্য এবং যারা কর্তৃত্বে রয়েছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করার– ১ তিমথি ২:১-২, তাদের ব্যক্তিগতভাবে সম্মান করা, কর প্রদান করা এবং তাদের সমস্ত আইনানুগ আদেশে তাদের বিবেকপূর্ণ বশ্যতা এবং বাধ্যতা প্রদান করা। সংক্ষেপে, খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুসরণ করা। সরকার ও সমাজে ইতিবাচক নৈতিক প্রভাব আনার চেষ্টা করাও মণ্ডলীর দায়িত্ব। বাইবেল ভিত্তির নৈতিকতার মানদণ্ডের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের বিরুদ্ধে কথা বলাও মণ্ডলীর উচিত।

তাহলে কিভাবে মণ্ডলীর বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত? ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আর স্বীকৃত এবং মানা হয় না, যেহেতু আদমে আমরা পতিত হয়েছি– আদিপুস্তক অধ্যায় ৩। শয়তান, জগৎ এবং মানুষের পাপী শরীর হল ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করা শত্রু। শয়তান শুরু থেকেই একজন হত্যাকারী, যে মুহূর্ত থেকে স্ত্রীর বীজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল– আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে, তখন থেকেই সে মন্দতা ও ঘৃণার সাথে যারা এটিতে বিশ্বাস করে, তাদের বিরোধিতা করে আসছে। সে তাদের যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য এবং যদি সম্ভব হয়, তাদের খ্রীষ্টের কাছে আসতে বাধা দেওয়ার জন্য তার সমস্ত ক্ষমতায ব্যবহার করে। আর যদি তারা এসে থাকে, তবে সে তাদের তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, যার ফলে মণ্ডলীর গৌরব অস্পষ্ট হয়। এর বিরুদ্ধে, মণ্ডলী নিজেকে যুদ্ধের ক্রমানুসারে রাখে, এই শত্রুদের সাথে আধ্যাত্মিক অস্ত্রের সাথে লড়াই করে, যেমনটি ইফিষীয় ৬:১১-১৯ পদে বর্ণিত হয়েছে।

জগত মণ্ডলীর বিরুদ্ধে শারীরিক অস্ত্র ব্যবহার করে, সম্পত্তির ক্ষতি করে, ধার্মিকদের সুনামকে তিরস্কার করে এবং উপহাস করে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুন ও তলোয়ার ব্যবহার করে। এই সবের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে শয়তান, ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতিপক্ষ। শত্রুরা বিশ্বাসীদেরকে বিশ্বাস এবং ধার্মিকতার অনুশীলন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সবকিছু করবে।

মণ্ডলী বিশ্বের পরিত্রাণ অন্বেষী। এই লক্ষ্যে, মণ্ডলী শারীরিক অস্ত্র ব্যবহার করে না, যা মণ্ডলী হিসাবে তার কাছেও নেই। বরং মণ্ডলী আত্মার তলোয়ার ব্যবহার করে যা ঈশ্বরের বাক্য, তার স্বীকারোক্তির সম্পূর্ণতা, একটি পবিত্র জীবন, সত্যের একটি শক্তিশালী সুরক্ষা এবং খ্রীষ্টের জন্য সবকিছু সহ্য করার জন্য একটি অবিচল ধৈর্য। পৌল যেমন তিমথিকে বলেছেন, "বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করো"– ১ তিমথি ৬:১২।

এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধে, মণ্ডলীকে এক প্রেমময় সেবায় আহ্বান করা হয়েছে। মণ্ডলী বিশ্বের উপরে শাসন করবে না, কিন্তু এই বিশ্বের দুঃখকষ্টের মধ্যে সেবা করার জন্য নতজানু হবে– গালাতীয় ৬:১০। মণ্ডলী এমনকি তার শত্রুদের সেবা করবে– লূক ৬:৩৩-৩৫। মণ্ডলী তার প্রতিবেশীদেরকে সত্য, আত্মত্যাগকারী ভালবাসার সাথে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে ভালবাসবে– লূক ১০:২৯-৩৭। মণ্ডলী স্থানীয় সম্প্রদায়ে, দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে যারা প্রয়োজনে তাদের সাহায্যের পরিচর্যায় জড়িয়ে থাকবে।

সতর্ক ও সচেতন কথোপকথনও প্রয়োজন। যদিও মণ্ডলী বিশ্বের নয় এবং মণ্ডলী এখনও বিশ্বের মধ্যে, আর বিশ্বের মধ্যে কর্মরত মণ্ডলী সমাজের অংশ এবং সমাজে জড়িত থাকার মাধ্যমে, এটি নিজের মঙ্গল অন্বেষী হয় -মথি ৫:১৩ পদ বলে, "তোমরা পৃথিবীর লবণ।" মণ্ডলী কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে, সমাজে এবং সরকারে পাপের উপর একটি সংযত প্রভাব ফেলে। আমাদের প্রভুর আশীর্বাদ, ঈশ্বরের বিধানের প্রেম, তাঁর করুণার বিস্ময়তা, তাঁর সংরক্ষণের সমৃদ্ধি, তাঁর বাক্যের পবিত্রতা প্রদর্শন করতে হবে। রাজা এবং মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে খ্রীষ্টের নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মণ্ডলীর কর্তৃত্ব বিবেচনা করেছি। এখন, আমরা এই বিষয়ের সমাপ্তিতে আসি, আমাদের বৃত্তটি বৃত্তাকার করতে হবে। আমি বলতে চায়ছি যে আমরা যেখানে শুরু করেছি সেখানেই বন্ধ করবো। মণ্ডলীর সমস্ত কর্তৃত্ব খ্রীষ্টের কাছ থেকে এসেছে, যেমন আমরা মথি ২৮:১৮-২০ পদে পড়ি; "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৫

মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৫

মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই মডিউলে, আমরা মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র অধ্যয়ন করতে চাই। প্রেরিত পৌল তাঁর সম্পূর্ণ পরিচর্যা জীবনে যে মণ্ডলীগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে যথাযথ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সতর্ক ছিলেন। তিনি সুসমাচারের অনুক্রমের প্রয়োজন দেখেছিলেন। এর মধ্যে প্রাচীন (elder) এবং কার্যকারীদের (Deacon) নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা নতুন মনপরিবর্তনকারীদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এটি ছিল ভুল ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষা এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যের প্রচার। একের পর এক স্থানে, পৌল সতর্কতার সাথে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সঠিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মণ্ডলীদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি করিন্থের বিশ্বাসীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, "কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক"– ১করিন্থীয় ১৪:৪০। বাস্তবে, পৌল মনে করেছিলেন সংগঠন এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, লিস্ত্রায় প্রস্তরাঘাতের কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন এবং মণ্ডলীকে সংগঠিত করেন। তিনি দেখেছিলেন যে সুসমাচার অনুক্রম, যার মধ্যে প্রাচীন এবং কার্যকারীদের নিয়োগ অন্তর্ভুক্ত ছিল, নতুন মনপরিবর্তনকারীদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। এটি ভুল এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষাও ছিল এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে ঐক্যকে উন্নীত করেছিল। একের পর এক স্থানে, পৌল সতর্কতার সাথে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সঠিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মণ্ডলীদের সাহায্য করেছিলেন। ক্রীতীতে কাজ সম্বন্ধে, পৌল তীতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে "আমি তোমাকে এই কারণে ক্রীতীতে রাখিয়া আসিয়াছি, যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও..."– তীত ১:৫। এই নির্দেশ দেখায় যে প্রাচীন এবং কার্যকারীদের নিয়োগ ছিল সুসমাচার অনুক্রমার একটি মৌলিক উপাদান যা পৌল মণ্ডলীগুলিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্বাসীদের একটি দল যারা প্রাচীন এবং কার্যকারী ব্যাক্তিদের নির্বাচিত না করে সভার জন্য একত্রিত হয়, সেটি সঠিকভাবে সংগঠিত মণ্ডলী নয়।

এই বক্তৃতায়, আমরা একটি মণ্ডলীকে সঠিকভাবে সংগঠিত করার পদ্ধতি অধ্যয়ন করব। মণ্ডলীর পদ কী কী? মণ্ডলীর সংগঠনের কোন মডেলটি সবচেয়ে বাইবেল ভিত্তিক? কিভাবে খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত? এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের বিবেচনার প্রয়োজন।

মণ্ডলী পরিচালনার/প্রশাসনের বিভিন্ন ধরন আছে। আসুন প্রথমে মণ্ডলীর বিভিন্ন প্রশাসনিক ধরণের দিকে এক নজর দিই। আজ আমাদের কাছে মণ্ডলীর প্রশাসনের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপের কর্তৃত্বে বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। চার্চ অফ ইংল্যান্ডের মত এপিস্কোপ্যালিয়ান চার্চ এবং মেথডিস্ট চার্চগুলিতে আঞ্চলিক কর্তৃত্ব সহ বিশপ এবং জাতীয় কর্তৃত্ব সহ আর্চবিশপ রয়েছেন। প্রেসবিটারিয়ান চার্চগুলি প্রেসবিটারি বা কনসিস্টরিগুলিকে আঞ্চলিক কর্তৃত্ব দেয় এবং সাধারণ সমাবেশ বা সিনোডগুলিকে জাতীয় কর্তৃত্ব দেয়। অন্যদিকে, ব্যাপটিস্ট চার্চ এবং অন্যান্য অনেক স্বাধীন মণ্ডলীগুলিতে– স্থানীয় মণ্ডলীর বাইরে কোনো চূড়ান্ত পরিচালনার কর্তৃত্ব নেই, আর অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে তাদের সংযুক্তির ভিত্তি হল ইচ্ছাকৃত। স্থানীয় মণ্ডলীগুলির দিকে তাকালেও আপনি অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। ব্যাপ্টিস্টদের প্রায়শই ডিকনদের একটি বোর্ডের সাথে একজন একক পালক থাকেন, তবে কারও কারও কাছে প্রাচীনদের একটি বোর্ডও থাকে। প্রেসবিটারিয়ানদের একটি প্রাচীন বোর্ড থাকে এবং এপিস্কোপ্যালিয়ানদের একটি ভেস্ট্রি (সেবকদের এক বোর্ড) থাকে।

আসুন আমরা এগুলির একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তালিকাভুক্ত করি। মণ্ডলীর ধরনগুলিকে মূলত তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যেগুলিকে এপিস্কোপ্যালিয়ান (Episcopalian), প্রেসবিটারিয়ান (Presbyterian) এবং কংগ্রেগেশনাল (Congregational) বলা হয়। আসুন এই বিভিন্ন ধরনগুলির প্রধান

বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করি।

এপিস্কোপ্যালিয়ান বিশিষ্টের মণ্ডলীর আধিকারিকদের দ্বারা চালিত একটি শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, যারা যাজক হিসাবে পরিচিত। এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থানীয় মণ্ডলীর বাইরে। প্রেসবিটারিয়ান মণ্ডলীগুলিতে প্রাচীনদের দ্বারা গঠিত একটি শাসনব্যবস্থা রয়েছে, যাদের স্থানীয় মণ্ডলীর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। কারো কারো প্রেসবিটারির মাধ্যমে কর্তৃত্ব থাকতে পারে, একটি অঞ্চলের মণ্ডলীর সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে এবং সামগ্রিকভাবে সম্প্রদায়ের উপরের আধিকারিক। কংগ্রিগেশানাল (জনগনের) দ্বারা চালিত মণ্ডলীতে– স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্যদের উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকে, যদিও পালক, প্রাচীন, প্রচারক, বোর্ড এবং সাম্প্রদায়িক অধিভুক্তির প্রকারগুলিকে স্ব-শাসনের বিভিন্ন মাত্রা দেওয়া হয়।

আসুন এই প্রতিটি মণ্ডলী প্রশাসনের ধরনগুলিকে পরীক্ষা করি। প্রথম স্থানে, এপিস্কোপ্যালিয়ান। এপিস্কোপ্যালিয়ানরা মনে করেন যে মণ্ডলীর কর্তৃত্ব খ্রীষ্ট কর্তৃক প্রেরিতদের উত্তরসূরি হিসাবে স্বাধীন বিশপদের সংগঠনের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। মণ্ডলীর প্রশাসনের মধ্যে বিশ্বাসীদের কোন অংশ নেই। সাংগঠনিকভাবে, আপনি বলতে পারেন যে কর্তৃপক্ষ উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হচ্ছে (টপ-ডাউন)। আর্চবিশপের অনেক বিশপের উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাদের পালাক্রমে একটি "ডিয়োসিস" এর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে– এটি একটি বিশপের কর্তৃত্বাধীন একটি মণ্ডলী। স্থানীয় মণ্ডলীর দায়িত্বে থাকা আধিকারিক হলেন একজন "রেক্টর", বা "ভিকার", যিনি রেক্টরের সহকারী। আর্চবিশপ, বিশপ এবং রেক্টর সবাই পুরোহিত। এপিস্কোপ্যালিয়ান যাজকত্বের নিয়ম অনুসারে তাদের এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

বর্তমান রোমান ক্যাথলিক ব্যবস্থা এপিস্কোপ্যালিয়ান ধরণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এটি শুধুমাত্র প্রেরিতদের থেকে বিশপদের উত্তরসূরি নয়, কিন্তু পিতরের উত্তরসূরিকেও স্বীকৃতি দেয়, যিনি প্রেরিতদের মধ্যে এক প্রধান ব্যাক্তি। পোপকে মণ্ডলীর অদম্য প্রধান হিসেবে সম্মানিত করা হয়। খ্রীষ্টের প্রতিনিধি হিসাবে, মণ্ডলীর শিক্ষাতত্ত্ব, উপাসনা এবং শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে পোপের হাতে।

এপিস্কোপ্যালিয়ানদের ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি নতুন নিয়মে পাওয়া যায় না, তবে এটি মণ্ডলীর বিকাশের একটি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি যা নতুন নিয়মে শুরু হয়েছিল। আরেকটি যুক্তি হল যে এই ব্যবস্থাটি নতুন নিয়ম দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। তাই তারা প্রাকৃতিক উপায়ে মণ্ডলী থেকেই এপিস্কোপ্যাসি উঠে আসার কথা বলেন। বর্তমান যাজকত্ব উত্তরাধিকারের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেরিতরা হলেন শৃঙ্খলের প্রথম লিঙ্ক এবং পুরোহিতদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, কর্তৃত্ব চলে যায়। প্রায়শই তারা নতুন নিয়মের অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেন যেখানে "এপিস্কোপোস" শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এই গ্রীক শব্দটিকে "ওভারসীর" (তত্ত্বাবধায়ক) বা "বিশপ" হিসাবে অনুবাদ করা যেতে পারে। কিন্তু এই যুক্তিটি দুর্বল, কারণ "এপিসকোপোস" নতুন নিয়মে প্রাচীনদের জন্য ব্যবহৃত অন্য আরেকটি শব্দ মাত্র। পৌল যখন ইফিষীয়ের মণ্ডলীর প্রাচীনদের নিজের কাছে ডেকেছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেন, "তোমারা আপনাদের বিষয়ে সাবধান এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ (এপিস্কোপোস), করিয়া যাঁহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছে, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও ..."– প্রেরিত ২০:২৮। এখানে পৌল এই প্রাচীনদের অধ্যক্ষ বা বিশপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটি সমস্ত ধরণের মতের শিক্ষাতত্ত্ববিদদের দ্বারা স্বীকৃত যে, নতুন নিয়মের ভাষায়, মণ্ডলী একই কর্মকর্তাকে "বিশপ" (এপিসকোপোস) এবং "প্রাচীন" (প্রেসবাইটেরস) বলা হয়। আমাদের যুক্তিটিও মনে রাখা উচিত যে যীশু তাঁর একজন শিষ্যকে অন্যদের উপর উচ্চতর কর্তৃত্ব রেখে যাননি। যদিও তাদের মধ্যে কিছু, যেমন যাকোব এবং পিতর এবং পরে পৌল, দলের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাদের অন্যদের চেয়ে বেশি কর্তৃত্ব ছিল না। পিতর এমনকি আন্তিয়খে পৌল দ্বারা তিরস্কার হয়েছিলেন– গালাতীয় ২:১১।

ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর মন্ডলীকে রক্ষা করার জন্য আমরা খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা দেখতে পাই। যীশু যেমন প্রারম্ভিক মণ্ডলীর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের জন্য প্রেরিতদের বহুত্বকে নিয়োগ করেছিলেন, তেমনি প্রেরিতরাও সর্বদা প্রতিটি মণ্ডলীতে বহুবচনে বা একের অধিক প্রাচীন নিয়োগ করেন, শুধুমাত্র একজনকে পরিচালনার কর্তৃত্বের দায়িত্বে রাখেননি। আমরা নতুন নিয়মে প্রেরিতদের উত্তরসূরিদের একটি শৃঙ্খল স্থাপনের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোন শারীরিক ধারাবাহিকতার জন্য কোন পদ খুঁজে পাই না। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৩:৩। এখানে

কিন্তু জেরুজালেমের প্রেরিতরা পৌল এবং বার্ণবাকে নিযুক্ত করেননি, কিন্তু আন্তিয়খের মণ্ডলীর লোকেরায় পৌল এবং বার্নবার উপর হস্তার্পণ করেছিল এবং তাদের বাইরে পাঠিয়েছিল। আর তিমথিকে প্রাচীনদের একটি পরিষদ দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছিল– ১ তিমথি ৪:১৪।

উপসংহারে, আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে মণ্ডলীর এপিস্কোপ্যালিয়ান জনিত শাসন ব্যবস্থা নতুন নিয়মের মান থেকে একটি বিচ্যুত এবং মানুষের তর্কের ফল, কারণ প্রেরিতরা নতুন নিয়মের শুরু থেকে নির্বাচিত স্থানীয় প্রাচীনদের একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আসুন প্রেসবিটারিয়ান পদ্ধতির দিকে তাকাই। প্রেসবিটেরিয়ান পদ্ধতি বাইবেলের প্রাচীনত্বের নীতির উপর ভিত্তি করে। সিস্টেমের নাম প্রেসবিটার (প্রাচীন) বা প্রেসবিটারি (প্রাচীনদের সমাবেশ) থেকে নেওয়া হয়েছে। সংস্কারকৃত মণ্ডলীর প্রশাসনে, প্রাচীনদের এক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাধারণ নীতিগুলি শাস্ত্রে পাওয়া যায়, আর পুংখনাপুঙ্খ বিবরণ মানুষের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রাচীনদের অবশ্যই অভ্যন্তরীণভাবে খ্রীষ্টের আহ্বান থাকতে হবে, যেমন আমরা ১ তিমথি ৩:১ পদে পড়ি; "এক বিশ্বাসযোগ্য উক্তি আছেঃ যদি কেউ অধ্যক্ষ হওয়ার জন্য মনস্থির করেন, তাহলে তিনি মহৎ কাজ করারই আকাঙ্ক্ষী হন।" আর ১ পিতর ৫:২ পদ বলে, "ঈশ্বরের যে পাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালক হও– তত্ত্বাবধায়করূপে তাদের সেবা করো-বাধ্য হয়ে নয়, কিন্তু তোমরা ইচ্ছুক বলে, যেমন ঈশ্বর তোমাদের কাছে চান; অর্থের লালসায় নয়, কিন্তু সেবার আগ্রহ নিয়ে।" প্রভু যখন একজনকে প্রাচীন হিসাবে মণ্ডলীর সেবা করার জন্য ডাকেন, তখন তিনি তাকে একটি ইচ্ছাও দেবেন এবং তিনি ইচ্ছুক করবেন! অভ্যন্তরীণ আহ্বান ছাড়াও, ঈশ্বরের মণ্ডলীর মাধ্যমে বাহ্যিক আহ্বানের প্রয়োজন রয়েছে; "আমি তোমাকে যে কারণে ক্রীতে রেখে এসেছিয়াম তা হল, তুমি যেন সব অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারো এবং আমার নির্দেশমতো প্রত্যেক নগরে প্রচীনদের নিযুক্ত করতে পারো"– তিত ১:৫। একজন একক পদ-কর্তা (সেবক বা প্রাচীন) এর পরিবর্তে, একের অধিক প্রাচীনদের দ্বারা মণ্ডলী পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রেরিতরা প্রতিটি স্থানীয় মন্ডলীতে প্রাচীনদের নিযুক্ত করেছিলেন– প্রেরিত ১৪:২৩। মিলেতা থেকে পৌল "ইফিষে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডেকে পাঠালেন"– প্রেরিত ২০:১৭।

তাই প্রেসবিটারিয়ান সিস্টেমে শাসন করার কর্তৃত্ব, কোন এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত নয়, তবে প্রভুর দ্বারা, মণ্ডলীর মাধ্যমে, যৌথভাবে প্রচীনদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একের বেশি প্রচীনদের মধ্য দিয়ে শাসন করার খ্রীষ্টের আকাঙ্ক্ষা হল তাঁর প্রজ্ঞা ও মঙ্গলের প্রকাশ। সম্পর্ক হল যে সদস্যদের খ্রীষ্টের জোয়ালির কাছে এবং মণ্ডলীর বৈধ আধিকারিকদের বশীভূত থাকতে হবে; "তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরিকার্জ্য করিতেছেন, যেন তাহারা আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্জ্য করেন, আর্ত্তস্বরপূর্ব্বক না করেন; কেননা ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়"– ইব্রীয় ১৩:১৭।

আসুন কিছু নীতির উপর লক্ষ্য করি এবং সংস্কারকৃত বা প্রেসবিটেরিয়ান সিস্টেমের মণ্ডলীর মৌলিক নীতিগুলির উপর আরও লক্ষ্য করি। প্রথমত, খ্রীষ্ট হলেন মণ্ডলীর প্রধান এবং এর সমস্ত কর্তৃত্বের উৎস৷ খ্রীষ্ট দ্বিগুণ অর্থে মণ্ডলীর প্রধান। সংস্থাগত দিক থেকে তিনি মণ্ডলীর প্রধান। মণ্ডলী হল সেই দেহ যার সাথে তিনি অত্যাবশ্যক এবং সংস্থগত সম্পর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। মস্তক এবং শরীর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমাদের শরীর মস্তক ছাড়া কাজ করতে পারে না, আর মস্তক শরীর ছাড়া কাজ করতে পারে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক খ্রীষ্টের মূল্যবান সত্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যে তিনি মণ্ডলীর প্রধান। তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না। খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর দেহকে জীবন দিয়ে পূর্ণ করেন এবং তাঁর আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন৷

অনেক পুস্তক এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা বলে। ইফিষীয় ১:১০ এবং ২২; "তাহার সেই হিতসঙ্কল্প অনুসারে যাহা তিনি কালের পূর্ণতার বিধান লক্ষ্য করিয়া তাহাঁতে পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহা এই, স্বর্গস্থ ও পৃথিবিস্থ সমস্তই খ্রীষ্টেই সংগ্রহ করা যাইবে" এবং, "আর তিনি সমস্তই তাহার চরণের নিচে বশীভূত করিলেন এবং তাহাঁকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন।" এছাড়াও, কলসীয় ১:১৮ "আর তিনিই দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মসতক তিনি আদি, মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ব্ববিষয়ে তিনি

অগ্রগন্য হন।”

তিনি মণ্ডলীর প্রধানও এই অর্থে যে তিনি এর রাজা, যিনি এর উপর কর্তৃত্ব ও শাসন করেন– ১ করিন্থীয় ১২:৫ “এবং সেবাকাজ নানা প্রকার কিন্তু প্রভু এক”। ইফিষীয় ৪:৪-৫ এবং ১১-১২; “দেহ এক এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক...আর তিনিই কয়ক জনকে প্রেরিত, কয়েকজনকে ভাববাদী, কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েকজনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, পবিত্র গণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।”

এই ক্ষমতায় সহিত খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এর অধ্যাদেশের ব্যবস্থা করেছিলেন, এর পদ স্থাপন করেছিলেন এবং এর আধিকারিকদের কর্তৃত্বের পোশাক পরিয়েছিলেন এবং এমনকি তিনি মণ্ডলীতে সর্বদা উপস্থিত থাকেন, তাঁর আধিকারিকদের মাধ্যমে কথা বলেন এবং কাজ করেন। এটা বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টের প্রধানত্ব হল সংস্কারকৃত বা প্রেসবিটেরিয়ান সিস্টেমের হৃদয়। এটি মণ্ডলীর তিনটি পদের সঙ্গে সম্পর্কিত -পালক বা বাক্যের সেবক, প্রাচীন এবং পরিচর্যাকারী (ডিকন)। আমরা পরবর্তী অধিবেশনে এটি অধ্যয়ন করব।

দ্বিতীয় স্থানে, খ্রীষ্ট বাক্যের মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন। খ্রীষ্ট তাঁর মন্ডলীকে আত্মার দ্বারা এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শাসন করেন৷ ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলীর কর্তৃত্বের মান হিসাবে তাঁর মূল্যবান বাক্য দিয়েছেন। মানুষের কথা নয়, জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী হল মণ্ডলীর শাসনের বিধান। সমস্ত বিশ্বাসী নিঃশর্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য মানতে বাধ্য। এটি মণ্ডলীর রাজা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী, যা সকলকে মানতে হবে। তাই মন্ডলীতে যারা শাসন করে তাদের সকলকে অবশ্যই তাঁর বাক্যের ক্ষমতার বশীভূত হতে হবে।

তৃতীয় স্থানে, খ্রীষ্ট, রাজা হিসাবে, তাঁর মণ্ডলীকে ক্ষমতা দিয়েছেন। খ্রীষ্ট মন্ডলীকে শাসন করার ক্ষমতা দেন। তিনি যে কাজটি করার জন্য অর্পণ করেছেন তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। সমস্ত বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মার পরিত্রানের কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টের শক্তির তাদের করুণাপূর্ণ অংশ রয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের উপর এটির একটি বিশেষ পরিমাপ প্রদান করেন। তারা প্রথমে জনগণের সেবক নয় বরং খ্রীষ্টের দাস! তাদের কর্তৃত্ব মণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা তাদের অর্পণ করা হয়নি, কিন্তু মণ্ডলীর প্রধান– খ্রীষ্টের কাছ থেকে হয়েছে।

চতুর্থ স্থানে, শাসন করার শক্তি প্রধানত স্থানীয় মণ্ডলীর উপরে ন্যাস্ত করা থাকে। স্থানীয় সংমিশ্রিত লোকেরাই মণ্ডলীর দায়িত্বে থাকে। স্থানীয় সংমিশ্রণ থেকে, কর্তৃত্ব উচ্চস্তরে এবং সিনোডগুলিতে ক্ষেপন করা যেতে পারে। প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর স্ব-শাসন বা স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ রয়েছে, তবে এটি অন্যান্য স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে এটি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন উপায়ে সীমাবদ্ধ। সর্ব বিষয়ে স্থানীয় মণ্ডলীর স্বার্থ সর্বদা প্রথম প্রাথমিকতা পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় স্থানে, একটি সম্প্রদায় হিসাবে এটি সাধারণভাবে মণ্ডলীর রুচির কাজ।

পঞ্চমত, মণ্ডলীর বিস্তৃত শক্তি। প্রেসবিটারিয়ান সিস্টেম প্রাথমিক কর্তৃত্ব স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে থাকে এবং সেই সমাবেশ, ক্লাসিস এবং সিনোডগুলি মণ্ডলীর বৃহত্তর শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। স্থানীয় মণ্ডলীর প্রতিনিধিরা একত্রিত হওয়া মণ্ডলীগুলির মধ্যে বন্ধনকে দৃশ্যমান করে এবং তাদের কাজ করতে সক্ষম করে। এই ধরনের সমাবেশের জন্য একটি শাস্ত্রীয় নজির রয়েছে প্রেরিত ১৫ অধ্যায়ে, যেটিকে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের ইতিহাসে অনুষ্ঠিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থায়, সকলেই একমত যে বৃহত্তর সমাবেশের কর্তৃত্ব স্থানীয় মণ্ডলীর কর্তৃত্ব কেড়ে নেয় না। ক্লাসিস এবং সিনোডিকাল সমাবেশগুলি কেবলমাত্র মাণ্ডলীক বিষয়গুলির বিষয়ে কাজ করতে পারে যা একটি সম্মত আদেশ অনুসারে, একটি মাণ্ডলীক পদ্ধতিতে স্থানীয় স্তরে সমাধান করা যায় না।

সংস্কারকৃত মণ্ডলী শাসন ব্যবস্থায় সমাবেশগুলির কর্তৃত্ব সম্পর্কে দুটি মৌলিক মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে তাদের সহজাত কর্তৃত্ব রয়েছে, অফিস-আধিকারিকদের একটি মাণ্ডলীক সমাবেশ হিসাবে। অন্যরা বলে যে তাদের কর্তৃত্ব আছে, মণ্ডলী থেকে তাদের প্রতিনিধিদলের ভিত্তিতে। একটি সিনোডিকাল বডির সিদ্ধান্তগুলি বাধ্যতামূলক, যেহেতু সেগুলি চুক্তিবদ্ধ আদেশ অনুসারে করা হয়, যাকে মণ্ডলীর অর্ডার বলা হয়,

যার দ্বারা সদস্য মণ্ডলীগুলি নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রাখে এবং বশীভূত হয়, যতক্ষণ না তারা প্রমাণিত হয়– শুধুমাত্র অনুভূত হয় না– আবেদনের যথাযথ প্রক্রিয়ার দ্বারা যে শাস্ত্রের অনুশাসন, নীতি বা নজিরগুলির বিপরীত কিছু কাজ হচ্ছে।

ষষ্ঠ স্থানে, ফেডারেটিভ (ভৌগলিক) ঐক্যের জন্য ঈশতাত্ত্বিক ভিত্তি। প্রেসবিটেরিয়ান পদ্ধতিতে মণ্ডলীর ঐক্যের প্রতি নজর রয়েছে, স্থানীয় মণ্ডলীর অধিভুক্তির মাধ্যমে, একটি আঞ্চলিক এবং জাতীয় সম্প্রদায়ে, ক্লাসিস এবং সিনোড সংগঠিত হয়। এই পদ্ধতিতে মণ্ডলীকে সংগঠিত করার জন্য শাস্ত্র থেকে তিনটি শক্তিশালী যুক্তি দেখা যায়:

১। খ্রীষ্টতাত্ত্বিক – খ্রীষ্টে মণ্ডলী এক এবং তাই তাদের একত্রে বন্ধন দ্বারা একতা প্রদর্শন করা উচিত। যোহন অধ্যায় ১৭ এর ঐক্য হল একটি আধ্যাত্মিক ঐক্য যা নিজেকে দৃশ্যমানভাবে দেখাতে হবে যেন বিশ্ব এটি দেখতে পারে। মণ্ডলীর এই একতা স্বাধীনতার সাথে খাপ খায় না।

২। পবিত্র আত্মাতাত্ত্বিক – পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্যকে উপহার দেন– রোমীয় ১২:৪-৫; ১ করিন্থীয় ১২:৪-৭, ১২, ১৪-২৬, অন্যদের ভালোর জন্য ব্যবহার করা– ১ করিন্থীয় ১৪:৯। আত্মার উপহার স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে উন্নীত করার জন্য নয়, কিন্তু পারস্পরিক নির্ভরতার জন্য যা শুধুমাত্র স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যেই নয় কিন্তু মণ্ডলীর বাইরেও। এই উপহারগুলির মধ্যে মণ্ডলীর শাসন এবং সেবা অন্তর্ভুক্ত। এই পারস্পরিক নির্ভরতা মাণ্ডলীক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজ করা উচিত এমনকি মণ্ডলীর প্রশাসনিক বিষয়েও।

৩। ফেডারেল (বৃহত্তর ঐক্য) –একটি ফেডারেটিভ সংযোগ কেবল আনুষ্ঠানিক এবং প্রশাসনিক নয় কিন্তু তার চেয়েও বেশি। এটি অনুগ্রহের এক চুক্তির মধ্যে নিহিত। ঈশ্বরের চুক্তির কারণে, মণ্ডলীগুলি একে অপরকে সমর্থন এবং সেবা করার জন্য একে অপরকে অন্বেষণ করে, স্থানীয় পরিস্থিতির উর্ধ্বে উঠে বিশ্বাসের একতা প্রকাশের উপায় হিসাবে।

উপসংহারে, আমরা প্রকাশ করতে পারি যে সংস্কারকৃত ব্যবস্থা মণ্ডলীর প্রশাসনের জন্য শাস্ত্রের নীতিগুলিকে উপলব্ধি করতে এবং প্রয়োগ করতে চায়। এটি করার মাধ্যমে, তারা মণ্ডলীতে খ্রীষ্টের একমাত্র প্রধানত্ব, সমস্ত বিশ্বাসীদের পদ এবং মণ্ডলীর অফিসগুলির প্রতিষ্ঠান উভয়ই বজায় রাখে যার মাধ্যমে খ্রীষ্ট মণ্ডলীর কাজ করেন। তারা সদস্যদের ইচ্ছার অত্যাচার এবং স্বতন্ত্র নেতার অত্যাচার এড়ায়। তারা স্থানীয় মণ্ডলীর স্ব-শাসন এবং অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে একটি ফেডারেটিভ সংযোগ থাকার গুরুত্ব উভয়কেই স্বীকৃতি দেয়। মণ্ডলী প্রশাসনের এই পদ্ধতিটি মণ্ডলীর উন্নয়নে সহায়তা করে এবং অনেক অসুস্থতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

তৃতীয়, শেষতম ব্যবস্থা হল (জনগনের)কংগ্রিগেশনাল এবং তৃতীয় ধরনের মণ্ডলীতে কর্তৃত্ব সংগঠিত করাকে বলা হয় কংগ্রিগেশনাল ধরন। একে স্বাধীনতার ব্যবস্থাও বলা হয়। এই ব্যবস্থায়, প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলী বা জনগণ একটি সম্পূর্ণ মণ্ডলী হিসাবে গণ্য হয়, একে অপরের থেকে স্বাধীন। শাসন ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে থাকে। পদাধিকারীদের সাধারণ মাণ্ডলীক সভার কর্তৃত্ব অনুযায়ী কাজ করতে হয়। তাদের কাছে যে ক্ষমতা রয়েছে তা মণ্ডলীর সদস্যদের দ্বারা তাদের অর্পণ করা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এই ধরনের স্বাধীন মণ্ডলীর প্রশাসনের কিছু ভিন্নতা আছে। আসুন শুধু বিভিন্ন প্রকারের ভিন্নতা উল্লেখ করা যাক, যেমন, একজন একক প্রাচীন বা একক পালকের কর্তৃত্ব আছে, বা একের বেশি প্রাচীনরা স্থানীয় মণ্ডলী পরিচালনা করে, বা একটি কমিটি মণ্ডলীকে শাসন করে, ইত্যাদি। কিছু মণ্ডলী, বিশেষ করে খুব নতুন মণ্ডলী যার ক্যারিশম্যাটিক পটভূমি রয়েছে, বা চরম ধর্মপ্রাণ প্রবণতা রয়েছে, এরকম একটি মণ্ডলীতে কাজ করার জন্য তাদের কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেই কিন্তু পবিত্র আত্মার উপর তারা নির্ভর করে। এই ক্ষেত্রে, মণ্ডলী অস্বীকার করে যে কোনো ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন, এটি মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের নিজেদের জীবনে পবিত্র আত্মার নেতৃত্বের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার উপর নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্তগুলি সাধারণত ঐকমত্য দ্বারা নেওয়া হবে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থা কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মনোনীত প্রাচীনদের মণ্ডলীতে পরিচালনার কর্তৃত্বের সাথে নতুন নিয়মের প্যাটার্নের মধ্যে অমিল ঘটে এবং এটি অনেক অপব্যবহারের বিষয়ও বটে, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে জ্ঞান এবং যুক্তির পরিবর্তে বিষয়গত অনুভূতি প্রাধান্য পায়।

কিছু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক যে মণ্ডলী দ্বারা গৃহীত মণ্ডলী শাসন ব্যবস্থার রূপটি শিক্ষাতত্ত্বের একটি প্রধান বিষয় নয়। যুগ যুগ ধরে, খ্রিস্টানরা আরামদায়কভাবে বসবাস করেছে এবং বিভিন্ন ধরণের সিস্টেমের মধ্যে খুব কার্যকরভাবে পরিচর্যা করেছে। অনুশীলনে, আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ধরণের মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল কাজ করে বলে মনে হচ্ছে। তবুও, মণ্ডলী শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি মণ্ডলী আরও বিশুদ্ধ বা কম বিশুদ্ধ হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রেসবিটারিয়ান বা সংস্কারকৃত ব্যবস্থা শাস্ত্রে পাওয়া মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থার নীতিগুলির সবচেয়ে কাছাকাছি।

সংস্কারকৃত স্বীকারোক্তিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা বা ব্যবস্থা অবশ্যই শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে হবে। বেলজিক কনফেশন অফ ফেইথ, আর্টিকেল ৩০ বলে, "আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রভু তাঁর বাক্যে যে আধ্যাত্মিক আদেশ আমাদের শিখিয়েছেন, সেই আধ্যাত্মিক ক্রম অনুসারে এই সত্য মণ্ডলী পরিচালনা করা উচিত;" আর অনুচ্ছেদ ৩২; "আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে যদিও যারা মণ্ডলীগুলি পরিচালনা করে তাদের জন্য মণ্ডলীর দেহ বজায় রাখার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং স্থাপন করা দরকারী এবং ভাল, তাদের সর্বদা খ্রীষ্টের থেকে বিচ্যুত হওয়া থেকে সাবধান থাকা উচিত, আমাদের একমাত্র প্রভু, তা আমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" সংস্কারকৃত শিক্ষাতত্ত্ব জোর দেয় যে সমস্ত মণ্ডলীকে মাণ্ডলীক শাসন ব্যবস্থাকে বাইবেলের নীতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে, কিন্তু নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং পক্রিয়াগুলিকে মান্য করে, বিভিন্ন স্থান এবং সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে তা পরিবর্তিত হতে পারে।

মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থার উপর এই বক্তৃতাটি মণ্ডলীর পদ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়ে আমাদের নিয়ে আসে। এর পরবর্তী বক্তৃতা অনুসরণ করার জন্য আপনাকে অনুগ্রহ করে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুক।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৬

মণ্ডলীর পদসমূহ

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৬

মণ্ডলীর পদসমূহ

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এই মডিউলে, আমরা মণ্ডলীর পদ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে চাই। শুরুতে, যীশুর বারোজন শিষ্য ছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে, আমরা পড়ি প্রায় একশত কুড়ি জন যীশুর অনুসারী একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রার্থনায় একত্রিত ছিলেন। এটি ছিল নতুন নিয়মের মণ্ডলীর সূত্রপাত। জেরুজালেম থেকে, তারা বাইরে গিয়ে প্রথমে ইহুদিদের মধ্যে এবং পরে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে মণ্ডলী স্থাপন করেন। পবিত্র আত্মার শক্তিশালী কাজের মাধ্যমে এটি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শুরুতে, বারোজন প্রেরিত মণ্ডলীর সমস্ত নেতৃত্বের কাজ করছিলেন। কিন্তু তারপর, প্রেরিত ৬, আমরা সমস্যা সম্পর্কে পড়ি! হ্যাঁ, বাইবেল আমাদের দেখায় যে জেরুজালেমের ক্রমবর্ধমান মণ্ডলীর, প্রেরিতদের নেতৃত্বে থাকা স্বত্বেও সেখানে সমস্যা ছিল।

প্রেরিতরা মন্ডলীতে সাহায্যকারীদের প্রয়োজনীয়তা দেখেছিলেন; "ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্যে থেকে এমন সাতজনকে বেছে নাও, যারা পবিত্র আত্মায় ও বিজ্ঞতায় পূর্ণ বলে সুপরিচিত। আমরা এই দায়িত্বভার তাদের উপরে দেবো ..." প্রেরিত ৬:৩। তারা সাতজনকে বেছে নিয়েছিল যারা বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিল। তাই মণ্ডলীতে বিষয়গুলি সংগঠিত রাখার জন্য, প্রেরিতরা সাহায্যকারীদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং প্রভু প্রেরিতদের পাশে পাশে মণ্ডলীর সেবা করার জন্য পুরুষদের প্রদান করেছিলেন। তাঁরা চেয়েছিল যে সমস্ত বিষয় ক্রমানুসারে করা হোক এবং কেউ যেন বাদ না পড়ে। যে পুরুষদের বেছে নেওয়া হয়েছিল তারা ছিল মণ্ডলীর প্রথম পরিচর্জ্যাকারি (ডিকন)। আপনি যখন প্রেরিত বইটি পড়তে থাকেন, তখন আপনি দেখতে পান যে মণ্ডলীর প্রাচীন এবং ডিকন নিয়োগের জন্য একটি পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে। এই বক্তৃতায়, আমরা মণ্ডলীর পদগুলি আরও অধ্যয়ন করতে চাই। নির্দিষ্টভাবে, আমরা মণ্ডলীর বিশেষ পদগুলি অধ্যয়ন করবো। এটি আমাদের পালক, প্রাচীন এবং ডিকন সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। এই বিশেষ পদগুলিকে "প্রত্যেক বিশ্বাসীর যাজকত্ব" থেকে আলাদা রাখতে হবে। সমস্ত সত্যিকারের বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হয় এবং একজন ভাববাদী, যাজক এবং রাজা হওয়ার জন্য তাঁর অভিষেকের অংশীদার হয়। অনেক পাঠের মধ্যে একটি মাত্র পাঠ্য যা এখানে প্রমাণ হিসাবে পরিবেশন করতে পারা যায়, তা হল ১ পিতর ২:৯– "কিন্তু তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয় যাজক– সম্প্রদায়, এক পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ নিজস্ব এক প্রজা, যেন তোমরা তাঁরই গুনকীর্তন করতে পারো, যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আহ্বান করে তাঁর আশ্চর্য জ্যোতির নিয়ে এসেছেন।"

তবুও, কিছু সদস্যদের, অনুগ্রহে, বিশেষ বরদান রয়েছে এবং আনুষ্ঠানিক অভিষেকের দ্বারা মণ্ডলীর সেবা করার জন্য একটি বিশেষ আহ্বান প্রাপ্ত হন। মণ্ডলীর বিশেষ পদের কথা চিন্তা করে– পালক, প্রাচীন এবং ডিকন– আমরা বিশ্বাস করি যে বাইবেল আমাদের শেখায় যে এই পদগুলি শুধুমাত্র পুরুষ সদস্যদের জন্যই উন্মুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সাধারণত ১ করিন্থীয় ১১:৩ পদে বলা হয়েছে– "এখনা আমি চাই, তোমরা যেন উপলব্ধি করো যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ হলেন খ্রীষ্ট এবং নারীর মস্তকস্বরূপ হল পুরুষ, আবার খ্রীষ্টের মস্তকস্বরূপ হলেন ঈশ্বর।" মণ্ডলী কীভাবে কাজ করে তার জন্য এই পুরুষ প্রধানত্বের প্রভাব রয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর পুরুষদেরকে ভাববাদী, যাজক এবং রাজা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, যদিও চরম পরিস্থিতিতে, হুলদা এবং দেবোরার মতো বিরল ব্যতিক্রম রয়েছে। এটি নতুন নিয়মে অব্যাহত রয়েছে, যেখানে সমস্ত প্রেরিত পুরুষ ছিলেন। প্রচীন প্রাচীণ এবং ডিকনদের মধ্যে, তাদেরকে পুরুষ বলে অনুমান করে এই যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা "এক স্ত্রীর স্বামী" হবে।

মণ্ডলীতে পদের অধ্যয়ন কোথায় শুরু করা উচিত? প্রেরিতের পুস্তক আমাদের এক সুন্দর নির্দেশ দেয়। কিন্তু আমাদের আসলে শুরু থেকেই শুরু করতে হবে। মণ্ডলীর পদগুলি বাইবেলের দুটি মূল ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত – আদম এবং খ্রীষ্ট। আদম ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি-বাহক, যাকে ঈশ্বরের দ্বারা দায়িত্বের পদে নিযুক্ত করা

হয়েছিল। অন্য কথায়, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পদাধিকারী। ঈশ্বর তাঁকে ঈশ্বরের অধীনে সৃষ্টির উপর রাজা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। গীতসংহিতা ৮:৫-৬; "...এবং তাদের গৌরব ও সন্মানের মুকুটে ভূষিত করেছিলেন। তোমার হাতের সকল সৃষ্টির উপর তাদের কর্তিত্ব দিয়েছ।" তিনি একটি উপায় হয়েছেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর পৃথিবীতে তাঁর রাজত্ব প্রয়োগ করেছেন। ঈশ্বরও আদমকে একজন ভাববাদী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁকে জানতে এবং তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর কথা বলার জন্য। উদাহরণস্বরূপ, আদমকে সমস্ত প্রাণীর নাম দিতে হয়েছিল। সেই ক্রিয়াকলাপে, ঈশ্বর, যিনি প্রতিটি প্রাণীকে ঠিক কী তা জানতেন, প্রত্যেকটিকে তার উপযুক্ত নাম দেওয়ার জন্য আদমকে একজন ভাববাদী হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। ঈশ্বর আদমকে একজন যাজক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিখুঁত পবিত্রতার বলি হিসাবে উৎসর্গ করার জন্য, পবিত্রতায় আনন্দিত হওয়ার জন্য। আমরা বলতে পারি আদম ছিলেন রাজকীয় ধার্মিকতায়, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক জ্ঞানে এবং যাজকীয় পবিত্রতায় ঈশ্বরের পদ-কর্তা।

আদম পতিত হলেন। তিনি নিজ পদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন এবং নিজেকে সেই পদে থাকার অযোগ্য ঘোষণা করেন। তিনি আর ঈশ্বরের অধীনে রাজা ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন! তিনি আর তাঁর প্রশংসা দাবি করার জন্য একজন ভাববাদী ছিলেন না, কিন্তু মিথ্যার পিতার সন্তান হয়েছিলেন। তিনি আর ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ছিলেন না, কিন্তু পাপের দ্বারা এতটাই কলুষিত হয়েছিলেন যে পবিত্র সৃষ্টিকর্তা এলে তিনি দৌড়ে ঝোপের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঈশ্বর তার পদ-কর্তাকে হারিয়েছিলেন। যখন আদম পতন হয়েছিল, ঈশ্বর মানবজাতিকে দূর করেননি। তিনি এখনও ভাববাদী, যাজক এবং রাজা সহ পুরুষদের পদাধিকারী হিসাবে নিয়োগ করেন। ঈশ্বর অভিষেকের মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ পদের জন্য আলাদা করে রেখেছেন। এই কাজটি পবিত্র আত্মার পূর্ণতার দিকে নির্দেশ করে, যিনি কাজটি সজ্জিত করেন। তারপরও এসব পদাধিকারীর খামতি রয়ে গেছে। এগুলি মহান ও আসন্ন পদাধিকারির দিকে ইঙ্গিত করে।তিনি একজন নিযুক্ত ব্যক্তি হবেন না, কিন্তু "খ্রীষ্ট"– যিনি একমাত্র নিখুঁত পবিত্র, ধার্মিক এবং জ্ঞানে পূর্ণ; যিনি ঈশ্বরকে সম্মান করেছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পালন করেছিলেন; একমাত্র যিনি পতিত পাপীদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।

যীশুর আনুষ্ঠানিক উপাধি, "খ্রীষ্ট" প্রকাশ করে যে তিনি একজন অভিষিক্ত পদ-কর্তা। যিশাইয় ৬১:১ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শব্দ রয়েছে: "প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্রগনের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তকরন লোকদের ক্ষ বাধিয়া দিই; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি।" নাসরতে এই অনুচ্ছেদটি পড়ার পর, যীশু বলেন; "অদ্যই এই শাস্ত্রীয় বচন তোমাদের কর্ণগোচরে পূর্ণ হইল"– লূক ৪:২১। তাঁর মধ্যস্থতাকারী পদের এই তিনটি দিকই তাঁর মণ্ডলীর পরিত্রাণ, সংরক্ষণ এবং গৌরবের সাথে একত্রে কাজ করে। খ্রীষ্ট হলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী, কিন্তু তিনি কীভাবে মণ্ডলীর পদগুলির সাথে সম্পর্কিত?

তারা খ্রীষ্ট দ্বারা নিযুক্ত। খ্রীষ্ট সরাসরি পদাধিকারী নিয়োগ করেছেন। প্রথম শ্রেণী হলেন প্রেরিতরা। তিনি বারোজন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন, তাদের প্রেরিত হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের তাঁর আত্মা দিয়ে সজ্জিত করেছিলেন। তিনি তাদের কর্তৃত্ব দেন এবং নির্দেশ দেন। প্রেরিতরা মণ্ডলীর অনন্য পদাধিকারী ছিলেন, কারণ খ্রীষ্ট তাদেরকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন। প্রেরিতরা চারটি বিশেষ উপায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। যীশু বিশেষ আদেশ দ্বারা তাদের নিযুক্ত করেছিলেন। তারা ছিলেন, বিশেষ অর্থে, "প্রেরিত"– সরাসরি খ্রীষ্টের দ্বারা "নির্বাচিত" এবং তাঁর দ্বারা "প্রেরিত্"। আমরা যোহন ২০:২১ পদে পড়ি: "তারপর যীশু তাদের আবার বললেন, তোমাদের শান্তি হোক: আমার পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, তেমনি আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।"

যীশু তাদের বিশেষ সাক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তারা খ্রীষ্টের সঙ্গে গমনাগমন করেছিলেন তারা পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। পেন্টেকস্টের পরে, পৌলকেও পুনরুত্থিত প্রভুর এই প্রেরিত সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১ করিন্থীয় ৯:১৫ পদের কথা চিন্তা করুন। যীশু তাদেরকে বিশেষ কর্তৃত্বের সাথে নিযুক্ত করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য বলতে ও লিখতে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আর প্রভুর বার্তাবাহক হিসাবে তাদের কর্তৃত্ব যাচাই করার জন্য, তারা অলৌকিক "চিহ্ন ও আশ্চর্য্যকাজ" করতে সক্ষম প্রাপ্ত ছিলেন, যা একজন প্রেরিত– ২ করিন্থীয় ১২:১২। যীশু তাদের একটি বিশেষ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। প্রেরিতরা বিশেষভাবে যোগ্য ছিলেন, যেন তারা সমস্ত সময়ের জন্য মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে যীশু বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরিতদের আহ্বান করেছিলেন। অন্যদিকে, প্রেরিতদের আহ্বান

আমাদের মণ্ডলীর বিশেষ পদের জন্য প্রভুর আহ্বানের বাইবেলের এক নমুনা প্রদর্শন করে।

নতুন নিয়মের অন্যান্য বিশেষ পদ। নতুন নিয়মের মণ্ডলী অন্যান্য বিশেষ পদের কথাও বলে। মণ্ডলীর প্রাথমিক বৃদ্ধি এবং বিস্তারের সময়, মণ্ডলীতে বিশেষ বরদান এবং কার্যাবলী ব্যবহার করাই প্রভুর মনোরথ হয়েছিল; যেমন ইফিষীয় ৪:১১ পদ বলে; "আর তিনি কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন।" তারা প্রেরিতদের পরিচর্যার লক্ষণগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। এগুলি ভিন্ন পদ ছিল কিনা তা সন্দেহজনক। এই বরদানগুলির বিশেষ ব্যবস্থা প্রেরিতদের পরিচর্যার সাথে সংযুক্ত হতে পারে।

নতুন নিয়মে উল্লিখিত কিছু ব্যতিক্রমী ভাববাদী বিশেষভাবে পবিত্র আত্মা দ্বারা দান প্রাপ্ত, যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রকাশন পেয়েছিল এমনকি ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির ভবিষ্যদ্বাণীও করছিল। ভবিষ্যদ্বাণীর এই বিশেষ বরদানগুলি পবিত্র আত্মা দ্বারা বিশ্বাসীদের উন্নতি, উপদেশ, উৎসাহ এবং নির্দেশনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন নিয়মের শুরুতে ঈশ্বর এই বিশেষ বরদানগুলি দিয়েছিলেন। ভাববাদীদের পাশাপাশি, ফিলিপ এবং মার্ক এবং তিমথি এবং তিতের মতো কিছু প্রচারকও ছিলেন। এই ব্যক্তিদের প্রেরিতদের সহকারী হিসাবে একটি বিশেষ কাজের দ্বারা স্বীকৃত; তবে তাদের পরিশ্রম, যার মধ্যে প্রচার করা, বাপ্তিষ্ম দেওয়া, প্রাচীনদের নিয়োগ করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুশীলন করা, সুসমাচার প্রচারক নিযুক্তকরনে প্রেরিতের সময়ের পরেও খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। আর এভাবেই এই পদের বিশেষ চরিত্র নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে।

একটি মাণ্ডলীক পদের বৈশিষ্ট্য কী কী? আর মণ্ডলী সম্পর্কিত পদাধিকারীদের স্বতন্ত্র অবস্থান কী? শাস্ত্র পদাধিকারী এবং দেহের মধ্যে পার্থক্য করে। যেমন আমরা ইফিষীয় ৪-এ দেখেছি। শাস্ত্র প্রেরিত, ভাববাদী, যাজক এবং শিক্ষকদের বিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করে দেখে। ফিলিপীয় ১:১– পৌল তাঁর পত্রটি "খ্রীষ্ট যীশুতে ফিলিপীতে থাকা সমস্ত বিশ্বাসীদের, অধ্যক্ষ এবং কার্যকারীদের" সম্বোধন করেছেন। প্রাচীন এবং ডিকনরা কেবল বিশেষভাবে প্রতিভাধর বিশ্বাসী নয়, তবে এমন একটি পদে আছে যা তাদের সমস্ত বিশ্বাসীদের থেকে আলাদা করে।

খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে মাণ্ডলীক পদ বিদ্যমান। পদ-আধিকারিক ব্যক্তির মাধ্যমে পদের কোন ক্রমাগত উত্তরাধিকার নেই। নিযুক্তিকরণের অধিকার মণ্ডলী থেকে স্বাধীন একজন সেবক বা প্রাচীনের নয়। কোন পদের একটি স্থায়ী অস্তিত্ব আছে শুধুমাত্র বিশ্বাসীরূপ দেহের সাথে জৈব সম্পর্কের মধ্যে। খ্রীষ্ট দেহকে বা মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠানকে পদাধিকারীদের উপহার স্বরূপ দেন। এর অর্থ হল যে মণ্ডলীর পদগুলি মণ্ডলী থেকে আলাদা থাকতে পারে না! পদ-কর্তারা কেবল মণ্ডলী দ্বারা স্বীকৃত নয় কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে। ইফীষীয় ৪ স্পষ্ট করে যে স্বর্গে উন্নিত হওয়া খ্রীষ্ট তাদের উপহার স্বরূপ মণ্ডলীতে দান করেন। মণ্ডলীর উন্নত প্রধান হিসাবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে সরাসরি একটি লাইন আছে। এই পদাধিকারীদের মাধ্যমেই তিনি তাঁর কার্য পরিচালনা করেন। তিনি এই পদগুলির জন্য পুরুষদের নিয়োগ ও অভিষিক্ত করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ আহ্বান দ্বারা নিয়োগ করেন, যা তিনি সুযোগ উন্মুক্ত করার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং মণ্ডলীর বাহ্যিক আহ্বানের সাথেও সম্পর্কিত। "আর যখন তারা তাদের প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনদের নিযুক্ত করেছিলেন, তখন উপবাসের সাথে প্রার্থনা করেন, আর তারা তাদের প্রভুর কাছে সমর্পণ করেন, যার উপর তারা বিশ্বাস করেছিলেন"

পদাধিকারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে, মণ্ডলী খ্রীষ্টের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা এটি দেখতে পাই, উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৩:২ পদে; "তাহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কাজের জন্য আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্জ্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাঁহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও" খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মাধ্যমে অভিষেক বা আদেশ দেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বরদান ও অনুগ্রহের প্রদান করেন। অতএব, কেউ, নিজের উদ্যোগে, নিজেকে মণ্ডলীর উপর একজন কর্মকর্তা হিসাবে চাপিয়ে দিতে পারে না। পদাধিকারিরা খ্রীষ্টের স্থানে দাঁড়ান। জৈতুন পর্বত থেকে খীস্ট স্বর্গে উঠেছিলেন। পঞ্চশত্তমীর দিনে, ঈশ্বর পবিত্র আত্মাকে "সান্ত্বনাদাতা" হিসাবে পাঠিয়েছিলেন, যিনি চিরকাল মণ্ডলীর সাথে থাকবেন। তাঁর প্রেমময় দয়ায়, খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর পদগুলি প্রদান করেন। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে, তিনি মণ্ডলীর সেবা করার জন্য পুরুষদের আহ্বান করেন। আমরা ২ করিন্থীয় ৫:১৯-২০ থেকে আমরা শিখি যে, কর্মকর্তারা খ্রীষ্টের জায়গায় দাঁড়ায়। "বস্তুত ঈশ্বর খ্রীষ্টে আপনার সহিত জগতের সন্মিলন করাইয়া দিতে ছিলেন, তাঁহাদের অপরাধ সকল তাহাদের বলিয়া গণনা করিলেন না এবং সেই সন্মিলনের বার্তা আমাদিগকে সমর্পণ করিয়ছেন।"

সুসমাচারের প্রচারকদের "খ্রীষ্টের দূত" বলা হয়। একজন রাষ্ট্রদূত (রাজদূত) সেই সরকারের প্রতিনিধিত্ব

করেন যিনি তাকে পাঠিয়েছিলেন। সে নিজের কথা বলে না, কিন্তু সেই রাজার কর্তৃত্বর কথা বলে যার দ্বারা তাকে পাঠানো হয়েছে। একইভাবে, মণ্ডলীর পদ-কর্তারা খ্রীষ্টের পক্ষে কাজ করেন– খ্রীষ্টের জায়গায়। এর অর্থ হল তারা সরাসরি খ্রীষ্টের কাছে দায়বদ্ধ যার জন্য তারা তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর কর্তৃত্বের সঙ্গে আসেন।

খ্রীষ্টিয় পদ খ্রীষ্টের ইচ্ছা দ্বারা সূচিত হয়। মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে, খীস্ট তাঁর মণ্ডলীর সমাবেশ এবং সংশোধনের জন্য তাঁর নিজের পদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পুরুষদের হাতে দেন। খ্রীষ্টিয় পদ খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। খ্রীষ্ট আমাদের মণ্ডলীর সেবার ক্ষেত্রে এক মহান উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজ সর্বোচ্চ পরিমাপে প্রেম ও সত্য দিয়েছেন। আপনি যখন মণ্ডলীর সেবা করেন, আপনার খ্রীষ্টের মতো হওয়ার ইচ্ছা থাকা উচিত।

পৌল নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের দাস বলে পরিচয় দিয়েছেন– ফিলিপীয় ১:১ পদে। সেবার মনোভাব পদের জন্য অপরিহার্য এবং ক্ষমতা, খ্যাতি, সম্পদ বা সম্মানের জন্য দৈহিক উদ্দেশ্যের সরাসরি বিরোধী। খ্রীষ্টের কর্তৃত্বকে প্রতিফলিত করার জন্য, পদ-কর্তার এই নম্রতা, দীনতা এবং ইচ্ছার এই মনোভাব প্রয়োজন "পরিচর্যা পেতে নয় বরং পরিচর্যা করতে"– মথি ২০:২৮।

খ্রীষ্টিয় পদকে "প্রেরিতত্ব" ধনাধ্যক্ষ বলা হয়। "প্রেরিত" এর গ্রীক শব্দের অর্থ "পাঠানো"। ইব্রীয় ৩:১-২ পদ অনুসারে, খ্রীষ্ট হলেন "...আমরা যাকে স্বীকার করি প্রেরিত ও মহাযাজক রূপে...তাঁর নিয়োগকর্তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।" তাই পদাধিকারীরাও ঐশ্বরিক ভাবে প্রেরিত্"! "তারা কীভাবে প্রচার করবে, যদি তাদের পাঠানো না হয়?" আর পিতর বলেছেন: "প্রত্যেক মানুষ যেমন বরদান পেয়েছে, তেমনি ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহের উত্তম কর্মচারী হিসাবে একে অপরের পরিচর্যা কর।" আসুন আমরা জন ক্যালভিনের সুপরিচিত উক্তিটিও মনে রাখি: "যদিও ঈশ্বর আমাদের ছাড়াই কাজ সম্পন্ন করতে পারেন, তবুও তিনি আমাদের মতো অকিঞ্চন মানুষদের সাহায্যকারী হিসাবে এবং যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন।" আমরা মণ্ডলীর তিনটি সাধারণ পদ চিনতে পারি। এই তিনটি পদ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত;একদিকে, মহান ভাববাদী এবং একমাত্র মহাযাজক এবং শাশ্বত রাজা হিসাবে খ্রীষ্টের পদ; এবং অন্যদিকে, মণ্ডলীর আহ্বান, শাস্ত্র অনুসারে সত্য শিক্ষা দেওয়া, খ্রীষ্টের বিধান অনুসারে শাসন বা শাসন করা এবং বস্তুগত এবং শারীরিক চাহিদার জন্য করুণা প্রদর্শন করা। যদি খ্রীষ্ট, ভাববাদী, যাজক এবং রাজা রূপে তাঁর মণ্ডলীকে শিক্ষাদান, শাসন করার এবং করুণা দেখানোর জন্য কর্তৃত্ব দেন, আর তিনি নিযুক্ত পদ-কর্তাদের মাধ্যমে তাঁর পরিচর্যার অনুশীলন করেন, তাহলে আমাদের অবশ্যই আশা করা উচিত যে সেখানে এমন পদ থাকবে যা তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ, রাজকীয় কাজ প্রতিফলিত করবে। মণ্ডলীর চিরন্তন তিনটি পদ হল পালক, প্রচীন এবং ডিকন। বেলজিক স্বীকারোক্তি, ৩০ অনুচ্ছেদে, আমরা স্বীকার করি; "আমরা বিশ্বাস করি যে এই সত্য মণ্ডলী আধ্যাত্মিক আদেশ অনুসারে পরিচালিত হওয়া উচিত যা আমাদের প্রভু তাঁর বাক্যে শিখিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার জন্য এবং ধর্মানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করার জন্য সেবক বা পালক থাকা উচিত। মণ্ডলীর কাউন্সিল (কমিটি)তৈরি করার জন্য পালকের সঙ্গে প্রাচীন এবং ডিকনদেরও থাকতে হবে।"

আপনি পুরাতন নিয়মের পদগুলি– ভাববাদী, যাজক এবং রাজা-র সঙ্গে নতুন নিয়মের পালক, প্রচীন এবং ডিকনের কিছু সাদৃশ্যের কথা ভাবতে পারেন। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের স্বর্গীয় শিক্ষার জন্য ডাকা হয়েছিল, রাজাদেরকে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের অধীনে শাসন করতে হত এবং যাজকদের ঈশ্বরের সেবায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। আমরা নতুন নিয়মের পদের সঙ্গে এগুলির এক সুন্দর সামঞ্জস্য, দেখতে পাই। যাজকদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পদে বাক্যের পরিচর্যা করার জন্য ডাকা হয়, প্রাচীনরা তাদের রাজকীয় পদে মণ্ডলী শাসন করতে এবং ডিকনরা যাজকের পদে সেবা করার জন্য।

একই সময়ে, আমরা বলতে পারি না যে খ্রীষ্টের যাজক পদটি ডিকন ইত্যাদির ভূমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, পালকত্বের পদে, খ্রীষ্ট তাঁর তিনটি পদই অনুশীলন করেন। একজন প্রচারক হলেন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বার্তাবাহক, খ্রীষ্টের রাজকীয় দূত এবং খ্রীষ্টের পুরোহিত দাস এবং পুনর্মিলনের পরিচর্যাকারী।

এখন আমরা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর তিনটি পদকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চাই। আসুন প্রচীনদের বা প্রেসবিটারদের দিকে তাকাই। প্রেরিত গ্রন্থে "প্রাচীন" শব্দটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রেরিত ১৪:২৩ পদে, এখানে আমরা পড়ি; "আর তাহারা তাহাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রাচীনবর্গ নিযুক্ত করিয়া এবং উপবাস পূর্বক প্রার্থনা করিয়া, যে প্রভুতে তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।" এটি ছিল পৌলের প্রথম মিশনারি যাত্রায়, যখন তিনি লুস্ত্রা, ইকনিয়া এবং আন্তিয়খিয়ার নগরগুলির মধ্য দিয়ে ফিরে আসছেন।

এটি ইঙ্গিত দেয় যে পৌলের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাঁর প্রথম সুসমাচার প্রচারক পরিশ্রমের সময় থেকে, মণ্ডলী শুরু হওয়ার পরপরই প্রতিটি মণ্ডলীতে প্রাচীনদের একটি দল স্থাপন করা হয়েছিল। পৌল অন্যদেরও অনুরূপ প্রক্রিয়া চালানোর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। কারণ পৌল তিতকে লিখেছিলেন; "এই জন্য আমি তোমাকে ক্রীটে রাখিয়া আসিয়াছি যেন যাহা যাহা অসম্পূর্ণ, তুমি তাহা ঠিক করিয়া দেও এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনদিগকে নিযুক্ত কর।" যাকোব লিখেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি রোগগ্রস্থ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুন; আর তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাঁহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তাবে তাহার মোচন হইবে।" এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিবৃতি কারণ যাকোবের পত্রটি অনেক মণ্ডলীর কাছে লেখা একটি সার্বজনিন চিঠি। এটি ইঙ্গিত করে যে যাকোব আশা করেছিলেন যে প্রতিটি নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে প্রাচীনরা থাকবেন যেখানে তার সাধারণ পত্রটি গিয়েছিল। আমরা প্রেরিত পিতরের চিঠি থেকে একই বিষয় শিখি। পঞ্চশত্তমীর ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পরে পিতর তাঁর চিঠিগুলি লিখেছিলেন এবং তিনি এটাও ধরে নিয়েছিলেন যে এশিয়া মহাদেশের সমস্ত মণ্ডলীতে প্রাচীনরা নেতৃত্ব দেবেন। এছাড়াও জেরুজালেমের মাতৃ মণ্ডলীটি অনেক প্রাচীনদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল।

নতুন নিয়মের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার টানা যেতে পারে। প্রথমত, যেকোন মণ্ডলীতে, তা যতই ছোট হোক না কেন, একের অধীন প্রাচীন ছিল। আর দ্বিতীয়ত, আমরা প্রতিটি মণ্ডলীর মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি, যেখানে প্রাচীনরা এটিকে পরিচালনা করেন এবং এর উপর নজর রাখেন। প্রাচীনদের সম্বন্ধে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করতে পারি যে তারা হল "কর্ত্তিত্বের অধিকারী"– ১ থিষলনিকীয় ৫:১২; অথবা "তদারককারী"– প্রেরিত ২০ অধ্যায় ২৮ পদ।

নতুন নিয়মের প্রাচীনদের একটি প্রধান ভূমিকা হল মণ্ডলী পরিচালনা করা। আমরা ১ তিমথি ৫:১৭ পদে পড়ি–"যে প্রাচীনরা উত্তমরূপে শাসন করেন, বিশেষত যাহারা বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য গণিত হউন।" আর পিতর প্রচীনদের বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তাহা পালন কর; অধ্যক্ষের কাজ কর, আবশ্যকতা প্রযুক্ত নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক, ঈশ্বরের অভিমতে, কুৎসিত লাভার্থে নয়, কিন্তু উতসুকভাবে কর; নিরূপিত অধিকারের উপরে কর্ত্তিত্বকারিরূপে নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হইয়াই কর। তাহাঁতে প্রধান পালক প্রকাশিত হইলে তোমরা অম্লান প্রতাপমুকুট পাইবে। তদ্রূপ, হে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও; আর তোমরা সকলেই এক জন অন্যের সেবার্থে নম্রতায় কটিবন্ধন কর, কেননা ঈশ্বর অহঙ্কারিদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন"– ১ পিতর ৫:২-৫।

প্রাচীনদের মণ্ডলী (পরিচালনা) শাসন করতে হবে এবং তা করার জন্য, তাদের ঈশ্বরের পালের মেষপালক হিসাবে কাজ করতে হবে। ইব্রীয় ১৩:১৭ পদ বিশ্বাসীদেরকে তাদের উপর শাসনকারী প্রাচীনদের কর্তৃত্বকে সম্মান করার পরামর্শ দেয়। "তোমরা তোমাদের নেতাদিগের আজ্ঞাগ্রাহী ও বশীভূত হও, কারণ নিকাশ দিতে হইবে বলিয়া তাহারা তোমাদের প্রাণের নিমিত্ত প্রহরিকার্জ্য করিতেছেন, যেন তাঁহারা আনন্দপূর্ব্বক সেই কার্জ্য করেন, আত্মস্বরপূর্বক না করেন; কেননা ইহা তোমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।"

আসুন আমরা পালক বা পরিচর্যাকারী শব্দের কথা বিবেচনা করি। এটা স্পষ্ট যে প্রচীনরা মূলত শিক্ষক ছিলেন না। প্রথমে বা আদি মণ্ডলীতে পৃথক ভাবে শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল না, যেহেতু সেখানে প্রেরিত, ভাববাদী এবং সুসমাচার প্রচারক-রা ছিলেন। তবে ধীরে ধীরে শিক্ষাদান প্রাচীন বা বিশপ পদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়। পৌল তিমথিকে লিখেছেন, ১ তিমথি ৫:১৭ পদে, "যে প্রাচীনরা উত্তমরূপে শসন করেন, বিশেষত যাহারা বাক্যে শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তাঁহারা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য।" এখানে পৌল তিমথিকে উত্তম রূপে শাসককারী প্রাচীনদের সম্পর্কে এবং অন্যান্য প্রাচীনদের সম্পর্কে বলছেন, যাদের বিশেষ করে প্রচার ও শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান ছিল। সেখানে প্রাচীনদের একটি বিশেষ দল ছিল যারা প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজে তাদের সময় দিতেন। এমনকি পৌল সেই প্রচার ও শিক্ষাদান থেকে তাদের জীবিকা অর্জনের অর্থে "পরিশ্রম" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সমস্ত সম্ভাবনায়, এশিয়া মহাদেশের সাতটি মণ্ডলীতে এই ধরনের শিক্ষক ছিল– প্রকাশিত বাক্য ২:১, ৮ এবং ১২। ক্রমবর্ধমান ধর্মবিরোধীতার কারণে, বিশ্বস্ত প্রচারকদের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি হয়ে ওঠে। এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। পৌল তিমথিকে প্রার্থনাপূর্বক ঈশ্বর-ভয়শীল পুরুষদের সন্ধান করতে নির্দেশ দেন যারা শিক্ষা দিতে সক্ষম। আর তিনি তীতকে এমন লোকদের নিযুক্ত করতে বলেন যারা শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশ্বস্ত বাক্যে দৃঢ়ভাবে

ধরে রাখে, যেন তারা সুষম শিক্ষাতত্ব দিয়ে উভয় উপদেশ দিতে এবং বিরোধীদের খণ্ডন করতে সক্ষম হয়। যারা এই কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের অন্যান্য পরিশ্রম থেকে মুক্ত করা হয়েছিল এবং মণ্ডলী দ্বারা সাহায্য প্রদান করা হয়েছিল। আজ আমরা দেখতে পাই যে মণ্ডলী নতুন নিয়মের এই প্যাটার্ন অনুসরণ করে। বাক্যের সেবা এবং পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করা, সুসমাচার প্রচার করা, পালের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দেওয়া, মণ্ডলীতে ছোট এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের নির্দেশ দেওয়া– এসবের একটি বিশেষ আহ্বান সহ দায়িত্বের সঙ্গে পালন করা ব্যাক্তিকে প্রাচীন হিসাবে দেখা হবে।

এখন ডিকনদের কথা চিন্তা করা যাক। বারবার আমরা নতুন নিয়মে ডিকনের পদের কথা পড়ি। প্রেরিত ৬:১ -৬ ডিকনদের প্রতিষ্ঠানকে নথিভুক্ত করে। সেখানে উল্লেখিত সাতজন ছিলেন প্রথম ডিকন। এই বক্তৃতার ভূমিকায়, আমরা দেখেছি যে এই সাতজন ব্যক্তি প্রেরিতদের সমস্যার সমাধান করেছেন। ডিকনরা প্রেরিতদের সাহায্যকারী, দরিদ্র ও অভাবীদের সেবা করার জন্য ছিলেন। প্রেরিত ৬ থেকে, আপনি দেখতে পাবেন যে ডিকনদের আহ্বান হল মণ্ডলী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের ভৌতিক চাহিদা পূরণ করা। ১ তিমথি ৩-এ পৌল ডিকনদের জন্য যে যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন তা দেখে আমরা জানতে পারি যে মণ্ডলীর অর্থের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব ডিকনদের ছিল। "সেইরূপ পরিচারকদেরও আবশ্যক, যেন তাঁহারা ধীর হন, যেন দ্বিবাক্যবাদী, বহু মদ্যপানে আসক্ত, কুৎসিত লাভের আকাঙ্ক্ষী না হন, এবং শুচি সংবেদে বিশ্বাসের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারণ করেন।" নতুন নিয়ম থেকে এটিও তাৎপর্যপূর্ণ যে প্রাচীনদের মতো মণ্ডলীর উপর ডিকনদের শাসন কর্তৃত্ব নেই। অথবা যাজকদের মতো শাস্ত্র বা সঠিক মতবাদ শেখাতে, শিক্ষা দিতে সক্ষম হওয়ার জন্য ডিকনদের কখনও দাবী করা হয়নি।

আসুন সারসংক্ষেপ করা যাক। প্রিয় বন্ধুরা, মণ্ডলীর পদের কথা বিবেচনা করলে এখনও অনেক অধ্যয়ন বাকি আছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন এবং ডিকনদের জন্য যোগ্যতা কী? আর কেন আমরা মহিলাদের মণ্ডলীর বিশেষ পদে সেবা করার অনুমতি দিই না? আমি শুধু সংক্ষেপে এটা উল্লেখ করেছি। আর কিভাবে প্রাচীন এবং ডিকন নিযুক্ত করা উচিত, ইত্যাদি? এই ধরণের প্রশ্নগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের চেয়ে মণ্ডলীর নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত।

আপাতত, আমরা সংক্ষেপে বলতে চাই যে খ্রীষ্ট হলেন ভাববাদী, যাজক এবং রাজা হিসাবে মণ্ডলীর সর্বোচ্চ পদ-ধারক। তাঁর অনুগ্রহে, তিনি পতিত পাপীদের তাদের ভাববাদী, যাজক এবং রাজাদের পদে পুনরুদ্ধার করেন, তাদেরকে তাঁর অভিষেকের অংশীদার করার মাধ্যমে। এছাড়াও তিনি মণ্ডলীর বিশেষ অফিসে পুরুষদের নিয়োগ করেন, যাতে তাদের মাধ্যমে তিনি নিজ মণ্ডলীর পরিচর্যা এবং শাসন করতে পারেন। প্রথম অফিসটি ছিল প্রেরিতের, যা মণ্ডলীর ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাধারণ অফিসগুলি এখন পালক, প্রাচীণ এবং ডিকন। যেহেতু এগুলি মণ্ডলীতে ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তৃত্বের অনুশীলনের সাথে জড়িত, তাই এই পদগুলিতে শুধুমাত্র পুরুষদের নিযুক্ত করা হবে। মনে রাখবেন যে বিশেষ কার্যালয়গুলি অস্থায়ী কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হওয়ার পদ-চিরন্তন। মণ্ডলীর সেবা করা একটি আশীর্বাদ, কিন্তু খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হওয়া একটি বড় আশীর্বাদ।

মণ্ডলীর বিশেষ পদ সম্পর্কে এই বক্তৃতা অনুসরণ করার জন্য ধন্যবাদ। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা বা অনুশাসন প্রণালী সম্পর্কে পরবর্তী বক্তৃতা অনুসরণ করার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৭

মণ্ডলীর অনুশাসন প্রণালী

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৭

মণ্ডলীর অনুশাসন প্রণালী

আপনি যখন কারো জীবনে পাপ বা ক্ষতিকর আচরণ দেখেন, তখন কখন আপনি চুপ থাকেন এবং কখন আপনি তাদের সাথে কথা বলেন? এই প্রশ্নের সাথে আমরা সরাসরি মণ্ডলীর অনুশাসন অথবা শাসন ব্যবস্থার বিষয়ে প্রবেশ করি। পাপের মোকাবিলা করা একটি কঠিন বিষয়। আপনি একজন বিশ্বাসী পরিবারের সদস্যের ক্ষতিকারক দোষকে সম্বোধন করছেন, বা মণ্ডলী থেকে পিছনে সরে যাওয়া সদস্যের সাথে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, বা অন্যথায় একজন খ্রীষ্টিয় ভাই বা বোনের সাথে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, আমাদের সকলের জন্য পাপের মোকাবিলা করা কঠিন বিষয়। কিন্তু বিষয়টি বাস্তবে রয়ে যায়, যীশু তাঁর অনুসারীদের থেকে সুশৃঙ্খলভাবে পাপকে সম্বোধন করার আশা করেছিলেন। আসুন বাইবেলে মথি ১৮:১৫-২০ পদে প্রভু যীশু আমাদের কী শিক্ষা দেন তা শুনি; "আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাঁতে থাক, তখন সেই দোষ তাঁহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে, তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে। কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যাক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন "দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হয়।" আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে, মণ্ডলীকে বল; আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতিয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক। আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তিক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।"

প্রশ্ন হল, কিভাবে প্রভু যীশুর এই নির্দেশগুলোকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়। আমরা দেখেছি যে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে এবং প্রভু যীশু তাঁর মণ্ডলী পরিচালনা করেন এমন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে যারা মণ্ডলীর সেবা করার জন্য নিযুক্ত। এই ক্ষমতা নিয়মের যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রবিধান তৈরি করার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন ক্যানন বা মণ্ডলীর আদেশ। এগুলি নির্দিষ্ট করে দেয় যে কে ভাল অবস্থানে সদস্য হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে, কোন শর্তে ব্যক্তিদের মণ্ডলীর পদে নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, কীভাবে জনসাধারণের উপাসনা করা উচিত এবং কীভাবে শৃঙ্খলা প্রয়োগ করা উচিত।

কিছু পরিসরে, লোকেরা এই ধরনের প্রবিধানের বিরুদ্ধে। তারা মনে করে যে মণ্ডলী এমন একটি পবিত্র এবং আধ্যাত্মিক দেহ, যে মণ্ডলীর আদেশের জন্য ক্যানন এবং প্রবিধান তৈরি করা মণ্ডলীর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। যদিও আমি নিশ্চিত যে, বাইবেল আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া সাধারণ নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে প্রবিধান তৈরির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করে, মণ্ডলীর উন্নয়ন এবং মঙ্গল বিবেচনা করে বিস্তারিত নিয়ম শৃঙ্খলার উপর কাজ করতে হবে। এই বক্তৃতায়, আমরা বাইবেলের নীতিগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে চাই যা মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলনের সাথে প্রাসঙ্গিক।

মণ্ডলীর শৃঙ্খলা, বা বাইবেলের অনুযোগ, সর্বদা পাপের সাথে সম্পর্কিত। "পাপ হল ব্যবস্থা লঙ্ঘন" – ১ যোহন ৩:৪। লঙ্ঘন করার অর্থ হল ঈশ্বরের আদেশের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করা এতটাই গুরুতর যে এর জন্য একটি সংঘর্ষের প্রয়োজন। এখানে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা সবাই পাপী এবং ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী। যাইহোক, পাপের মুখোমুখি হওয়া তখনই ঘটে যখন পাপ নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে। তাই যখন আমরা একজন পাপীর বিষয়ে কথা বলি যাকে তিরস্কার করতে হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা একজন সদস্যের কথা বলছি যে ভুল করেছে।

একইভাবে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের তাদের ভালোর জন্য শাসন করে। মণ্ডলীর যথাযথ শৃঙ্খলা অনুশীলনের মাধ্যমে এর পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব রয়েছে। যারা মণ্ডলী পরিবারের অন্তর্গত তাদের সকলের উপর নজর রাখতে হবে। মণ্ডলীর শৃঙ্খলা মণ্ডলীর বাইরে যারা আছে তাদের সম্পর্কিত নয়। যীশু তাঁর মণ্ডলীতে পাপীদের তিরস্কার করার জন্য তাঁর অনুসারীদের আদেশ করেছিলেন। তিনি বললেন, তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে তবে তাকে ধমক দাও। আর যদি সে অনুতপ্ত হয়, তাকে ক্ষমা কর– লূক ১৭:৩। এটি যথেষ্ট সহজ শোনাচ্ছে। যদি আপনার খ্রীষ্টিয় ভাই বা বোন প্রকাশ্যে এবং সর্বসাধারনের সমক্ষে পাপ করে, তাহলে তাকে বলুন। এটাকে কঠোর বা অভদ্র মনে করবেন না, কারণ যীশু আমাদের তা করতে শেখান। প্রায়শই সরাসরি কথা বলার পদ্ধতিই সর্বোত্তম পন্থা। যদি আপনার ভাই তার মন পরিবর্তন করে এবং অনুতপ্ত হয়, তবে তাকে দ্রুত ক্ষমা করুন। বেশিরভাগ পাপ সম্ভবত সেই স্তরে রাখা উচিত, প্রেমময় তিরস্কার এবং ক্ষমার প্রস্তুতি সহ। শৃঙ্খলা সর্বদা এই ধরনের ব্যক্তিগত উপদেশ দিয়ে শুরু করা উচিত। ঈশ্বরের অনুগ্রহের কী আশীর্বাদ যখন এই ব্যক্তিগত কথাবার্তা এবং প্রার্থনাগুলি মামলা নিষ্পত্তি করতে এবং সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে ব্যবহৃত হয়। তারপর আনুষ্ঠানিক মণ্ডলীর শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয় না এবং দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন অন্য কারও কাছে কখনই পরিচিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এটা সবসময় হয় না।

মথি ১৮-তে যীশুর শিক্ষা আমাদের আরও নির্দেশনা দেয়। যদি একটি ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কোন ভাল ফলাফল না হয়, তাহলে আপনাকে আবার মোকাবিলা করার জন্য আরও এক বা দুইজনকে নিয়ে আসা উচিত। এটা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে যীশু পাপীর মুখোমুখি হওয়ার এই আরও ব্যাপক উপায় বেছে নিয়েছেন। এই সমস্ত পরিমাপের মধ্যে, প্রভু যীশুর লক্ষ্য হচ্ছে পাপীর পরিত্রাণ।

মথি ১৮-তে আরও বেশি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কঠোর পাপীর সাথে কথা বলার এই উপায় যখন তাকে নম্রতা এবং অনুতাপের দিকে নিয়ে আসে না, তখন যীশু আমাদের বলেন আমাদের কী করা উচিত। এখন সময় এসেছে যখন বিষয়টি মণ্ডলীর কাছে বলার, অর্থাৎ মণ্ডলীর পদাধিকারীদের-কর্তাদের বলতে হবে। যদিও মণ্ডলীর সমস্ত সদস্যদের পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র মণ্ডলীর পদাধিকারী-কর্তারাই মণ্ডলীর সেই শৃঙ্খলা প্রয়োগ করতে পারেন।

কিন্তু আবার, আমাদের সতর্ক হতে হবে। পদাধিকারীরা-কর্তারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পাপের সাথে মোকাবিলা করতে পারেন, যখন মথি ১৮ অধ্যায়ে দেওয়া নিয়ম অনুসারে তাদের সেই পাপ তাদের নজরে আনা হয়। প্রাচীনদের এখন গির্জার শৃঙ্খলার জন্য বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে বিষয়টির মোকাবেলা করতে হবে। মণ্ডলীর আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলার এই প্রক্রিয়াটি অবশেষে পাপী এবং মণ্ডলীর মধ্যে সহাভাগিতার বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। পৌল যেমন বলেছেন, ২ থিষলনিকীয় ৩:১৪ পদে, "আর যদি কেহ এই পত্র দ্বারা কথিত আমাদের বাক্য না মানে, তবে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখ, তাহার সংসর্গে থাকিও না।"

সুতরাং আসুন মথি ১৮-তে যীশুর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার করি। প্রথমে একা পাপী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন। যদি পাপী অনুতপ্ত না হয়, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আরও এক বা দুইজনকে নিয়ে আসুন। যদি পাপী এখনও অনুতপ্ত না হয়, মণ্ডলীকে বলুন। আর এখানে প্রাচীনদের দ্বারা সঙ্গতিপূর্ণ দায়িত্বের অধীনে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা শুরু হয়। যদি পাপী এখনও অনুতপ্ত না হয়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে সহভাগিতা থেকে বহিষ্কার করা হবে। যীশু দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে ঈশ্বর স্বর্গে সীলমোহর করে প্রক্রিয়াটিকে আশীর্বাদ করবেন।

কী পাপ মণ্ডলীর শৃঙ্খলার অন্তর্গত ? নাগরিকদের আইনে, সব অপরাধকে একইভাবে বিবেচনা করা হয় না। মুদি দোকানে এক বাক্স কলম চুরি করার শাস্তি হল ক্ষুদ্র চুরি– এটি একটি তথাকথিত অপকর্ম। অন্যদিকে, বড় দোকানের মুনিবকে গুলি করে হত্যা করা উচ্চ স্তরীয় হত্যা– একটি অপরাধ। প্রতিটি অপরাধ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভুল এবং পাপ, কিন্তু খুন কলম চুরির চেয়েও গুরুতর। একইভাবে, ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে, কিছু পাপের সরাসরি মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। এখানে পাপের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা রয়েছে যার জন্য নতুন নিয়মে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা প্রয়োজন। অন্যান্য পাপ থাকতে পারে যেগুলিকে বাইবেলের সঙ্গে সম্মুখা-সম্মুখী করার প্রয়োজন রয়েছে, তবে এই পাপগুলিকে বাইবেলে মণ্ডলীর শৃঙ্খলার প্রয়োজন হিসাবে পার্থক্য বহন করে:

যৌন অনৈতিকতা, যেমন পৌল আমাদেরকে ১ করিন্থীয় ৫ অধ্যায়ে শিক্ষা দিয়েছেন; "কিন্তু এখন

তোমাদিগকে লিখিতেছি যে, ভ্রাতা নামে আখ্যাত কোন ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী কি লোভী কি প্রতিমাপূজক কি কটুভাষী কি মাতাল কি পরধনগ্রাহী হয়, তবে তাহার সংসর্গে থাকিতে নাই, এমন ব্যাক্তির সহিত আহার করিতেও নাই। বস্তুত বাহিরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি? ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না? কিন্তু বাহিরের লোকদের বিচার ঈশ্বর করিবেন। তোমরা আপনাদের মধ্যে হইতে সেই দুষ্টকে বাহির করিয়া দেও।" অন্যান্য গুরুতর পাপ যেমন লোভ, লোভ, বদনাম, গালাগালি, প্রতারণা, চাঁদাবাজি, মাতালতা, মূর্তিপূজা। এছাড়াও বিভাজন; "যে ব্যক্তি দলভেদী, তাঁহাকে দুই এক বার চেতনা দিবার পর আগ্রাহ্য কর"– তীত ৩:১০।

একজন ভাই বা বোনের মুখোমুখি হওয়ার উদ্দেশ্য এবং মনোভাব সহজ নয়। মণ্ডলীর শৃঙ্খলা একটি কঠিন কাজ। বিপথগামী একজন মণ্ডলীর সদস্যকে তিরস্কার করা কঠিন হয়ে ওঠে যখন সম্পর্কে দন্ধের উৎপত্তি হয়। আর যখন আপনি কিছু বলার সাহস খুঁজে পান, আপনি সহজেই এটি সম্পূর্ণ ভুল উপায়ে বলতে পারেন। আক্ষরিকভাবে, কীভাবে পাপের মোকাবিলা করা যায় সে সম্পর্কে ঈশ্বর আমাদের আরও বেশি নির্দেশনা দিয়েছেন। মণ্ডলীর শৃঙ্খলার বিচারিক ক্ষমতা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের খুব স্পষ্ট হতে হবে। উদ্দেশ্য দ্বি-স্তরীয়। প্রথমত, এটি সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং বহিষ্কারের বিষয়ে খ্রীষ্টের বিধানটি পালন করতে চায়। দ্বিতীয় স্থানে, এটি খ্রীষ্টের বিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য সুরক্ষিত করে মণ্ডলীর সদস্যদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রচার করা। এই উভয় লক্ষ্যই উচ্চতর শেষ পর্যন্ত পরিবেশন করে যা হল যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর পবিত্রতা বজায় রাখা।

যদি এমন সদস্য থাকে যে ভুল করেছে, তবে মণ্ডলীকে প্রথমে একটি সংশোধনের সন্ধান করতে হবে, কিন্তু যদি এটি অসম্ভব প্রমাণিত হয়, মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের সুরক্ষার জন্য মণ্ডলীকে ভুলকাজ করা সদস্যকে বহিষ্কার করতে হবে। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে এটি একটি প্রার্থনাপূর্ণ এবং আধ্যাত্মিক উপায়ে সম্পাদন করতে হবে। যখন আপনাকে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে বলা হয় তখন দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের উচিত ভাই বা বোনকে অকপট মনোভাবে উপদেশ দেওয়া। মথি ৭ অধ্যায়ে পর্বতের উপদেশের সেই অংশে– যীশু আমাদেরকে ভুল উপায়ে বিচার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। তিনি কুটা এবং কড়িকাঠ নীতি সম্পর্কে কথা বলেন। যখন আমাদের নিজের চোখে কড়িকাঠ থাকে তখন আমাদের কুটার তদারককারী হওয়া উচিত নয়। মোটকথা, যীশু চান না যে তাঁর লোকেরা অন্যদের ভণ্ড হিসাবে তিরস্কার করুক।

উপরন্তু সংশোধন একটি মৃদু আত্মা করা উচিত। সমস্যার মোকাবিলা করার সময় কখনই কঠোর হওয়া উচিত নয়। আপনাকে যে সংবাদটি দিতে হবে তা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কঠোর এবং আক্রমণাত্মক স্বরে সেই কথা বলে বিষয়টি আরও খারাপ করা উচিত নয়। যখনই আমরা পাপের মোকাবিলা করি তখন আমাদের নম্র হতে হবে। গালাতীয় ৬:১– "ভ্রাতৃগন, যদি কেহ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই প্রকার ব্যক্তিকে মৃদুতার আত্মায় সুস্থ কর, আপনাকে দেখ, পাছে তুমিও পরিক্ষাতে পড়।" আর ১ তিমথি ৫:১ পদ বলে "তুমি কোন প্রচীনকে তিরস্কার করিও না, কিন্তু তাঁহাকে পিতার ন্যায়...অনুনয় কর।" তাই যখন মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলনের জন্য বলা হয়, তখন আমাদের নিজেদের খেয়াল রাখতে হবে এবং সর্বদা প্রেমে সত্য কথা বলতে হবে– ইফিষীয় ৪:১৫।

পাপের মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা। আমাদের দিন ও যুগে, পাপের মোকাবিলা করা জনপ্রিয় নয়। পাশ্চ্যাত্ত দেশে অনেক লোকের চিন্তাভাবনা খুব উদার। দুঃখের বিষয় যে, মণ্ডলীর শৃঙ্খলা-সংস্কারকৃত বিশ্বাসের একটি গঠনমূলক চিহ্ন– এছাড়াও সমসাময়িক অনেক প্রতিবাদী মণ্ডলীর অনুশীলন হারিয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা মণ্ডলীর শৃঙ্খলার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু চেনাশোনাতে একটি নতুন সচেতনতা প্রত্যক্ষ করছি।

কেন মণ্ডলীর শৃঙ্খলা এত গুরুত্বপূর্ণ যে এটিকে সত্যিকারের গির্জার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবেও দেখা হয়? আমরা ইতিমধ্যেই মথি ১৮ অধ্যায়ে খ্রীষ্টের শাসন দেখেছি। এখন খ্রীষ্টীয় নিন্দার প্রয়োজনীয়তার উপর আরও গভীরভাবে ফোকাস করা যাক। এখানে তিনটি কারণ রয়েছে; একটি ঊর্ধ্বমুখী কারণ, একটি বাহ্যিক কারণ এবং একটি অভ্যন্তরীণ কারণ।

ঊর্ধ্বমুখী কারণ। আমাদের সমস্ত লেনদেনের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরব।

মণ্ডলীর শৃঙ্খলা হল ঈশ্বরের সম্মান রক্ষা করা। ঈশ্বর চান তাঁর লোকেদের পৃথিবীতে ভালো সাক্ষ্য দিক। বিশ্বাসীদের দুর্ব্যবহারের কারণে অবিশ্বাসীদের মধ্যে যখন ঈশ্বরের নাম নিন্দিত করা হয় তখন এটি একটি বড় ট্র্যাজেডি। খ্রীষ্টানরা যারা প্রকাশ্য পাপে অবিচল থাকে তাদের ঈশ্বরের নামে অপবাদ দেওয়ার জন্য শয়তান ব্যবহার করে। আর যারা সুসমাচারকে বিশ্বাস করে না তারা তাদের নিজের পাপের ন্যায্যতা দিতে পারে যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে দেখা করে যারা অন্যায়ের সাথে আপোষ করে। বাইবেল বলে যে ঈশ্বরের রাজ্য এবং বিশ্বের রাজ্যের মধ্যে একটি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ বিভাজন থাকতে হবে। প্রভু তাঁর কন্যাকে মূল্যবান এবং দাগহীন করে দিতে চান–ইফিষীয় ৫:২৭, যেন তাঁর নিজের পবিত্রতার একটি আকর্ষণীয় প্রতিফলন হয়। তাই একটি মণ্ডলী, যে মণ্ডলী নিজ সদস্যদের পাপে বসবাস করার অনুমতি দেয় খ্রীষ্টের বিশুদ্ধতার আলোয় আলোকিত হতে পারে না। যখন আমরা মণ্ডলীর শৃঙ্খলার উপায় ত্যাগ করি, তখন আমরা ঈশ্বরের মহিমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করি। এটা খুবই গুরুতর সমস্যা! অতএব, প্রিয় পালক, প্রাচীন এবং মণ্ডলীর নেতারা, আসুন আমরা প্রকাশিত বাক্য ২ এবং ৩ অধ্যায় এর আন্তরিক সতর্কবাণী ভুলে না যাই। এই অধ্যায়ে উল্লিখিত বেশিরভাগ মণ্ডলীগুলি একসময় প্রাণবন্ত মণ্ডলী ছিল, কিন্তু মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলনে শিথিলতার কারণে তাদের পতন ঘটেছিল।

একটি বাহ্যিক কারণ। ঊর্ধ্বমুখী কারণের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যাকে আমরা বাহ্যিক কারণ বলি। "বাহ্যিক" শব্দ দ্বারা, আমরা খ্রীষ্টের পালের সুরক্ষা বোঝাতে চাই। যদি আমরা মণ্ডলীর মধ্যে তিক্ততার শিকড়কে যাচায় না করি, তাহলে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগবে না। একটি পচা ফল সর্বদা তার কলুষতা ছড়ায়। ঝুড়িতে একটি পচা আপেল শীঘ্রই অন্য একটি আপেলেকে পচনের দিকে নিয়ে যায়। পৌল যেমন যথাযথভাবে বলেছেন, "একটু খামির পুরো পিণ্ডকে খামিরযুক্ত করে।" যখন আমরা প্রকাশ্যে তাদের তিরস্কার করি যারা অনুতাপহীন অবস্থায় চলতে থাকে, এটি মণ্ডলীর অন্য সদস্যদের জন্য একটি সতর্কতা হিসাবে কাজ করে।

প্রাচীনদের শাসন করার প্রেক্ষাপটে, শাস্ত্র বলে, "যারা পাপ করে তাদের সবার সামনে তিরস্কার কর, যাতে অন্যরাও ভয় পায়"– ১ তিমথি ৫:২০। এই ভয়, অবশ্যই পবিত্র ভয়। এই পবিত্র ভয়ের সাথে খ্রীষ্টীয় শুদ্ধিকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটি ভাল উদাহরণ হল পৌল এবং পিতরের ঘটনা; যখন দ্বিতীয় ব্যাক্তি প্রকাশ্যে পরজাতীয় বিশ্বাসীদের থেকে নিজেকে দূরে রাখার তার ভন্ডামীর বা কপটতার জন্য প্রথম ব্যাক্তির মুখোমুখি হয়েছিল। "কিন্তু যখন পিতর আন্তিয়খিয়াতে এসেছিলেন, তখন আমি তাকে মুখের উপর বাধা দিয়েছিলাম, কারণ তিনি দোষী ছিলেন"– গালাতীয় ২:১১। পিতরকে সংশোধন করা হয়েছিল এবং প্রেরিত মণ্ডলী একটি মূল্যবান শিক্ষা পেয়েছিল। পৌল-পিতরের দুর্নীতির আকস্মিক অবসান ঘটিয়েছিলেন।

অভ্যন্তরীণ কারণ। মণ্ডলীতে শাসনের উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে পুনরুদ্ধার করা। জন ক্যালভিন যেমনটি বলেছেন: "তাদের দুষ্টতার জন্য তিরস্কার করা প্রয়োজন যাতে, মণ্ডলীর লাঠির মাধ্যমে, তারা তাদের দোষগুলি সনাক্ত করতে পারে যেগুলিতে তারা টিকে থাকে এবং যখন তাদের সাথে মিষ্টি আচরণ করা হয় তখন তারা শক্ত হয়ে যায়।" মণ্ডলীর শাসনের পিছনে উদ্দেশ্য হল আমাদের ভাইকে জয় করা, পাপীকে পুনরুদ্ধার করা এবং খ্রীষ্টের দিনে তার আত্মাকে রক্ষা করা। অনুতপ্ত হওয়ার জন্য যদি কাউকে লজ্জা বোধ করাতে হয়, তাই হোক। "... যদি কেউ এই পত্রের দ্বারা আমাদের কথা না মানে, তবে সেই লোকটিকে লক্ষ্য কর এবং তার সাথে সহভাগিতা করবে না, যাতে সে লজ্জিত হয়। তবুও তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য করবে না, তবে তাকে ভাই হিসাবে উপদেশ দেবে"– ২ থিষলনিকীয় ৩:১৪-১৫। যদি অপরাধী প্রভুর একটি মেষ হয়, উত্তম মেষপালক তাঁর নিজ প্রিয় পুত্র বা কন্যাকে দলে ফিরিয়ে আনতে তাকে লজ্জিত করবেন। আমাদের উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতির তীব্র বিরোধিতা করে, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর শাসনে ভয় এবং লজ্জার প্রয়োজনীয়তাকে রক্ষা করে। এই ব্যাক্তির কাছে অবশেষে প্রত্যাশিত বিষয় হল যে সেই ব্যাক্তি পুরস্থাপিত হয় মণ্ডলীর সঙ্গে। বিশ্বাসীর লাঠি সর্বদা প্রেমের রড।

এই তিনটি কারণের দিকে তাকালে, আমরা মণ্ডলীর শাসনের এই ভুলে যাওয়া অনুশীলনকে পুনরুজ্জীবিত করা ভাল। এটি জনপ্রিয় কিনা তা বিবেচ্য নয়। যা মূল্যবান তা হল যে এটি বাইবেল ভিত্তিক কি না। সর্বোপরি, প্রভু যীশু মণ্ডলীর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে কীভাবে তাঁর

মণ্ডলীকে আমাদের চেয়ে আরও ভালভাবে উন্নত করতে হয়।

মণ্ডলীর শাসনের পদক্ষেপ। মণ্ডলীর শাসন সর্বদা ব্যক্তিগত উপদেশ বা নীরব ধমকের মাধ্যমে শুরু হয়, ঈশ্বরের পবিত্র আইনের উপযুক্ত আদেশ বা আদেশের প্রয়োগ করে। মণ্ডলীর পদাধিকারীদের উচিত দোষী ব্যক্তিকে গোপনে ধৈর্য ও ধৈর্য সহকারে তাকে অনুতাপ ও স্বীকারোক্তিতে আনার চেষ্টা করার জন্য উপদেশ দেওয়া। এই নীরব উপদেশের মধ্যে আপত্তিকর পক্ষকে প্রভুর ভোজে যোগদান থেকে বিরত রাখার প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাতে মণ্ডলীর কোন অপরাধ না হয়। যদি এই নীরব নিন্দার কোন ফল না হয় এবং অপরাধী অনুতপ্ত থেকে যায়, তাহলে গির্জার শৃঙ্খলার আরও পদক্ষেপগুলি ব্যবহার করা উচিত, নিম্নলিখিত তিনটি সর্বজনিন পদক্ষেপ ব্যবহার করা যেতে পারে; প্রথম, একটি জনসাধারণের উপদেশ; তারপর দ্বিতীয়টি জনসাধারণের উপদেশ; এবং তারপর বহিষ্কার।

প্রথম, জনসাধারণের উপদেশে, শুধুমাত্র প্রকৃত পাপের বিষয়টি এবং অপরাধের গুরুতরতা প্রকাশ্যে মণ্ডলীর কাছে ঘোষণা করা হয় এবং মণ্ডলীকে অপরাধীর জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান জানানো হয়।

দ্বিতীয় ধাপে, অপরাধীর নাম প্রকাশ্যে মণ্ডলীর কাছে ঘোষণা করা হয়, আবার তাদের অনুরোধ করা হয় অপরাধী ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করার জন্য যাতে সেই ব্যাক্তি নিজ পাপ থেকে ফিরে আসে এবং অনুতপ্ত হয়। কিছু মণ্ডলীর আদেশ বলে যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে, ক্লাসিস বা প্রেসবিটারির সাথে পরামর্শ করা উচিত বা পরামর্শ নেওয়া উচিত– অর্থাৎ, একই সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী মণ্ডলীগুলির সঙ্গে পরামর্শ করার বিষয় বলা হচ্ছে। এছাড়াও, শেষ ধাপে যাওয়ার আগে, মণ্ডলীকে অবশ্যই অপরাধীর প্রতিবন্ধকতা, ব্যক্তির বিরুদ্ধে আসন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং মণ্ডলীকে আবারও অপরাধী ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যেতে উপদেশ দিতে হবে যে সে অনুতপ্ত হয়।

তৃতীয় ধাপে, অপরাধীকে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং এটি মণ্ডলীতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা উচিত। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে যখন বহিষ্কার করা উচিত, তখন যে ব্যক্তিকে বহিষ্কার করা হবে তাকে বিধর্মী এবং করদাতা হিসাবে ভাবা উচিত -মথি ১৮:১৭ পদ। যদি শাসন বিশ্বস্তভাবে, প্রভুর নামে পরিচালিত হয়ে, দোষী ব্যক্তিকে বহিষ্কৃত করা হয়, তবে সে ঈশ্বরেররাজ্য এবং স্বয়ং প্রভু থেকে বহিষ্কৃত এবং চিরতরে বহিষ্কৃত হবে, যদি না সেই ব্যক্তি সত্যিকারের অনুশোচনা করে। বহিষ্কার শুধুমাত্র দৃশ্যমান মণ্ডলীর সাথে বন্ধন ভাঙার চেয়ে অনেক বেশি। এটা পরিত্রাণের সাথে সম্পর্কিত। একদিন প্রভু সেই বহিষ্কার অনুসারে বিচার করবেন, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে অনুশীলন এবং প্রয়োগ করা হবে। তাই অভিব্যক্তিটি সত্য যে বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে দলের মধ্যে থেকে একজনের মৃত্যু হওয়া ভাল। গম্ভীরভাবে, প্রভু যীশু বলেছেন; "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, পৃথিবীতে যা কিছু তোমরা বাঁধবে তা স্বর্গে বাঁধা থাকবে: আর পৃথিবীতে যা কিছু খুলে দেবে তা স্বর্গে খুলে দেওয়া হবে"– মথি ১৮:১৮। এই তিনটি ধাপ আমাদের কাছে মণ্ডলীর শাসনের গুরুত্ব প্রকাশ করে।

এখন, এই বক্তৃতায়, আমাদের এখনও মণ্ডলীর শাসনের সম্পর্কে ভাবতে হবে যেমনটি মণ্ডলীর নেতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেন আমরা এটি আলাদাভাবে উল্লেখ করব? কারণ শাস্ত্রে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা মণ্ডলীর কর্মকর্তাদের শাসন সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা দেয়। প্রথম তিমথি ৫:১৯-২১ পদ পড়ুন; "দুজন কি তিনজন সাক্ষির সমর্থন ছাড়া কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা অভিযোগকে গ্রাহ্য কর না। যারা পাপ করে, প্রকাশ্যে তাদের তিরস্কার করো, যেন অন্যেরা সতর্ক হতে পারে। ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশু এবং মনোনীত দূতদের সাক্ষাতে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এসব নির্দেশ নিরপেক্ষভাবে পালন করো, পক্ষপাতিত্বের বশে কোনো কিছুই কোরো না।"

মণ্ডলীর একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, যখন তার বিরুদ্ধে দুই বা তিনজন সাক্ষী দিতে পারে। এটাও আকর্ষণীয় যে পৌল বলেছেন যে যারা পাপ করে থাকে তাদের সবার সামনে তিরস্কার করা উচিত। এর কারণ হল প্রাচীনদের দ্বারা অন্যায় আচরণের খারাপ উদাহরণ ভিতরে এবং সম্ভবত গির্জার বাইরেও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একজন পাপী প্রাচীনকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করতে হবে। এর মানে হল যে অপরাধের প্রকৃতির কিছু বিবৃতি অবশ্যই মণ্ডলীর কাছে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা উচিত। পাপের প্রতিটি বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। মণ্ডলীকে অবশ্যই যথেষ্ট বোঝাতে হবে যে বিষয়টি মণ্ডলীর শৃঙ্খলা

অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট গুরুতর। যাই হোক না কেন, ঈশ্বরের পবিত্র আইনের উপযুক্ত আদেশ উল্লেখ করা উচিত।

আরও, পৌল পক্ষপাত সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এটি একটি আশীর্বাদ যখন সেবকদের, প্রাচীনদের এবং ডিকনদের মধ্যে এক একতা ও ভালবাসার বন্ধন থাকে। কিন্তু একে অপরের কাছাকাছি থাকা পক্ষপাতের এক নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। কখনও কখনও আপনি দেখতে পান যে মণ্ডলীর নেতাদের পাপগুলি তাদের পাশে থাকা সদস্যদের দ্বারা ন্যূনতম বা আবৃত করা হয়। পৌল বলেছেন যে একদিকে, আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে– দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রয়োজন এবং অন্যদিকে, মণ্ডলীর নেতাদের তিরস্কার করার ক্ষেত্রে আপনাকে পরিষ্কার এবং খোলা থাকতে হবে, যেমন আমরা প্রেরিত পিতরের ক্ষেত্রে পৌলের উদাহরণে দেখেছি। বাইবেল কেন বলে যে মণ্ডলীর নেতাদের সাথে সাধারণ সদস্যদের থেকে আলাদাভাবে আচরণ করতে হবে? কারণ তাদের জীবন তিরস্কারের ঊর্ধ্বে (অনিন্দনীয়)। "তাহলে একজন প্রচীনকে অবশ্যই অনিন্দনীয় হতে হবে।" এর মানে হল যে তাদের জীবন এতটাই নির্দোষ হতে হবে যে তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অন্যায়ের কোনো অভিযোগ যথাযথভাবে আনা যাবে না। তাদের জীবন অন্যদের জন্য উদাহরণ হতে হবে যাতে অন্য বিশ্বাসীরা অনুকরণ করতে পারে।

পদাধিকারিদের বিরুদ্ধে মণ্ডলীর শাসন অনুশীলনের বিষয়ে, আমরা মণ্ডলীর আদেশ নিবন্ধগুলি থেকে শিখি– যেমন অনেক সংস্কারকৃত মণ্ডলীতে গৃহীত হয়– যে পদাধিকারিরা যখন গুরুতর পাপ করে, তখন পরামর্শ ছাড়া, প্রাচীন বা ডিকনদের বরখাস্ত বা পদচ্যুত করা যায় না। কিন্তু যে সমস্ত পরিচর্যাকারীরা গুরুতর পাপের অভিযোগে অভিযুক্ত তাদের স্থগিত করা উচিত যতক্ষণ না ক্লাসিস বা প্রেসবিটারী মামলার বিচার না করে।

এখন পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে। একবার মণ্ডলীর শৃঙ্খলা সক্রিয় হয়ে গেলে, প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে, যদি পাপী বা দোষী ব্যাক্তি অনুতাপের লক্ষণ দেখায়, পদাধিকারি এবং মণ্ডলীর সদস্যদের অনুতপ্ত পাপীর জন্য পুনরুদ্ধার এবং নিরাময়ের উপায় খোঁজার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে। পৌল ২ করিন্থীয় ২:৭-৮ পদে বলেছেন, "অতএব তোমরা বরং তাকে ক্ষমাকরিলে ও সান্ত্বনা করিলে ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত মনোদুঃখে তাদৃশ ব্যাক্তি কবলিত হয়। এ কারণ বিনতি করি, তোমরা তাহার প্রতি প্রেম স্থির কর...।"

মণ্ডলীর অনুশাসনের প্রক্রিয়ায়, আগে থেকে কোনো সময়সূচি নির্ধারণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। প্রক্রিয়াটি কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা আমরা অনুমান করতে পারি না। প্রার্থনা সহকারে, আমাদের দোষী বা পাপী কে উপদেশ দেওয়া উচিত যতক্ষণ না পবিত্র আত্মা গভীর, অকৃত্রিম অনুতাপ এবং ব্যক্তির হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন আনেন যা তাকে প্রথমে পাপের দিকে পরিচালিত করেছিল। এটা দেখা একটি মহান আশীর্বাদ যে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুতাপ নিয়ে আসে। যখন দুঃখের প্রকৃত চিহ্ন এবং ক্ষমার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তখন পুনরায় প্রবেশের পথ খুলতে হয়। অনুতপ্ত পাপীকে প্রকাশ্যে স্বীকারোক্তি দেওয়ার মাধ্যমে মণ্ডলীর সহভাগিতাতে পুনরুদ্ধার করতে হবে। হিতোপদেশ ২৮:১৩, "যে আপন অধর্ম সকল ঢাকে, সে কৃতকার্জ্য হইবেনা; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে করুণা পাইবে।"

এমনকি যখন কাউকে বহিষ্কারের মাধ্যমে মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তখন প্রত্যাবর্তনের একটি উপায় রয়েছে। সংস্কারকৃত মণ্ডলীগুলির কেবলমাত্র বহিষ্কারের একটি ঢাঁচা নেই যা সর্বসাধারনের মধ্যে পড়ে দোষী ব্যাক্তিকে বহিষ্কার করবে, তবে তাদের বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের পুনরায় প্রবেশের একটি ঢাঁচা রয়েছে। পুনরায় প্রবেশের ঢাঁচাটি মণ্ডলীর কাছে উচ্চস্বরে পড়ার জন্য এইরকম স্পর্শকাতর শব্দ দিয়ে শুরু হয়; "প্রভুর প্রিয়রা, আপনারা জানেন যে কিছু সময় পুর্বে আমাদের ভাই– তারপর জড়িত ব্যক্তির নাম অনুসরণ করে– যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আমরা এখন আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারি না যে তিনি, উপরে উল্লিখিত প্রতিকারের মাধ্যমে এবং ভাল উপদেশ এবং আপনাদের খ্রীষ্টীয় প্রার্থনার মাধ্যমে, এতদূর এসেছে যে তিনি তার পাপের জন্য লজ্জিত এবং তাকে পুনরায় মণ্ডলীর সহভাগিতায় প্রবেশ করানো হচ্ছে ইত্যাদি।

অবশেষে, আপনি মনে রাখবেন কিভাবে আমরা মথি ১৮-র একটি অংশ দিয়ে এই বক্তৃতাটি শুরু

করেছি। আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে অবিলম্বে এই অধ্যায়ে মণ্ডলীর অনুশাসনের অনুচ্ছেদ অনুসরণ করে, যীশু দৃঢ়ভাবে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেন যারা আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে। যারা আমাদের ক্ষতি করে তাদের অবশ্যই ক্ষমা করতে হবে, এমনকি "সাত গুণ সত্তর বার পর্যন্ত"– মথি ১৮:২২। এছাড়াও যীশু বলেছেন যে আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন যদি আমরা আমাদের ভাইকে হৃদয় থেকে ক্ষমা না করি। মনে করবেন না যে যীশুর এই শিক্ষা মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলনের সাথে বিরোধী। আমরা আমাদের হৃদয়ে ক্ষমার মনোভাব রাখতে পারি এবং একই সাথে মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অনুশীলন করতে পারি, কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের পাপীর অনুতাপের জন্য অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে– মণ্ডলীর ভালোর জন্য, খ্রীষ্টের সম্মানের জন্য এবং ঈশ্বরের বাক্য এটি আদেশ করে।

বন্ধুরা, মণ্ডলীর শৃঙ্খলার কার্যাবলী সম্পর্কে এই ভিডিও পাঠটি দেখার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রভু মণ্ডলীর অনুশাসন ব্যবহারে আশীর্বাদ করুন যার দ্বারা সিয়নের মহিমা দেখা যায়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৮

মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৮

মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

প্রিয় বন্ধুরা, মণ্ডলীর আহ্বান হল ঈশ্বরের আরাধন করা। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মণ্ডলীর উদ্দেশ্য তাঁকে আরাধনা করা। ঈশ্বর তাঁর গৌরবের প্রশংসার জন্য জীবনযাপন করতে তাঁর লোকেদের নির্ধারিত করেছেন– ইফিষীয় ১:১২। মণ্ডলীর আরাধনা করা নিজেই প্রভুর উল্লেখ করে মণ্ডলীর প্রধান উদ্দেশ্য পূরণ করে।

ঈশ্বরের আরাধনা একটি ঈশতত্ত্বের বিষয়। প্রভু যীশু শমরীয় নারীকে কী উত্তর দিয়েছিলেন তা মনে করুন; "ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে তাঁহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করতে হইবে" যোহন ৪:২৪। ইব্রিয়ের লেখক প্রভুর আরাধনা সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি প্রত্যেক বিশ্বাসীর আহ্বান, আর সামগ্রিকভাবে মণ্ডলীরও। তিনি বলেছেন যে আমাদেরকে "ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রতিজনক (গ্রহণযোগ্য) আরাধনা করিতে পারি। কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ" ইব্রীয় ১২:৮-২৯। এখানে বিশেষণ "গ্রহণযোগ্য/প্রীতিজনক" ইঙ্গিত করে যে এমন উপাসনার অভিব্যক্তি রয়েছে যা ঈশ্বর গ্রহণ করবেন না। ঈশ্বরের বর্ণনা এরূপে দেওয়া হয়েছে যে তিনি "এক গ্রাসকারী অগ্নি"; এটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে যে আমরা কখনই তাঁর কাছে অযত্নে, চিন্তাহীনভাবে বা হালকাভাবে যাওয়া উচিত নয়। যদি স্বর্গের পাপহীন স্বর্গদূতেরা ঈশ্বরের মহিমান্বিত পবিত্রতার সামনে তাদের মাথা নত করে এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র বাহিনীগণের সদাপ্রভু" তাহলে আমাদের মতো মানুষ যারা কেবল মাত্র ধুলো এবং ছাই এর তুল্য– আমাদের আর কতটা ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং অধ্যাদেশ "শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরীয় ভয়ের সাথে" তাঁর আরাধনা করা উচিত? এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটি মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যমগুলির জন্য এক্লেসিওলজির আমাদের অধ্যয়নে সময় নেওয়ার জন্য যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত।

এখানে মণ্ডলীর মধ্যে আমরা অন্যান্য লোকেদের মধ্যে বসে আছি। আমরা এখানে বসে আছি কেন? কেন আমরা একত্র হই, বিশেষ করে প্রভুর দিনে? এটি কি ঐতিহ্যের বাইরে? নাকি আমাদের অহং চরিতার্থ করতে? আমরা শুধুমাত্র কিছু পেতে মণ্ডলীতে আসি না, কিন্তু অনুগ্রহের মাধ্যমে, ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য আসি। রাজা দায়ুদ জানতেন যে এটি মণ্ডলীর সেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। দায়ুদ বলেছেন যে তিনি আনন্দ ও প্রশংসার কণ্ঠে জনতার সাথে ঈশ্বরের ঘরে গিয়েছিলেন– গীতসংহিতা ৪২:৪। এটি ছিল তাঁর জন্য একটি সত্যিকারের উৎসবের দিন যখন তিনি প্রভুর প্রশংসা করতে ঈশ্বরের গৃহ যেতে পারতেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের বিষয়ের উপর ধ্যান করতে পারেন এবং নিজেকে ভুলে যেতে পারেন। দায়ুদ শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য তাঁবুতে (ঈশ্বরের আক্ষরিক সানিদ্ধে) আসেননি, বরং ঈশ্বরকে স্মরণ করার জন্যও আসেন, আর যদি তাকে কোনোভাবে বাধা দেওয়া হয় তবে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। মণ্ডলীর আরাধনা ঈশ্বরের সম্মান এবং গৌরব কে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা যখন ঈশ্বরের পবিত্র বাক্যের চারপাশে একত্রিত হই, আমরা ব্যবস্থা ও সুসমাচারের বার্তা শুনতে পাই এবং ঈশ্বরের আত্মা কীভাবে তাঁর লোকেদের হৃদয়ে কাজ করে তা দেখি। আমরা ঈশ্বরের পবিত্র নামে প্রার্থনা করি এবং তাঁর সামনে আমাদের সমস্ত চাহিদা প্রকাশ করি। আমরা গীতসংহিতা এবং আধ্যাত্মিক গান গাই যা অনুতাপ এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের কথা বলে। এই সব জিনিস ভাল এবং মণ্ডলীর জীবনে অপরিহার্য, কিন্তু প্রভুর উপাসনা তার চেয়েও বেশি জরুরী!

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা ও স্তুতি করার জন্য। আদমের মধ্যে আমাদের পতনের কারণে, আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরকে সম্মান করতে পারি না। আমরা সবাই ঈশ্বরের মহিমা থেকে দূরে আছি। স্বভাবতই, আমরা সবাই ঈশ্বরের সামনে অপরাধী। ঠিক ইস্রায়েলের লোকদের মতই,

আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করতে ভুলে যাই এবং আমরা সব ধরণের মূর্তি পূজা করি। সংস্কারক অবলম্বী, জন ক্যালভিন বলেছিলেন যে মানুষের হৃদয় হচ্ছে মূর্তির একটি কারখানা। হায়, কেউ ঈশ্বরের প্রশংসা ও সম্ভ্রম করতে পারে না, যদি না ঈশ্বর প্রথমে তাঁর পবিত্র আত্মার কাজ দ্বারা তাদের হৃদয়কে পুনর্নবীকরণ করেন।

একই সময়ে, আমরা এই সত্যটির আড়ালে নিজেদের লুকাতে পারি না যে আমরা আর ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের এমন এক আশীর্বাদপূর্ণ উপায়ে সৃষ্টি করেছেন যে আমরা তাঁর মহিমা ও প্রশংসা করতে পারি। এটা আমাদের দোষ যে আমরা আর তা করতে পারি না যা ঈশ্বর দাবি করেন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন এবং অপরাধবোধ করছেন? ঈশ্বর সম্মান ও গৌরব প্রাপ্য এবং আমরা তাঁকে সেই সম্মান ও গৌরব দিতে পারি না যা তাঁর প্রাপ্য। পবিত্র আত্মার কাজ আমাদের প্রয়োজন। আত্মায় এবং সত্যে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য আমাদের ভিতরে একটি নতুন হৃদয় এবং একটি নতুন আত্মা প্রয়োজন। আমরা কিভাবে ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারি? প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজ ছাড়া আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সম্মান ও গৌরব দিতে পারি? কারণ শুধুমাত্র যীশু, আমাদের মহান মহাযাজক, তিনিই আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারেন।

এই বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ প্রত্যেক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর প্রয়োজন। এটি সমস্ত কিছুকে রুপান্তরিত করবে, কিন্তু মণ্ডলীর সাপ্তাহিক সমাবেশের জায়গাটি নয়, তা মন্দির হোক, নদীর ধারে হোক বা একটি ভাড়া করা বক্তৃতা হল হোক না কেন। পার্থিব মিলনস্থল নগণ্য। এটাই ছিল সেই সত্য যা যীশু শমরীয় মহিলাকে শিখিয়েছিলেন, যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি। আরাধনার চাবিকাঠি হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস। যদিও আরাধনা ঈশ্বরকেন্দ্রিক, তবে এটি একটি সচেতনতার সাথে পরিপূর্ণ যে একমাত্র উপায় যারা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি তা হল তাঁর দ্বারা গৃহীত হয়ে এবং তাঁর সাথে সহভাগিতা উপভোগ কেবল মাত্র একমাত্র মধ্যস্থতাকারী প্রভু যীশু খ্রীষ্টর দ্বারাই সম্ভব– ১ তিমথি ২:৫।

আদি বিশ্বাসীদের দ্বারা গৃহীত আরাধনার ধরণটি নতুন নিয়মের সময়কালের সমস্ত মণ্ডলী জুড়ে ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল। প্রথম মনপরিবর্তনকারী ব্যক্তিরা চারটি বিষয়ে নিজেদের নিবেদিত করেছিল; "তারা প্রেরিতদের শিক্ষায়, সহভাগিতায়, প্রার্থনায় এবং রুটি ভাঙ্গাই নিবিষ্ট ছিলেন"– প্রেরিত ২:৪২। এই চারটি জিনিসকে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। আরাধনার এই মূল উপাদানগুলিকে প্রায়ই "অনুগ্রহের উপায়" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে যখন তাঁর লোকেদের ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও প্রচারের মাধ্যমে, বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সহভাগিতা করে। আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে এবং ঈশ্বরের লোকেদের উন্নতি করার জন্য অনুগ্রহের এই উপায়গুলি ব্যবহার করেন।

এর অর্থ কী, এই ধারণা– "অনুগ্রহের মাধ্যম" বলতে কী বোঝায়? এটা কী নির্দেশ করে? "মাধ্যম" সাধারণভাবে, এমন জিনিস বা ঘটনা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা ঈশ্বর মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের জন্য ব্যবহার করেন। অনুগ্রহের মাধ্যমগুলি আরও নির্দিষ্টভাবে সেই জিনিসগুলি বা পরিস্থিতি যার দ্বারা পবিত্র আত্মা একজন পাপীর হৃদয়ে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রয়োগ করেন। এছাড়াও আমরা যাকে বলি "অনুগ্রহের নিয়মিত উপায়"। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে আমাদের এই উপায়গুলিকে উপদেশের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হবে। নীতিগতভাবে, প্রভু এই সাধারণ উপায়ে কাজ করবেন। যখন আমরা এই উপায়গুলি প্রার্থনা সহকারে এবং বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবহার করি, তখন প্রভু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এতে তাঁর অপরিহার্য আশীর্বাদ যুক্ত করবেন। অনুগ্রহের সাধারণ উপায়ের উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে একটি বিশ্বাসী পরিবারে বাইবেল ভিত্তিক লালন-পালন, একটি খ্রীষ্টীয় শিক্ষা-দিক্ষা, বাইবেল অধ্যয়ন, আমাদের চারপাশে ঈশ্বর-ভয়শীল খ্রিস্টানদের উদাহরণ।

অনুগ্রহের নিয়মিত উপায় সম্পর্কে বাইবেলের কিছু উল্লেখ করা যাক। "একসঙ্গে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দাও এবং একে অপরকে উৎসাহিত কর"– ১ থিষলনীকীয় ৫:১১। "অবিরত প্রার্থনা কর"– ১ থিষলনীকীয় ৫:১৭। "যখন তোমরা উপবাস কর"– মথি ৬:১৬। "তারা" – বেরিয়ার বিশ্বাসীরা – "শাস্ত্র অন্বেষণ করিত"– প্রেরিত ১৭:১১। "তখন যাহারা প্রভুকে ভয় করিত, তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিল ..."– মালাখি ৩:১৬।

এখানে, আমরা মণ্ডলীর পরিচর্যার জন্য উপহারগুলিও যোগ করতে পারেন– প্রভুর কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা; প্রেম এবং একতার সঙ্গে সহভাগিতা করা; পালকীয় কাজ, সুসমাচার প্রচার কাজ, ইত্যাদি।

অনুগ্রহের এই সমস্ত উপায়গুলির কথা চিন্তা করে, আমাদেরকে খ্রীষ্টের দেহের সদস্য হওয়ার আশ্চর্যজনক সুযোগ– মন্ডলীকে উপলব্ধি করা উচিত। একই সময়ে, আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে অনুগ্রহের এই সমস্ত উপায়গুলি মণ্ডলীর সহভাগিতাগুলির মধ্যে এবং বাইরে নয়। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে মণ্ডলী থেকে নিজেদের আলাদা করে এমন পদক্ষেপের তিক্ত পরিণতি ভোগ করতে হবে। কারণ এর ফলে, তারা নিজেদেরকে বেশিরভাগ নিয়মিত উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে যা পবিত্র আত্মা তাঁর লোকেদের জন্য আশীর্বাদ আনয়ন করতে ব্যবহার করেন।

অনুগ্রহের নিয়মিত উপায় ছাড়াও, আমরা "অনুগ্রহের সাধারণ উপায়" সম্পর্কে কথা বলি। শব্দের এই সংকীর্ণ অর্থে, আমরা অনুগ্রহের সাধারণ উপায়গুলিকে খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই অধ্যাদেশগুলি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করি যেগুলিকে মণ্ডলীর পদাধিকারীদের দ্বারা পাপীদের হৃদয়ে বিশ্বাস মজবুত করার জন্য পরিচালিত হবে।

আমরা অনুগ্রহের দুটি সাধারণ উপায় চিনতে পারি। প্রথমটি, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার; দ্বিতীয়টি, ধর্মানুষ্ঠানের পরিচালনা। কিছু ঈশতাত্ত্বিক ব্যাক্তিরা বলেন অনুগ্রহের তিনটি সাধারণ উপায় উল্লেখ করেন। তারা মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থার ব্যবহারিক প্রয়োগও এর মধ্যে সামিল করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমরা অনুগ্রহের দুটি সাধারণ উপায়কে আলাদা করি; বাক্য এবং অধ্যাদেশ। প্রভু সার্বভৌমভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করেছেন এবং মণ্ডলীর সমাবেশে এই উপায়গুলি ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অনুগ্রহের উপায়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা করা যায়। পবিত্র আত্মার কাজ এবং অনুগ্রহের উপায়গুলির মধ্যে সম্পর্ক ক্রমাগত বিতর্কিত এবং অব্যাহত রয়েছে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিতে, মণ্ডলী নিজেই অনুগ্রহের প্রাথমিক উপায়। মণ্ডলী এমনভাবে উপায়গুলি পরিচালনা করতে সক্ষম যে অনুগ্রহ উপায়গুলির পরিচালনার দ্বারা প্রয়োগ করা হয়। অন্য কথায়, উপায় নিজেই কাজ করে। ল্যাটিন অভিব্যক্তি হল "এক্স ওপেরো ওপেরাতো" যার অর্থ "সম্পাদিত কাজ থেকে।" এই অনুগ্রহ বিশেষ করে অধ্যাদেশের সঙ্গে যুক্ত। এর জন্য এক বড় আপত্তি হল যে পবিত্র আত্মা এতে জড়িত নয় এবং সেই অনুগ্রহ মানুষের কার্যকলাপের সাথে আবদ্ধ, আর তাই এটি আর সার্বভৌম নয়।

লুথেরান দৃষ্টিভঙ্গিতে, আপনি ঈশ্বরের বাক্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা দেখতে পাবেন, আর এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বাক্য ছাড়া ধর্মানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এটি মার্টিন লুথারের নিজের শিক্ষা অনুসারে। পরবর্তীতে, লুথেরান শিক্ষার প্রবণতা ছিল অধ্যাদেশের কনস্যাবসটেনসিয়েসেন নীতির উপর, "ইন (মধ্যে), আন্ডার (অধীনে/নিচে) এবং উইথ (সঙ্গে)" এবং সেই সঙ্গে বাক্যের প্রচার যুক্ত ছিল। অনুগ্রহ যেমন ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে, অধীনে এবং এর সাথে প্রয়োগ করা হয়, তেমনি অনুগ্রহ প্রচারের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকে। আবেদন নিজেই প্রচার সঙ্গে আসে। লুথেরান মতবাদে এটা শেখানো হয় যে ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র আত্মার রূপান্তরকারী শক্তি ধারণ করে। আমাদের এই দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সমালোচনামূলক প্রশ্নও রয়েছে, কারণ এটি বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ আহ্বানের মধ্যে প্রয়োজনীয় পার্থক্য হারিয়ে ফেলে। একটি তথাকথিত বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। এটি রোমিশ এবং লুথেরান দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি অত্যধিক প্রতিক্রিয়া। এখানে, পরিত্রাণ মূলক অনুগ্রহ– প্রতিষ্ঠিত উপায় থেকে আলাদা করা হয়েছে। পরিত্রাণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের পরিবর্তে মানুষের অভিজ্ঞতা, মন এবং ইচ্ছার চারিপাশে কেন্দ্রীত। এখানে বিপদ হচ্ছে যে ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের পরিবর্তে "অভ্যন্তরীণ আলো" বা "সত্যের আত্মা" ছাড়া উপায়গুলি হয়ে ওঠে শূন্য, এমনকি অর্থহীন।

অন্যরা পবিত্র আত্মার অতিপ্রাকৃত কাজের উপর নির্ভরতা থেকে দূরে সরে যেতে পারে, এই ভেবে যে মানুষের মধ্যে দেবত্বের স্ফুলিঙ্গ রয়েছে। প্রচার এবং ধর্মানুষ্ঠান শুধুমাত্র ঐশ্বরিকতার স্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল করে।

এখানে আমাদের আর্মিনিজমের কথাও উল্লেখ করতে হবে। আর্মিনিয়ানের দৃষ্টিতে, মানুষের বিশ্বাস করার ইচ্ছার স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। অনুগ্রহের উপায়– বিশেষ করে সুসমাচার প্রচার– ইচ্ছার উপর একটি

শক্তিশালী প্ররোচনা অনুশীলন করে। সেটি একটি অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে এবং তারা অনুতাপ এবং বিশ্বাস করার নির্ণয় নিতে ইচ্ছাকে সাহায্য করে। অনুগ্রহের মাধ্যম হিসাবে কাজ করার চেয়ে ধর্মানুষ্ঠানগুলিকে খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের স্মারক এবং প্রতীক হিসাবে বেশি দেখা হয়।

সংস্কারকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে, পরিত্রানের অনুগ্রহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের আত্মার সার্বভৌমত্ব কেন্দ্রে রয়েছে। যারা উপায় ব্যবহার করে তাদের সকলের জন্য অনুগ্রহ পরিত্রানের জন্য প্রয়োগ করা হয় না। উপায় নিজেয় পরিত্রাণ করে না। খ্রীষ্টের স্বয়ং এবং প্রেরিতদের পরিচর্যা দেখায় যে অনেকেই অনুগ্রহ না পেয়ে অনুগ্রহের উপায়ের অধীনে এসেছিল। তাদের অন্তর অবিশ্বাসে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে পবিত্র আত্মার "সাধারণ" এবং "বিশেষ" কাজের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।

পবিত্র আত্মার সাধারণ কাজের সাথে, আমরা সৃষ্টির সংরক্ষণ, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, ইত্যাদিতে আত্মার কাজকে বোঝায়। "তুমি নিজ আত্মা পাঠালে, তাদের সৃষ্টি হয়; আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক"– গীতসংহিতা ১০৪:৩০। তাঁর সাধারণ কাজের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা বিবেক গঠন করতে পারেন, ঐতিহাসিক বিশ্বাস কাজ করে, এমনকি ঈশ্বরের লোকেদের সুখের ছাপ এমনভাবে কাজ করতে পারে যা পরিত্রাণের দিকে পরিচালিত করে না।

পবিত্র আত্মা অনুগ্রহের উপায়গুলিকে একটি বিশেষ উপায়ে ব্যবহার করেন যা হল পাপীদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে আসার জন্য। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বাস এবং রূপান্তর কাজ করার জন্য শুধুমাত্র বাক্যই যথেষ্ট নয়, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাক্য ছাড়া আত্মা কাজ করবেন না। পরিত্রানের কাজের প্রয়োগে, দুটি একসাথে কাজ করে, আত্মা বাক্যকে নিজ উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেন। আত্মা বাক্যের প্রচারকে শ্রোতাদের হৃদয়ে কার্যকর করে তোলেন। পবিত্র আত্মার বিশেষ, পরিত্রানের, কাজটি হল যেটির মাধ্যমে "আমরা খ্রীষ্টের অংশীদার এবং তাঁর সমস্ত সুবিধার অংশীদার হয়েছি"– হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ৬৫। বেলজিক স্বীকারোক্তি শুরু হয়, অনুচ্ছেদে ২২ দিয়ে, সেটি এইরূপে বলে "আমরা বিশ্বাস করি যে, এই মহান রহস্যের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য, পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে একটি ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাস জাগিয়ে তোলেন, যা যীশু খ্রীষ্টকে তাঁর সমস্ত যোগ্যতার সাথে আলিঙ্গন করে, আর তাঁকে ছাড়া আর কিছু চায় না।" পবিত্র আত্মার অপরিহার্য কাজের মাধ্যমে, সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিতে যা দেওয়া হয় তা ঈশ্বরের কার্যকরী অনুগ্রহে প্রয়োগ করা হয়।

আত্মা শুধুমাত্র অনুগ্রহের মাধ্যমে শুরুতে বিশ্বাসের কাজ করে না, তবে এই তৈরি বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে চলেছে। অতএব, আত্মা একই প্রচারিত বাক্য এবং ধর্মানুষ্ঠান ব্যবহার করে। ঈশ্বরের বাক্য অনুগ্রহের একটি অপরিহার্য মাধ্যম, সেখানেই ধর্মানুষ্ঠানগুলি পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য নয়। ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে, সেখানেই ধর্মানুষ্ঠানগুলি বিশ্বাস নিশ্চিত এবং শক্তিশালী করে। বাক্য বিশ্বাসের জন্য একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করে; ধর্মানুষ্ঠানগুলি, বাক্যের সাথে যুক্ত হয়ে বিশ্বাসের মঙ্গলের কামনার জন্য কাজ করে।

ঈশ্বরের বাক্য প্রচার। অনুগ্রহের উপায়ে, প্রধানত প্রচারের উপর। প্রচার বলতে আমরা ঈশ্বরের বাণীর ঘোষণাকে বুঝি। পৌল উপদেশ দেন; "বাক্য প্রচার কর; সময় অসময়ে কার্জে অনুরক্ত হও, সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা ও শিক্ষাদানপুর্বক অনুযোগ কর, ভর্তসনা কর চেতনা দেও"– ২ তিমথি ৪:২। প্রচার করা উচিত "ঈশ্বরের সমস্ত পরামর্শ/পরিকল্পনা" জানানোর জন্য। তাই, প্রচারকদের ঈশ্বরের প্রকাশিত সমস্ত সত্যকে আবৃত করার চেষ্টা করতে হবে। বাইবেলের প্রচারে দুটি উপাদান রয়েছে; ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ।

মণ্ডলীতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রচার হল মণ্ডলীর কাছে ঈশ্বরের বাণীর প্রামাণিক ঘোষণা। এটি কেবল একটি অজানা মানুষের কাছে একটি সুসমাচারমূলক বার্তা নয়। এটি মণ্ডলীর লোকেদের মাঝখানে ঈশ্বরের বাক্য, ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের দুটি অংশের উদ্বোধন।

শাস্ত্র প্রচারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়, এমনকি প্রথম স্থান। খ্রীষ্ট প্রচার করতে গিয়েছিলেন ধর্মধামে। তিনি তাঁর শিষ্যদেরও প্রচারের জন্য পাঠান। প্রেরিত পুস্তকে, পঞ্চশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা ঢেলে দেওয়ার মুহূর্ত থেকে প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। এটি দেখায় যে ঈশ্বর নিজে প্রচারকে একটি বিশেষ

গুরুত্বের স্থান দিয়েছেন, শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত যুগের মন্ডলীর জন্য। প্রচারের মাধ্যমে খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাদের কাছে আসেন; "আর তাঁহার মানে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্ত্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে"– লূক ২৪:৪৭। প্রচারকদের মুর্খতা দ্বারা ঈশ্বর পাপীদের রক্ষা করতে সন্তুষ্ট হন। প্রভু বাক্যের বীজ দ্বারা পুনর্জীবিত করেন এবং প্রভু তাঁর লোকেদের বাক্যের প্রচারের মাধ্যমে খাওয়ান; "নবজাত শিশুর মতো, বাক্যের আন্তরিক দুধ কামনা কর, যাতে তোমরা তার দ্বারা বেড়ে উঠতে পার"– ১ পিতর ২:২।

দ্যা ইয়েস্তমিনিস্তার ল্যারজার ক্যাতাকিজম প্রশ্নোত্তর #১৫৫, এই সত্য নির্দেশনা দেয়; "কীভাবে বাক্য পরিত্রাণের জন্য কার্যকর হয়? ঈশ্বরের আত্মা পাঠ করেন কিন্তু বিশেষ করে বাক্যের প্রচার, আলোকিত করার, দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং পাপীদের নম্র করার একটি কার্যকরী উপায়; তাদের নিজেদের থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার এবং খ্রীষ্টের কাছে তাদের টেনে তোলার জন্য; তাদের তাঁর প্রতিরূপের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং তাদের তাঁর ইচ্ছার অধীন করা; প্রলোভন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের শক্তিশালী করার জন্য; তাদের অনুগ্রহে গড়ে তোলা এবং পরিত্রাণের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পবিত্রতা ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদের হৃদয়কে প্রতিষ্ঠা করা।"

হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম প্রশ্ন ও উত্তর #৬৫-এ অনুগ্রহের মাধ্যমে আত্মার কাজ ব্যাখ্যা করে; "তখন থেকে একমাত্র বিশ্বাসই আমাদের খ্রীষ্ট এবং তাঁর সমস্ত সুবিধার অংশীদার করে, এই বিশ্বাস কোথা থেকে আসে? পবিত্র আত্মা থেকে, যিনি সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাসের কাজ করেন এবং ধর্মানুষ্ঠান ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করেন।"

আমাকে টমাস গুডউইনের একটি সুন্দর উদ্ধৃতিও শেয়ার করতে দিন; "ঈশ্বর তাঁর নির্বাচিতদের মধ্যে এবং তাঁর সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য বাক্যের প্রচারকে বেছে নিয়েছেন, কারণ এটি অন্য সকলের চেয়ে দুর্বলতম উপায় এবং তাই তাঁর শক্তি আরও বেশি হবে যেন এর দ্বারা তাঁর নিজের মহিমা প্রকাশ পায়।" কথাটা কতটা সত্যি! এটি ২ করিন্থীয় ৪:৭ পদে প্রেরিত পৌলের প্রচারের চিন্তাধারার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ; "কিন্তুএই ধন মৃন্ময় পাত্রে করিয়া আমরা ধারণ করিতেছি, যেন পরাক্রমের উৎকর্ষ ঈশ্বরের হয়, আমাদের হইতে নয়।"

আমরা ইতিমধ্যেই বাক্য এবং আত্মার মধ্যের সম্পর্ক সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছি। আসুন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করি। যদিও লুথ্যারান এবং রিফর্মড উভয়ই শিক্ষা দেয় যে পরিত্রাণ বাক্য এবং আত্মার দ্বারা আসে, তবুও আত্মা এবং বাক্যের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে একটি পার্থক্য রয়েছে। আমাদের সংস্কারকৃত স্বীকারোক্তির দৃষ্টিভঙ্গি দুটি অব্যয় দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে; আত্মা বাক্য *দ্বারা* এবং বাক্যের *সাথে* কাজ করে। "বাক্য দ্বারা" অভিব্যক্তিটি আত্মা এবং বাক্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর জোর দেয়। আমরা বাক্যকে আত্মা থেকে আলাদা করতে পারি না, যেমনটি মিস্তিসিসম এ করা হয়। পবিত্র আত্মা বাক্য ব্যাতিরেকে কাজ করেন না, কিন্তু একটি উপকরণ হিসাবে বাক্য ব্যবহার করেন। একই সময়ে আত্মা "বাক্যের সাথে" কাজ করেন। এখানে আত্মার সার্বভৌমত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আত্মার সার্বভৌমত্ব বলতে আমরা কী বুঝি? আত্মা বাক্যের সীমানায় নিজেকে আটকে রাখতে দেয় না। পবিত্র আত্মা তাঁর বাক্যের ব্যবহারে সার্বভৌম– তিনি যখন ইচ্ছে তখন বাক্যকে পরিত্রানের জন্য কার্যকর করেন। সংস্কারপন্থীরা জোর দেয় যে পবিত্র আত্মা বাক্য দ্বারা এবং বাক্যের সাথে কাজ করে।

বাক্যের প্রচারের পাশাপাশি, ঈশ্বর মণ্ডলীর জন্য অনুগ্রহের উপায় হিসাবে ধর্মানুষ্ঠানগুলি দিয়েছেন। বাইবেলে "ধর্মানুষ্ঠান (স্যাক্র্যামেন্ট)" শব্দটি পাওয়া যায় না। এটি ল্যাটিন শব্দ "স্যাক্রামেন্টাম" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একটি মামলায় দুই পক্ষের জমাকৃত অর্থের সমষ্টি। আদালতের সিদ্ধান্তের পরে, বিজয়ীর অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং পরাজিতের অর্থ দেবতাদের উৎসর্গ হিসাবে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় ব্যবহারে শব্দটির রূপান্তর সম্ভবত শব্দটির সামরিক ব্যবহারে পাওয়া যায়। স্যাক্র্যামেন্টাম ছিল একজন সৈনিকের গৌরবময় শপথ যখন সে তার সেনাপতির আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ল্যাটিন ভালগেট বাইবেলের "রহস্য (মিসট্রি)" এর জন্য গ্রীক শব্দের অনুবাদের মাধ্যমেও সেক্র্যামেন্ট শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। স্যাক্রামেন্টগুলিকে আনুগত্য এবং রহস্যের উভয় অঙ্গীকার হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।

লুথার এবং ক্যালভিনের মতো প্রাথমিক সংস্কারকরা তাদের চিহ্ন এবং মুদ্রাঙ্ক (সীল) হিসাবে বর্ণনা

করতে পছন্দ করেছিলেন। একটি "চিহ্ন" একটি অদৃশ্য বাস্তবতার একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনা। বিভিন্ন বাইবেলের চিহ্ন পুরুষদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির সম্পর্কের সাথে যুক্ত– জীবনের বৃক্ষ, মেঘধনু, বালি এবং নক্ষত্র, লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে যাওয়া, অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদি। কিন্তু পবিত্র চিহ্নগুলি ভিন্ন কারণে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তারা খ্রীষ্টের মধ্যে ঈশ্বরের রক্ষা করার অনুগ্রহের স্থায়ী লক্ষণ এবং প্রচারিত সুসমাচারের দৃষ্টান্ত হিসাবে পরিবেশন করার জন্য মণ্ডলীকে দেওয়া হয়।

একটি "সীল" একটি গম্ভীর প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে কর্তৃপক্ষের একটি দৃশ্যমান চিহ্ন। চুক্তির প্রতিশ্রুতি এবং অনুগ্রহের সুসমাচার নিশ্চিত করার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা স্যাক্র্যামেন্টাল সীলগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্র্যামেন্টের সীলগুলির কর্তৃত্ব রয়েছে কারণ সেগুলি খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর নিজ মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলি সেই সমস্ত সত্যকে নিশ্চিত করে যা ঈশ্বর খ্রীষ্টে তাঁর করুণাময় চুক্তির আশীর্বাদের মানুষদের প্রতিশ্রুতি দেন। স্যাক্রামেন্টগুলি কাউকে সীল (মুদ্রাঙ্কিত) দেয় না যে সে একজন বিশ্বাসী, কিন্তু সেগুলি তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করেছেন, যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে।

বেলজিক কনফেশন অফ ফেইথ, ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে, "আমাদের দুর্বলতা এবং অযোগ্যতার দায় নেওয়ার জন্য আমাদেরকে ধর্মানুষ্ঠানগুলি দেওয়া হয়।" এটি বলার পরে, নিবন্ধটি অব্যাহত থাকে এবং ধর্মানুষ্ঠানের ত্রিগুণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে; "আমাদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি সীলমোহর করা;" আমাদের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এবং অনুগ্রহের অঙ্গীকার হতে হবে।" – একটি অঙ্গীকার হচ্ছে যা আসছে তা যাচাই করার এক নিশ্চিত চিহ্ন স্বরূপ; আর তৃতীয়টি হল "আমাদের বিশ্বাসকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করা।"

এটি কি আশীর্বাদের যে ঈশ্বর আমাদের এই ধর্মানুষ্ঠানগুলি দিয়েছেন। এগুলি খ্রীষ্টের পরিত্রানের কাজের সুসমাচারকে আরও স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য দৃষ্টান্তমূলক সাহায্য করে। অতএব, আমরা ধর্মানুষ্ঠানকে সুসমাচারের একটি সচিত্র ঘোষণা বলতে পারি। তারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের– দৃষ্টি, স্পর্শ এবং স্বাদ-কে প্রতীকী উপাদান এবং কর্ম, খ্রীষ্টের মৃত্যুর ঘটনা, তাঁর রক্তের মাধ্যমে পাপ ধুয়ে ফেলা এবং আমাদের বিশ্বাসের পুষ্টির মাধ্যমে চিত্রিত করে এবং প্রদর্শন করে।

একটি ধর্মানুষ্ঠানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে; "একটি ধর্মানুষ্ঠান হল খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র অধ্যাদেশ, যাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নগুলির দ্বারা, খ্রীষ্টে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং অনুগ্রহের চুক্তির সুবিধাগুলিকে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, সীলমোহরযুক্ত, এবং বিশ্বাসীদের জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং এগুলি, তাদের বিশ্বাস এবং আনুগত্য প্রকাশ করে"– অর্থাৎ, আনুগত্য– "ঈশ্বরের প্রতি"।

আর হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম, প্রশ্ন ও উত্তর # ৬৬-তে, ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যমূলক কাজ বলে শুরু হয়; "ধর্মানুষ্ঠানগুলি পবিত্র দৃশ্যমান চিহ্ন এবং সীলমোহর, এই লক্ষ্যে ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত করা হয়েছে, যাতে এটি ব্যবহার করে তিনি আরও সম্পূর্ণরূপে ঘোষণা করতে পারেন এবং আমাদের কাছে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি সীলমোহর করেন, অর্থাৎ, তিনি ক্রুশের উপর সম্পন্ন করা খ্রীষ্টের সেই একটি বলিদানের জন্য আমাদেরকে অবাধে পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন প্রদান করেন।"

রোমের মণ্ডলী বিশ্বাস করে আমাদের সাতটি ধর্মানুষ্ঠান রয়েছে; বাপ্তিষ্ম, নিশ্চিতকরণ, ভর, তপস্যা, চরম মিলন বা শেষ আচার, পবিত্র আয়োজন এবং বিবাহ। আপনি বলতে পারেন যে জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের জন্য, রোমান ক্যাথলিক চার্চে উপলব্ধ একটি ধর্মানুষ্ঠান রয়েছে। তাদের মতবাদে, পরিত্রাণের জন্য ধর্মানুষ্ঠানগুলি একেবারে নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সংস্কারকৃত অবস্থান শিক্ষা দেয় যে এগুলি পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। বাইবেলে এমন কোন রেফারেন্স নেই যা আমাদের শিক্ষা দেয় যে পরিত্রাণের জন্য ধর্মানুষ্ঠানগুলি প্রয়োজনীয়। শুধুমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একটি সত্যিকারের রক্ষাকারী বিশ্বাসই একজন পাপীকে ঈশ্বরের সাথে মিলিত করে। ধর্মানুষ্ঠানের ব্যবহার আমাদের রক্ষা করে না। শুধুমাত্র পবিত্র আত্মার পুনর্জন্মের কাজ এবং খ্রীষ্টের সাথে মিলন, আমাদের পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন দেয়। তদ্ব্যতীত, আমরা বেলজিক স্বীকারোক্তির ৩৩ অনুচ্ছেদ দিয়ে বলি, "আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান প্রবর্তন করেছেন তাতে আমরা সন্তুষ্ট।" শুধুমাত্র বাপ্তিষ্ম এবং প্রভুর ভোজ প্রভুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা মথি ২৮:১৯ পদে বাপ্তিস্মের স্থাপনা খুঁজে পাই: “অতএব তোমরা যাও এবং সমুদয় জাতিকে শিক্ষা দাও ... পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।” প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠানটি লূক ২২:১৯ পদে রয়েছে “আমার স্মরণার্থে ইহা করিও।”

ধর্মানুষ্ঠানগুলির কাজ. ধর্মানুষ্ঠানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। রোম শেখায় যে স্যাক্র্যামেন্ট নিজেই পরিত্রাণ মূলক অনুগ্রহ প্রদান করে। এর অর্থ এই যে, যারা ধর্মানুষ্ঠানের বাহ্যিক বিষয় গ্রহণ করে তারাও অভ্যন্তরীণ বিষয় গ্রহণ করে। লুথ্যারান শিক্ষা বলে যে অনুগ্রহ স্যাক্রামেন্টের মধ্যে এবং নীচে এবং এর সাথে রয়েছে, আর বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীরা একইভাবে পবিত্রতা গ্রহণ করতে পারে।

সংস্কারকৃত অবস্থান ভিন্ন। চিহ্ন এবং নির্দেশিত জিনিসের মধ্যে সংযোগ প্রতীকী এবং আধ্যাত্মিক। উপাদান এবং খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তের মধ্যে একটি প্রতীকী সংযোগ রয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি এবং ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি গম্ভীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। প্রশাসন এবং ধর্মানুষ্ঠানের অংশগ্রহণ এবং তাদের দ্বারা নির্দেশিত অনুগ্রহের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সংযোগও রয়েছে। শক্তিশালী করার অনুগ্রহ পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রয়োগ করা হয় এবং শুধুমাত্র বিশ্বাস দ্বারা প্রাপ্ত হয়। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর হৃদয়ে কাজ করার জন্য ধর্মানুষ্ঠান তৈরি করে। ধর্মানুষ্ঠানগুলি ঐশ্বরিকভাবে বাক্যের সাথে আবদ্ধ হয়; আত্মা ধর্মানুষ্ঠান ব্যাতিরেকে বাক্য ব্যবহার করেন কিন্তু তিনি বাক্য ব্যাতিরেকে ধর্মানুষ্ঠান ব্যবহার করেন না। আর ধর্মানুষ্ঠানের আশীর্বাদ পেতে বিশ্বাসের হাত এবং বিশ্বাসের মুখের প্রয়োজন।

প্রভু আমাদের পবিত্র আত্মার দ্বারা কাজ করার মাধ্যমে, অনুগ্রহের উপায় রূপ, তাঁর আরাধনা করার অনুগ্রহ প্রদান করুন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ৯

খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মাঅনুষ্ঠান

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ৯

খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে আছে কেন আমরা মণ্ডলীতত্ত্ব অধ্যয়ন করি? ঈশ্বরের এবং মণ্ডলীর কারণে– এটি ঈশ্বরের মন্ডলী! মণ্ডলীর অধ্যয়ন হল যীশুর সাথে আমাদের সম্পর্ক, আর এটি আমাদের পরিত্রাণ সম্পর্কে। মণ্ডলী হল খ্রীষ্টের দেহ, খ্রীষ্টের দ্বারা নির্ধারিত, তাঁর মূল্যবান রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে, যা খ্রীষ্টের আত্মার মাধ্যমে মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। তিনি তাঁর লোকেদের রক্ষা করেন এবং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাদের অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যান। আমরা আগের বক্তৃতায় দেখেছি, ঈশ্বর অনুগ্রহের উপায়গুলি ব্যবহার করেন পাপীদের অনুতাপের দিকে আনতে এবং তাদেরকে খ্রীষ্ট ও তাঁর সমস্ত সুবিধার সাথে একত্রিত করতে। অতএব, ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে তাঁর পবিত্র বাক্য এবং পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান ব্যবহার করার জন্য দিয়েছেন। এই বক্তৃতায়, আমরা খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠানটি অধ্যয়ন করতে চাই।

খ্রীষ্ট নিজেই বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা মথি ২৮:১৯-২০ পদে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পড়ি; "অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাঁহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" এই শব্দগুলো পবিত্র ত্রিত্বের প্রমাণ দেয়, কারণ যীশু বলেননি, "অনেক নামে বাপ্তিষ্ম দাও", কিন্তু "নামে"– একবচন। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে পবিত্র ঐক্য রয়েছে। এই বাপ্তিস্মের সূত্র অনুসারে সত্যিকারের বাপ্তিষ্ম নিতে হবে। যখন বলা হয় যে প্রেরিতরা যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন, তখন এটি একটি চিহ্ন যা যীশুর শিক্ষাকে নির্দেশ করে এবং খ্রীষ্টের এই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে পিতা ও পুত্র এবং পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তিষ্ম। সুতরাং, প্রেরিতরা যখন খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন, এর অর্থ এই নয় যে তারা ত্রিত্ব ঈশ্বরের নামে বাপ্তিষ্ম নেননি। প্রাথমিক সূত্র থেকে, আমরা আরও জানি যে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী একই সূত্র ব্যবহার করেছিল যেটি আমরা আজ ব্যবহার করি।

বাপ্তিস্মে ত্রিত্ব ঈশ্বর গম্ভীরভাবে তাঁর চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিগুলি মুদ্রাঙ্কিত করেন। তিনি প্রতিজ্ঞার শপথ করেন, "যিহোভার সত্য চিরকাল স্থায়ী হবে, তাঁর চুক্তির বন্ধন তিনি ছিন্ন করবেন না।" জন ক্যালভিন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করতে হবে; "পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার ভালো কারণ রয়েছে, কারণ বাপ্তিস্মের কার্যকারিতা অন্য কোনো উপায় নেই। যখন আমরা পিতার অদম্য করুণার সাথে শুরু করি তখন থেকে অভিজ্ঞ হই, যিনি আমাদের একমাত্র পুত্রের দ্বারা নিজের সাথে মিলিত করেন; এরপর, খ্রীষ্ট তাঁর মৃত্যুর বলি নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং দৈর্ঘ্যে, পবিত্র আত্মাও একইভাবে যোগ করা হয়েছে, যার দ্বারা তিনি আমাদের ধৌত করেন এবং পুনরুত্থিত করেন এবং সংক্ষেপে, আমাদেরকে তাঁর উপকারের অংশীদার করে তোলেন।"

ত্রিত্বের তিনজন ব্যক্তি বাপ্তিস্মে তাদের সংরক্ষণের কাজ দেখায় এবং তাদের প্রত্যেকে সীলমোহর দেয় যে তাঁরা পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করবেন। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা– ত্রিত্ব-তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ঈশ্বর ব্যাতিরেকে কোন পরিত্রাণ নেই। যখন আমরা তাদের নাম ডাকি–পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা–আমরা তাদের উপর নির্ভর করি, তাদের সকলের উপর। আর আমরা তাদের সম্মানিত করি এবং আমরা বলি যে বাপ্তিস্মের এই কাজটি তাদের দ্বারা এবং তাদের জন্য।

গ্রীক ভাষায়, "নামে" একটি শক্তিশালী অভিব্যক্তি। এর অর্থ কেবল ঈশ্বরের দ্বারা আদেশিত নয়, বরং ত্রিত্ব ঈশ্বরের নামের সাথে মিলিত হওয়া। এই অভিব্যাক্তি "এর মধ্যে" এই অর্থও বহন করে। এটি ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের মধ্যে স্থানান্তরকে মনোনীত করে। এইভাবে, "নামে" এই অভিব্যাক্তি প্রকাশ করে যে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীর জন্য যা বাঞ্ছা করেন এবং তিনি তাদের নিজের সাথে যোগাযোগের মধ্যে আনতে চান, আর তাদের সম্পূর্ণ

পরিত্রাণের ঈশ্বর হতে চান। আপনি কি বাপ্তিস্মের সূত্রের গভীরতা এবং ঐশ্বর্য দেখতে পাচ্ছেন? এটি একটি নতুন জন্মের পথে, পবিত্র আত্মা এবং খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা এবং স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে কথা বলে।

ত্রিত্ব ঈশ্বরের নামে বাপ্তিস্মের সম্পাদন তাঁর চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতির ঐশ্বরিক সীলমোহর। এটি ঠিক এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ নথির নীচে তার নাম লেখেন, এটি একটি চিহ্ন হিসাবে কাজ করে যে তিনি এই বিষয়বস্তুর নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। ত্রিত্ব ঈশ্বর তাঁর বাক্য এবং প্রতিশ্রুতির অধীনে তাঁর নাম রাখেন, নিশ্চয়তা দেন যে তিনি তাঁর বাক্যে যা বলেছেন তা সত্য। সুতরাং ধর্মানুষ্ঠান হল ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির একটি সীলমোহর। চিরন্তন চুক্তি স্থায়ী রয়েছে; প্রকৃত বিশ্বাসীরা এতে সান্ত্বনা পায় যে তাদের ঈশ্বরের সাথে অনুগ্রহের একটি চিরন্তন চুক্তি রয়েছে এবং তারা বিশ্বাসের সাথে বলতে পারে, "হ্যাঁ, তিনি আমার সহিত এক চিরস্থায়ী নিয়ম করিয়াছেন"– ২ শমূয়েল ২৩:৫।

বাপ্তিস্ম দৃশ্যমান মণ্ডলীর জন্যও একটি আশীর্বাদ। বাপ্তিস্মের সম্পাদনে, ঈশ্বর দৃশ্যমান মণ্ডলী এবং তার বীজের সাথে তার চুক্তি স্থাপন করেন এবং সেখান থেকে তাঁর নির্বাচিতদের একত্রিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাঁর ত্রিত্ব নাম দিয়ে এর নিচে লিখেন এবং এই সমস্ত বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এখানে আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের জন্য একটি বড় সান্ত্বনা রয়েছে। ঈশ্বর শপথ করেন যে সুসমাচারে তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলি নিশ্চিত এবং সত্য, যীশু খ্রীষ্ট পাপীদের রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। প্রভু চান যে আমরা প্রার্থনা করে তাঁর প্রতিশ্রুতির উত্তর দিই, "এখন হে সদাপ্রভু ঈশ্বর, তুমি আপন দাসের ও তাঁহার কূলের বিষয়ে যে বাক্য বলিয়াছ, তাহা চিরকালের জন্য স্থির কর"– ২ শমূয়েল ৭:২৫।

উপসংহারে, আমরা বাপ্তিস্মের প্রতিষ্ঠানে তিনটি প্রধান বিষয় দেখতে পাই। প্রথমটি, বাপ্তিস্ম হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মণ্ডলীর সাথে ত্রিত্ব ঈশ্বর– যে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন তা দেখানোর জন্য মণ্ডলীর জন্য খ্রীষ্টের অধ্যাদেশ। দ্বিতীয় স্থানে, ত্রিত্ব ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট কখনই একে অপরের বিচ্ছিন্ন বা বিরোধী হতে পারেন না। তৃতীয় স্থানে, বাপ্তিস্মের ত্রিত্ববাদী বার্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল ত্রিত্ববাদী পরিচর্যার আহ্বান এবং যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে তাদের শিক্ষা দেওয়া যে এই ত্রিত্ব ঈশ্বর কে এবং তিনি কী বলেন এবং করেন।

বাপ্তিস্মের প্রাচীনতম পদ্ধতি হল নিমজ্জিত করা। এটি বাপ্তিস্ম পরিচালনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে ছিটানো পদ্ধতি কম তাৎপর্যপূর্ণ। বাপ্তিস্মের চিহ্ন হল জল। আর জলের অর্থ হলো বিশুদ্ধকরণের ধারণা। জল যেমন শরীরের ময়লা ধুয়ে দেয়, তেমনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের সমস্ত পাপ থেকে পরিষ্কার করে - ১ যোহন ১:৭। যীশু বাপ্তিস্মের কোন এক নির্দিষ্ট পদ্ধতির নির্দেশ করেননি, আর বাইবেল কখনই কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির উপর জোর দেয় না। যীশু বাপ্তিস্মের জন্য যে শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন তার অর্থ কেবল "নিমজ্জিত করা" নয়, তবে এর অর্থ "ধোয়া দ্বারা শুদ্ধ করাও" হতে পারে। এটা সম্ভব এবং এমনকি নিশ্চিত যে বাইবেলে উল্লিখিত বাপ্তিস্মের কিছু ঘটনা নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্মের ঘটনা ছিল। কিন্তু আদিকাল থেকে, ছিটিয়ে ও ঢেলে বাপ্তিস্ম দেওয়ারও প্রথা ছিল। এটা সম্ভব নয় যে পেন্টেকস্টের দিনে তিন হাজার মনপরিবর্তন করা মানুষ নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। আদি মণ্ডলীর ইতিহাস থেকে, আমরা আরও জানি যে নিমজ্জন দ্বারা বাপ্তিস্ম এবং ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম উভয়ই অনুশীলন করা হয়েছিল। এমনকি পুরাতন নিয়মের দিনগুলিতে, আনুষ্ঠানিক শুদ্ধিকরণের জন্য (জল) ছেটানো হত। আর ভাববাদী যিহিস্কেল ছিটিয়ে আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণের কথা বলেছেন। আমাদের সংস্কারকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাস করি যে শুধুমাত্র নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্মের জন্য বাইবেলের কোনো দাবি নেই। ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম দেওয়ার পদ্ধতি একটি বাইবেল ভিত্তিক এবং আইনসম্মত পদ্ধতি।

এখন আমরা নতুন নিয়ম থেকে বাপ্তিস্মের কিছু উদাহরণে মনস্থির করতে চাই। আসুন প্রেরিত পুস্তকটি দেখি। সেখান থেকে আমরা কী শিক্ষা নেব? পেন্টেকোস্টের দিনে, হাজার হাজার মানুষ অনুতাপ করে এসেছিল এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছিল। আর যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল তারা "মন্ডলীতে যুক্ত" হয়েছিল– প্রেরিত ২:৪৭; আর মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়ার অর্থ এও যে "এই অপ্রস্তুত প্রজন্মের" অন্তর্ভুক্ত নয়– প্রেরিত ২:৪০। এখানে আমরা দেখতে পাই যে বাপ্তিস্ম হল মণ্ডলীর সদস্যতার একটি চিহ্ন।

প্রেরিত ২ অধ্যায়ে, আমরা আরও দেখতে পাই যে বাপ্তিস্ম অনুতাপ বা মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়নি। তারা "পাপের ক্ষমার জন্য যীশু খ্রীষ্টের নামে" বাপ্তিস্ম নিয়েছিল– প্রেরিত ২:৩৮। বাপ্তিস্ম হল যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশনের উপর ভিত্তি করে; যেমন তাঁর সমাপ্ত কাজে প্রদর্শিত হয়েছে এবং অন্য কোন কিছুর ভিত্তিতে কোন

ব্যক্তিকে বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয় না। বাপ্তিষ্ম পাপের ক্ষমাকে বোঝায় এবং ক্ষমার প্রতিশ্রুতিতে সীলমোহর দেয়, আর সেইজন্য, ব্যাপটিজম ক্ষমা পাওয়ার উপায় হিসাবে বিশ্বাস এবং অনুতাপের আহ্বান জানায়।

বাপ্তিষ্ম পবিত্র আত্মার দানের সাথে সম্পর্কিত। পেন্টেকস্টের দিনে খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমন যোহনের সেই বার্তার একটি নিশ্চিতকরণ যে খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিষ্ম দেবেন। প্রেরিত ৮ অধ্যায়ে, আমরা ইথিওপীয় নপুংসককে ফিলিপের বাপ্তিষ্ম দেওয়ার সুপরিচিত ঘটনা খুঁজে পাই। নপুংসক যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করার পরে তাকে বাপ্তিষ্ম দেওয়া হয়েছিল। ফিলিপ হৃদয়ের বিচার করেননি, কিন্তু তার কথা মেনে নিয়ে তাকে বাপ্তিষ্ম দিয়েছিলেন। এটি আবারও নিশ্চিত করে যে বাপ্তিষ্ম গ্রহণকারী ব্যক্তির বিশ্বাসের চিহ্ন নয়, কিন্তু সুসমাচার প্রচারের একটি নিশ্চিতকরণ। নপুংসকের বাপ্তিষ্ম ফিলিপের দ্বারা তার কাছে প্রচারিত ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছিল।

প্রেরিতের পুস্তকে আমরা পরিবারের বাপ্তিষ্মের কথাও পড়ি। সেনাপতি কর্নেলিয় তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন সকলে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন– প্রেরিত অধ্যায় ১০। পৌলের কথা শুনে লুদিয়ার হৃদয় উন্মুক্ত হয়েছিল এবং সে এবং তার পরিবার বাপ্তিষ্ম নিয়েছিন– প্রেরিত ১৬:১৪-১৫। ফিলিপীয় কারারক্ষক বিশ্বাস করেছিল এবং সে এবং তার পরিবারের সকলে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিল। করিন্থের ধর্ম্মধামে প্রধান শাসক ক্রিসপাস, তাঁর সমস্ত গৃহসহ প্রভুকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন এবং সকলেই বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন।

প্রেরিত ১৮:৮ পদে মনে রাখবেন যে নতুন নিয়ম দেখায় যে বিশ্বাসীরা এবং তাদের পরিবারের লোকেরা বাপ্তিষ্ম নিয়েছে। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর আব্রাহামকে তাঁর তাঁবুতে থাকা সমস্ত পুরুষদের ছিন্নত্বক করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে আমরা আবার পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মধ্যে ঐক্য দেখতে পাই। পুরাতন নিয়মে, আব্রাহামের তাঁবুর অন্তর্গত সমস্ত পুরুষদের ছিন্নত্বক করাতে হয়েছিল এবং নতুন নিয়মে, যারা একজন বিশ্বাসীর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাদের সকলকে বাপ্তিষ্ম নিতে হয়েছিল। আমরা এই বিষয়ে পরে আসব যখন আমরা বাপ্তিষ্ম এবং ঈশ্বরের চুক্তির সম্বন্ধে কথা বলবো।

অধিকন্তু, নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে বাপ্তিষ্ম পরিত্রাণ শুধুমাত্র খ্রীষ্টে এর প্রমাণ দেয়। রোমীয় ৬:৩-৪ বলে; "অথবা তোমরা কি যান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিষ্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নতুনতায় চলি।" এছাড়াও গালাতীয় ৩:২৬-২৯ বলে; "কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ; কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইহিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ। যিহুদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক।" আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী।""

গালাতীয়দের মধ্যে, পৌল আইন– সর্বস্য দ্বারা বিরোধিতা করেন যা পরিত্রাণ পাওয়ার শর্ত হিসাবে ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। তাঁর মূল যুক্তি হল যে "একজন মানুষ ব্যবস্থার কাজ দ্বারা ধার্মিক নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক হয়।" ক্রুশে খ্রীষ্টের কাজ ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করে, ঈশ্বরের ক্রোধের অভিশাপ দূর করে এবং পরিত্রাণের পথ খুলে দেয়।

পৌল বলেছেন যে বাপ্তিষ্ম "খ্রীষ্টে" এবং "খ্রীষ্টকে পরিধান করার" সম্বন্ধীয়। বাপ্তিষ্ম শুধুমাত্র মানুষের দিক থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করার আরেকটি উপায় নয়, কিন্তু আমাদেরকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সমাপ্ত কাজের দিকে পরিচালিত করে। প্রকৃতপক্ষে, নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা অব্রাহামের মতো একইভাবে পরিত্রাণ লাভ করে– বিশ্বাসের দ্বারা। কারণ আমরা কাজ দ্বারা নয়, বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাই৷ যখন বিশ্বাসের দ্বারা একজন ব্যক্তি বাপ্তিষ্মের বার্তা বুঝতে পারে এবং এই খ্রীষ্টকে আলিঙ্গন করে, তখন সমস্ত আইনবাদ চূর্ণ হয়ে যায় এবং যা অবশিষ্ট থাকে তা হল খ্রীষ্টে ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপাসনা।

নতুন নিয়ম আমাদের মণ্ডলীর একতার সাথে বাপ্তিষ্মের সংযোগ শেখায়। যখন বিশ্বাসের দ্বারা একজন ব্যক্তি বাপ্তিষ্মের বার্তা গ্রহণ করে, তখন খ্রীষ্টের দ্বারা সংরক্ষিত অন্যদের সাথে সমস্ত পার্থক্য দূর হয়ে যায়। আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে যে আমদের গর্ভেধারণ এবং জন্মগ্রহণ পাপে হয়েছে এবং তাই আমরা ক্রোধের

সন্তান। শুধুমাত্র স্বাধীন এবং সার্বভৌম অনুগ্রহের দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাই, কাজ দ্বারা নয়, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা। আমরা সকলেই একই আত্মার কাজের প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে আছি, যিনি আমাদেরকে খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত করেন এবং তাঁর সমস্ত সুবিধার অংশীদার করে তোলেন।

যখন প্রেরিত পৌল করিন্থীয়দের কাছে লেখেন, পক্ষপাতের কারণে তাদের তিরস্কার করেন, তখন তিনি তাদের বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠানের দিকে নির্দেশ করেন; "ফলত আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি। ১ করিন্থিয় ১২:১৩। একতার জন্য এই আহ্বান পবিত্রতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। উদাহরণ স্বরূপ, রোমীয় ৬:৩-৪, অনুগ্রহের সুসমাচারের একটি অ্যান্টিনোমিয়ান অপব্যবহারের প্রসঙ্গে সেট করা হয়েছে। পৌল বাপ্তিস্মের যুক্তি ব্যবহার করে দেখান যে এটি কীভাবে খ্রীষ্টের সাথে মিলন প্রকাশ করে, যা জীবনের নতুনত্বের ফলে হতে পারে না। বাপ্তিস্মে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ অনুগ্রহ আনুগত্যের মাধ্যমে পাওয়া যায় না কিন্তু অবাধ্যতার মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। পৌল এটাও বিশ্বাসীদের সজাগ থাকার জন্য এবং উদ্দীপিত করার জন্য ব্যবহার করেন। পত্রগুলি বিশেষত খ্রীষ্টের পরিত্রাণের মুক্তির ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং সেই পরিত্রাণের ব্যক্তিগত প্রয়োগের মধ্যে বাপ্তিস্মকে স্থান দেয়। একটি সাক্ষ্য এবং সেই পরিত্রাণের সীলমোহর হিসাবে, বাপ্তিস্ম হল খ্রীষ্টে বিশ্বাস, মণ্ডলীর একতা এবং এর সদস্যদের পবিত্রতার আহ্বান এবং প্রেরণা। বিপরীত দিকটি হল বাপ্তিস্মের দ্বারা নির্দেশিত এমন একটি মহান পরিত্রাণকে উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা।

বাপ্তিস্ম হচ্ছে চুক্তির চিহ্ন এবং সীলমোহর। আমরা এখন অনুগ্রহের চুক্তির একটি চিহ্ন এবং সীলমোহর হিসাবে খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে আলোচনা করব। ঈশ্বরের চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে অব্রাহাম এবং তাঁর বংশের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর জন্য ঈশ্বর যে চিহ্ন দিয়েছিলেন তা হল ছিন্নত্বক্। প্রভু ঘোষণা করলেন; "আমিই সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর।" ঈশ্বরের চুক্তির এটি হচ্ছে মূল বিষয়। শাস্ত্রের বাকি অংশ জুড়ে, ঈশ্বর তাঁর চুক্তির লোকদেরকে "আমার লোক/প্রজা" বলে সম্বোধন করেছেন। ইস্রায়েল ছিল তার চুক্তির লোক/প্রজা। সেই চুক্তির বন্ধনটির মধ্যে রয়েছে যে তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন এই প্রতিশ্রুতি, তাদের জীবনের উপর তাঁর দাবি আছে, তাদেরকে তাঁর জন্য এবং ঈশ্বর মুখি হয়ে জীবনযাপন করতে হবে, সেইসাথে যদি এক সতর্কতা যা ইস্রায়েল জাতির অবাধ্যতার সঙ্গে জড়িত।

যদিও নতুন নিয়মে খ্রীষ্টের প্রকাশ পুরাতন নিয়মের থেকেও স্পষ্ট, তবুও তাঁর অনুগ্রহের পরিত্রাণ উভয় ক্ষেত্রেই একই। ঈশ্বর উভয় নিয়মে অনুগ্রহের একটি চুক্তি বজায় রেখেছেন। লোকেদের তাঁর সাথে একটি চুক্তির সম্পর্কের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য, তিনি তাদের সমস্ত যুগে তাঁর মণ্ডলীর গির্জার সদস্য করে তোলেন। পুরাতন নিয়মের অনুশাসনের যুগে চুক্তির চিহ্নটি ছিল পুরুষ মানুষদের ত্বকচ্ছেদ্ /ছিন্নত্বক্। আদিপুস্তক ১৫ তে, ঈশ্বর আব্রাহামের সাথে নিজের চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। আব্রাম বেশ কয়েকটি প্রাণীকে অর্ধেক করে কেটে অর্ধেকগুলির মধ্যে একটি পথ তৈরি করেছিলেন। সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পাখিদের সেই প্রাণীদের টুকরোগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখলেন, তারপর তার উপর গভীর ঘুম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তারপর তিনি ঈশ্বরের কথা শুনতে পেলেন এবং তিনি একটি "ধূমযুক্ত চুলা ও অগ্নিময় উল্কা ঐ টুকরোগুলির মধ্যে দিয়ে চলিয়া" যেতে দেখেলেন। একটি চুক্তি নিশ্চিত করার এই প্রাচীন পদ্ধতিটি ছিল আত্ম– অপরাধের শপথ। চুক্তি প্রণেতারা বলতেন, "আমি যদি আমার চুক্তির অংশ না রাখি তবে আমাকে এই পশুদের মতো হত্যা করা হোক।" এই ক্ষেত্রে, ঈশ্বর একাই তাঁর নিজের চুক্তির বাক্যের প্রতি নিজ বিশ্বস্ততা দেখিয়ে টুকরোগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটেছিলেন। এটি আরও দেখায় যে ঈশ্বর এবং ঈশ্বর একাই নিজেকে আব্রাহাম এবং তার বংশধরদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ করেছেন।

ঈশ্বর প্রথমে পিতৃপুরুষদের সাথে এবং পরে ইস্রায়েলের লোকদের সাথে তাঁর চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। আদিপুস্তক ১৭ অধ্যায়ে, ঈশ্বর আব্রাহাম এবং তাঁর বংশকে তাঁর চুক্তির একটি স্থায়ী চিহ্ন দিয়েছেন– ছিন্নত্বক্। এই চিহ্নটি চামড়ার একটি টুকরো কেটে ফেলার কারণে রক্তপাতের সাথে জড়িত ছিল। ঈশ্বর ইস্রায়েল এবং তাদের সন্তানদের সঙ্গে চুক্তিটি সীলমোহর করতে চেয়েছিলেন. জন্মের অষ্টম দিনে, সমস্ত পুরুষ শিশুর ছিন্নত্বক্ করাতে হত। চুক্তির প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল শিশুদের ছিন্নত্বক্ করার কারণ। তারপর শিশুরা ইস্রায়েলের মণ্ডলীর অংশ হতো।

আমরা যোয়েল ২:১৬ পদে এটি স্পষ্টভাবে পাই: "প্রজা লোকদিগকে একত্র কর, পবিত্র সমাজ নিরূপণ কর, প্রচীনগণকে আহ্বান কর, বালকবালিকাদিগকে ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে একত্র কর।" শিশুরা ঈশ্বরের চুক্তিতে অনুধাবন করেছিল এবং এইভাবে তারা চুক্তির চিহ্ন পেয়েছে। একইভাবে নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের সন্তানদের

বলতে হবে.যেহেতু তারা খ্রীষ্টীয় পিতামাতার কাছে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা ঈশ্বরের চুক্তিতে অনুধাবন করেছে এবং তাই তাদের অবশ্যই বাপ্তিষ্ম নিতে হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক বিশ্বাসীদের বাপ্তিষ্মের বৈধতা সম্পর্কে একটি সাধারণ মান্যতা অথবা বিশ্বাস রয়েছে, তবে তাদের সন্তানদের বাপ্তিষ্ম দেওয়ার বৈধতাকে সম্বন্ধে এমন কোন মতৈক্য নেই। ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর ক্ষেত্রে বাচ্চারা বাপ্তিষ্মের অধিকারী এমত তারা অস্বীকার করে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে বিশ্বাসী পিতামাতার সমস্ত সন্তানের বাপ্তিষ্মের জন্য একটি শাস্ত্রীয় ভিত্তি রয়েছে। এটা সত্য যে, যে– সন্তানরা বাপ্তিষ্ম নিয়েছে তারা এখনও বিশ্বাস করতে পারে না। যাইহোক, এটি তাদের বাপ্তিষ্ম নেওয়ার জন্য কোন বাধা সৃষ্টি করে না, কারণ ইহুদিদের সন্তানদের ছিন্নত্বক্ করা হয়েছিল যখন তারাও বিশ্বাস করতে পারেনি। আমাদের সন্তানরা একই ভিত্তিতে বাপ্তিষ্ম নেয়, যথা, ঈশ্বরের চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতির কারণে।

ছিন্নত্বক্ ছিল একটি ছোট অস্ত্রপাচার। এটি ছিল মাংসের একটি চিহ্ন। এইভাবে ইস্রায়েল ছিল একটি চিহ্নিত জাতি, ঈশ্বরের মালিকানাধীন একটি জাতি। একইভাবে, বাপ্তিষ্ম আমাদের চিহ্নিত করে। কথাটা সত্যি যে, এই চিহ্ন কখনো কেড়ে নেওয়া যায় না। এমনকি নরকের শিখাও বাপ্তিষ্মের জলকে কখনও মুছে ফেলতে পারে না। দৃশ্যমান মণ্ডলীর শিশুরা তাদের কপালে ঈশ্বরের চিহ্ন বহন করে। ছিন্নত্বক্ ইস্রায়েল সম্পর্কে যা বলে তা হল; "এই লোকেদের পৃথক করা হয়েছে।" ছিন্নত্বক্ করার মাধ্যমে, ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের সাথে একটি বিশেষ সম্পর্কের যুক্ত হয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু উভয়ই যারা বাপ্তিষ্ম নিয়েছে তাদের জন্যও এটি প্রযোজ্য। আমাদের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত এবং বিশ্বাস ও অনুশোচনার যোগ্য ফল উৎপন্ন করা উচিত। ছিন্নত্বক্ হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হিসাবে বলা হয়। আহ্বান ছিল হৃদয়ের ছিন্নৎক্ করা। রোমীয় ২:২৯ পদে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে; "কিন্তু আন্তরিক যে যিহুদী সেই যিহূদী এবং হৃদয়ের যে ত্বকছেদ যাহা অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বকছেদ, তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়।" বাপ্তিষ্ম শুধুমাত্র একটি চিহ্ন নয় কিন্তু চুক্তির একটি সীলমোহর।

প্রেরিত পৌল বলেছেন, রোমীয় ৪ অধ্যায়ে, আব্রাহাম খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন, এমনকি তার ছিন্নতবক্ হওয়ার পুর্বেই এবং তাই, তিনি ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক গণিত হলেন। এর পরে, তিনি বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকতার সীলমোহর হিসাবে ছিন্নত্বক্ হলেন। ছিন্নত্বক্ আব্রাহামের কাছে এই সত্যের সিলমোহর দিয়েছিল যে তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছিলেন। এটা তাঁর হৃদয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সীলমোহর। সীলমোহরটি চুক্তি এবং ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে স্থির করা হয়েছিল। ঈশ্বরের দিক থেকে দেখলে, এটি অপ্রয়োজনীয় ছিল, যেহেতু তিনি নিজেই সত্য। কিন্তু প্রভু এটা করেছিলেন আব্রাহামের জন্য, তার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য।

বাপ্তিষ্ম, ছিন্নত্বক্ করার মতোই, ঈশ্বরের চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতির সত্যকে সীলমোহর করে। বাপ্তাইজিত ব্যক্তিকে সন্দেহ করার প্রয়োজন নেই যে ঈশ্বর আন্তরিক কিনা যখন তিনি তাকে বলেন, "কারণ প্রতিশ্রুতিগুলি তোমার জন্য।" ঈশ্বরের লোকেরা একই নিশ্চিতকরণ গ্রহণ করে যা আব্রাহাম পেয়েছিলেন– তারা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হন। ছিন্নত্বক্ অষ্টম দিনে যীশু খ্রীষ্টের ছিন্নত্বকে পরিপূর্ণ হয়। খ্রীষ্ট আব্রাহামের বংশ হিসাবে ছিন্নত্বক্ হয়েছিলেন। তিনি নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের চুক্তির আমাদের পক্ষ নিতে এবং তা পূরণ করতে এসেছিলেন। তিনি সমস্ত ধার্মিকতা পূর্ণ করেছেন। খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মেষশাবক হিসাবে ছিন্নত্বক্ হয়েছিলেন। তিনি একজন পাপীর চিহ্ন বহন করেছিলেন যার পাপ মুছে ফেলতে হয়েছিল কারণ তিনি সেই পাপ বহন করেছিলেন। ছিন্নত্বকের ছুরির রক্তপাতের সূচনা ছিল ক্রুশে যা পূর্ণ হয়েছে। কাটা চামড়ার ছোট্ট টুকরোটি তার "জীবিতদের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন" হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছিল– যিশাইয় ৫৩:৮। খ্রীষ্টকে পাপীদের পরিত্রাতা হিসাবে ছিন্নত্বক্ করা হয়েছিল। তাঁর ছিন্নত্বক্ করার দিন, তিনি তাঁর নাম পেয়েছিলেন; যীশু– "যিহোবা রক্ষা করেন"। তাঁর মধ্যে অপরাধবোধ থেকে শুচি এবং হৃদয়ের ছিন্নত্বক্ রয়েছে, যেন আমরা বিশ্বাসে তাঁর নাম যীশু – ত্রাণকর্তা বলতে পারি!

কলসীয় ২:১১-১২ স্পষ্টভাবে এই অনুমানে এগিয়ে যায় যে বাপ্তিষ্ম ছিন্নত্বকের স্থান নিয়েছে। এটা বোঝায় যে ইস্রায়েলের লোকেদের জন্য পুরাতন নিয়মের চুক্তির সমস্ত আশীর্বাদ এবং বাধ্যবাধকতা এখন নতুন নিয়মের মণ্ডলীর উপরেও এসেছে। সংস্কারবাদ মণ্ডলীগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে যে বাপ্তিষ্ম ছিন্নত্বক্কে প্রতিস্থাপন করেছে। বেলজিক স্বীকারোক্তি, নিবন্ধ ৩৪, দেখায় কিভাবে খ্রীষ্ট বাপ্তিষ্ম এবং ছিন্নত্বক্ হওয়া কে যুক্ত করেন: "আমরা বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি যে যীশু খ্রীষ্ট, যিনি ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি, তিনি তাঁর রক্তপাতের মাধ্যমে, অন্য সমস্ত

রক্তপাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন যা মানুষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা পরিতৃপ্তি হিসাবে করতে পারে বা করতে পারতো; আর তিনি, ছিন্নত্বক্ বিলুপ্ত করেছেন, যা রক্ত দিয়ে করা হয়েছিল, তার পরিবর্তে বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন।... তাছাড়া, ইহুদিদের কাছে ছিন্নত্বক্ যে অর্থ বহন করে; সেটিই বাপ্তিস্মও আমাদের সন্তানদের জন্য করে। আর এই কারণেই পৌল বাপ্তিস্মকে খ্রীষ্টের ছিন্নত্বক্ বলে অভিহিত করেছেন।"

আসুন এখন শিশু বাপ্তিস্মের উপর একটু বেশি লক্ষ্য করি। সংস্কারকৃত পরিসরে, শিশুদের বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি নির্দেশ করা হয়েছে। চুক্তি এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতির কারণে আমরা শিশু বাপ্তিস্ম অনুশীলন করি। আমরা এই শিক্ষার প্রত্যাখ্যান করি যে শিশুদের একটি অনুমানমূলক পুনর্জন্মের ভিত্তিতে বাপ্তিস্ম নিতে হবে। আমরা তাদের এই জন্য বাপ্তিস্ম দিই না যে আমরা বিশ্বাস করি তারা পরিত্রাণ পেয়েছে বা পাবে। একটি অনুমানের ভিত্তিতে আদম সন্তানদের বাপ্তিস্ম দেওয়া একটি নড়বড়ে ভিত্তি। আমরা এই ধারণাও প্রত্যাখ্যান করি যে আমরা বাচ্চাদের তাদের পিতামাতার বিশ্বাসের ভিত্তিতে বাপ্তিস্ম দিই। না, চুক্তি এবং চুক্তির প্রতিশ্রুতি শিশুদের বাপ্তিস্মের জন্য একমাত্র নির্দিষ্ট এবং উদ্দেশ্যমূলক ভিত্তি বহন করে।

হেইডেলবার্গ ক্যাটিসিজমের প্রভুর দিনের ২৭ দিবস, প্রশ্ন #৭৪ আমাদের শেখায়, কেন শিশুরাও বাপ্তিস্ম নেয়; "কারণ যেহেতু তারা, সেইসাথে প্রাপ্তবয়স্করাও, ঈশ্বরের চুক্তি এবং মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা পাপ থেকে মুক্তি এবং বিশ্বাসের লেখক পবিত্র আত্মা তাদের কাছে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে কম নয় বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে; তাই তাদের অবশ্যই বাপ্তিস্ম নিতে হবে, চুক্তির একটি চিহ্ন হিসাবে, তাদের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতেও অন্তর্ভুক্ত হতে হবে; আর অবিশ্বাসীদের সন্তানদের থেকে আলাদা হতে হবে যেমনটি ছিন্নত্বক্ দ্বারা পুরান চুক্তি বা নিয়মে করা হয়েছিল, যার পরিবর্তে নতুন চুক্তিতে বাপ্তিস্ম প্রবর্তন করা হয়েছে।"

বাপ্তিস্মের অর্থ কী এই যে, যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে তারা সবাই চুক্তি এবং প্রতিশ্রুতিগুলোকে পরিত্রানের উপায় রূপে অংশ নেয়? অনুগ্রহের চুক্তির পাঠগুলিতে আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে দুটি ধরণের চুক্তির সন্তান রয়েছে৷ আব্রাহামের কথা ভাবুন। তিনি তাঁর পুত্র ইস্মায়েল সহ নিজ পরিবারের সকলের ত্বকচ্ছেদ্ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, ইস্মায়েল বিশ্বাসী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সে এবং তার বংশধররা ঈশ্বরের কাছ থেকে এবং চুক্তির আজ্ঞা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। এষৌ কোন ভিন্ন ছিল না। এছাড়াও নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে আমরা দেখতে পাই যে তুষ এবং গম একসাথে মিশ্রিত হয়েছে। অননিয় এবং সাফিরা, জাদুকর শিমন এবং অন্যদের কথা চিন্তা করুন। প্রেরিত পৌল বলেছেন, রোমীয় ৯:৬ পদে, "কারণ ইস্রায়েল বংশজাত সকলেই ইস্রায়েলী নয়।" তারা সকলেই প্রকৃত ইস্রায়েলীয় নয় যারা বহিরাগত ইস্রায়েলের অন্তর্গত।

এখানে আমি ক্যালভিন এবং অন্যান্য সংস্কারকবিদদের পার্থক্য স্মরণ করি যে চুক্তিটি দ্বিগুণভাবে বিবেচনা করা উচিত। প্রথমত, চুক্তির সারমর্ম, বা ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিশ্রুত জিনিসগুলি। দ্বিতীয়ত, দৃশ্যমান গির্জায় এর প্রশাসন সম্পর্কিত। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাপ্তিস্মদাতা যোহন ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে কী প্রচার করেছিলেন; "স্বর্গরাজ্য সন্নিকট; অনুতপ্ত হও এবং সুসমাচারে বিশ্বাস কর"– মার্ক ১:১৫। আমরা তাদের বিশেষাধিকারগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারি না যারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে এবং দৃশ্যমান মণ্ডলীর অন্তর্গত, কিন্তু আমাদের অবশ্যই এমন লোকে পরিণত হওয়া থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে হবে যারা বলে, "আমরা আব্রাহামের সন্তান," আব্রাহামের মত কাজ না করে৷ বাপ্তিস্মের বিশেষ সুযোগগুলি মহান, কিন্তু পরিত্রাণের জন্য আরও কিছু প্রয়োজন। আমাদের আব্রাহামের কাজ দরকার। আমাদের আব্রাহামের অনুগ্রহ দরকার। আমাদের আব্রাহামের ঈশ্বরকে প্রয়োজন। কারণ আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে বিশ্রাম না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সম্পূর্ণ পরিত্রানের বিশ্রাম নেই।

এখন আমরা বাপ্তিস্ম সম্পর্কে যা অধ্যয়ন করেছি তা সংক্ষিপ্ত করতে চাই। বাপ্তিস্ম হল মণ্ডলী এবং ঈশ্বরের চুক্তির সদস্যতার একটি চিহ্ন। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এবং তাদের সন্তানদের তার মণ্ডলী এবং চুক্তির সদস্য করে তোলেন। তিনি অব্রাহামের কাছে এটি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পুরাতন নিয়মের প্রজন্মের মাধ্যমে এটি চালিয়ে গেছেন এবং নতুন নিয়মে এটি বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি বিশ্বাসীদের এবং তাদের সন্তানদেরকে তার মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করে চলেছেন। এইভাবে, তাদের অন্তর্ভুক্তির চিহ্ন গ্রহণ করতে হবে, যথা, বাপ্তিস্ম, যা ছিন্নত্বক্ করার পরিবর্তে এসেছে। এটি কী অদ্ভুদ এক বার্তা, যে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মন্ডলীতে আহ্বান করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন! কী চমকপ্রদ্ এক আহ্বান যার সাথে রয়েছে, বিশ্বাস, অনুতাপ এবং নতুন আনুগত্যে তাঁর মণ্ডলীর সদস্য হিসাবে জীবনযাপন করা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা আর সতর্কতা।

দ্বিতীয়ত, বাপ্তিস্ম হল খ্রীষ্টের মধ্যে এবং তাঁর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা ও জীবনের লক্ষণ। জল ধোয়া, জীবন

প্রদান এবং বিচারের প্রতিরূপ। এটি সবই খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে যিনি বিচার সহ্য করেছেন তা থেকে উদ্ধার করার জন্য, আর পাপের অপরাধ ও ক্ষমতা থেকে শুদ্ধির উৎস হতে পারেন, যাতে পাপীরা ঈশ্বরের জন্য এক নতুন জীবনযাপন করতে পারে। এটা খুবই নম্র কারণ ঈশ্বর ঘোষণা করছেন যে, আমরা নিজেরাই নোংরা এবং মৃত। তাই এটি আশ্চর্যজনক কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি এই অনুগ্রহ দেন!

তৃতীয়ত, বাপ্তিষ্ম হল খ্রীষ্টে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতির একটি সীলমোহর। আক্ষরিক অর্থে, বাপ্তিষ্ম হল ত্রিত্ব (ঈশ্বরের) নামে কৃত এক কাজ। তিনি তাঁর চুক্তির বন্ধনের দ্বারা আমাদের নামের সাথে তাঁর নাম সংযুক্ত করেন। ঈশ্বরের অঙ্গীকারের হৃদয় রয়েছে তাঁর প্রতিশ্রুতি হল; "আমি তোমার এবং তোমার পরে তোমার বংশের ঈশ্বর হব।" তিনি কতটা বিশ্বস্ত তা দেখানোর জন্য ত্রিত্ব ঈশ্বর তাঁর করুণার প্রতিশ্রুত সীলমোহর করেন এবং তিনি বিশ্বাসের জন্য এরূপ একটি ভিত্তি দেন। এমনকি তিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর প্রতিশ্রুত আত্মা অনুগ্রহে আমাদের জন্য প্রয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

চতুর্থ স্থানে, বাপ্তিষ্ম হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজমের সুপরিচিত তিনটি অংশ অন্তর্ভুক্ত করে; দুঃখ, মুক্তি এবং কৃতজ্ঞতা। বাপ্তিষ্ম আমাদের দুর্দশাকে নির্দেশ করে। শুধু নোংরার পরিস্কার ও শুদ্ধতার প্রয়োজন। আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে ঘৃণা ও নম্র হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমাদের নিজেদের মধ্যে নয়, বরং খ্রীষ্ট যীশুতে নিজেদের বাইরে থেকে আমাদের শুদ্ধিকরণ খুঁজতে হবে। বাপ্তিষ্ম সীলমোহর দেয় এবং এই দুর্দশা থেকে আমাদের মুক্তির সাক্ষ্য দেয়। বাপ্তিষ্ম আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের পাপ ধুয়ে ফেলা, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমাদের দত্তক নেওয়া এবং পবিত্র আত্মা প্রয়োগের কাজ সম্পর্কে ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। বাপ্তিষ্ম আমাদের নতুন আনুগত্য এবং কৃতজ্ঞতার জীবনকে উপদেশ দেয় এবং বাধ্য করে। বাপ্তিষ্ম আমাদেরকে এই ত্রিত্ব ঈশ্বরের কাছে আঁকড়ে থাকতে, তাঁর উপর আস্থা রাখতে এবং আমাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন এবং শক্তি দিয়ে তাঁকে ভালবাসতে এবং সেইসঙ্গে পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে, আমাদের পুরানো প্রকৃতিকে ক্রুশবিদ্ধ করতে এবং একটি নতুন এবং পবিত্র জীবনে চলার আহ্বান জানায়।

পঞ্চমত, বাপ্তিষ্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁর চুক্তি মনে রাখবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। "তিনি চিরকালের জন্য তাঁর চুক্তির কথা মনে রেখেছেন, সেই বাক্য যা তিনি হাজার প্রজন্মের জন্য আদেশ করেছিলেন। তিনি আব্রাহামের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন এবং ইসহাককে তাঁর শপথ করেছিলেন; আর যাকোবের কাছে একটি আইনের জন্য এবং ইস্রায়েলের কাছে একটি চিরস্থায়ী চুক্তির জন্য এটি নিশ্চিত করেছেন"– গীতসংহিতা ১০৫। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে সীলমোহর করে ঈশ্বরের লোকেদের জন্য বাপ্তিষ্ম অত্যন্ত সান্ত্বনা দেয়। এটি সেই ঝর্ণা সম্পর্কে সমগ্র মণ্ডলীর কাছে একটি দৃশ্যমান প্রচার যা প্রভু পাপ ও অশুচিতার জন্য খুলে দিয়েছেন। আর খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে একটি গম্ভীর অঙ্গীকার হিসাবে বাপ্তিষ্ম দিয়েছিলেন যে তিনি যে ভাল কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি ফিরে এসে শেষ করবেন।

খ্রীষ্টীয় বাপ্তিষ্মের এই পাঠটি অনুসরণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমরা এখনও অধ্যয়ন করার জন্য অন্য একটি ধর্মানুষ্ঠান আছে। তাই, পরের বক্তৃতায়, আমরা প্রভুর ভোজ সম্পর্কে বিবেচনা করতে চাই। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব
(সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ
রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যারিক্স

মডিউল ৬

মণ্ডলীতত্ত্ব –
মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

লেকচার ১০

প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. Walter Harinck is minister of the Gospel in the Gereformeerde Gemeente (Netherlands Reformed Church) in Utrecht the Netherlands. He served as board member of the denominational foreign mission committee for over 30 years. Throughout these years he traveled to many continents, advising missionaries and overseeing their labors in their remote stations and supporting young churches in their ministry.

www.gergeminfo.nl

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও ল্যাকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬ – মণ্ডলী সংক্রান্ত শিক্ষাতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। বাইবেল মণ্ডলী সম্বন্ধে কী বলে

৩। মণ্ডলীর প্রকৃতি

৪। মণ্ডলীর কর্তৃত্ব

৫। মণ্ডলীর শাসনতন্ত্র

৬। মণ্ডলীর পদ সমূহ

৭। মণ্ডলীর শাসন ব্যবস্থা

৮। মণ্ডলীর আরাধনা এবং অনুগ্রহের মাধ্যম

৯। খ্রীষ্টীয় বাপ্তিস্মের ধর্মানুষ্ঠান

১০। খ্রীষ্টীয় প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেণ্ড, অয়ালটর হ্যানরিক্স

মডিউল ৬– লেকচার ১০

প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকা আমার বাবা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তার মৃত্যুর পর আমি তার জন্য কী কিছু করবো, তাহলে আমি কী উত্তর দেব? "আমার স্মরণার্থে ইহা করো।" ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে এটিই ছিল শেষবার যখন যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে একা ছিলেন। এটি ছিল উপরের কুঠুরিতে, মৃত্যুর আগের রাত। সেই মর্মস্পর্শী মুহূর্তে, তিনি তাঁর শিষ্যদের এই কাজটি করতে বলেছিলেন– রুটি ভাঙ্গা এবং পানপাত্র পান–তাঁর চিরস্থায়ী স্মরণ হিসাবে।

প্রিয় বন্ধুরা, এক্লেসিওলজির এই মডিউলের এই শেষ লেকচারে, আমরা প্রভুর ভোজ অধ্যয়ন করতে চাই। প্রভুর ভোজ হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে। তিনি এই পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু। ক্রুশে তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে তিনি এই মূল্যবান ধর্মানুষ্ঠানটি চিহ্ন এবং সীলমোহর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা তাঁর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা ঘোষণা করে।

নিস্তারপর্বের ভোজের সময়েই প্রভুর ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। এটি নিছক আকস্মিক ঘটনা ছিল না, তবে প্রভুর ভোজ এবং নিস্তারপর্ব উভয়ের উপরই গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করে। নিস্তারপর্ব পুরাতন চুক্তির অন্তর্গত। নতুন না আসা পর্যন্ত পুরাতন বের হতে পারে না। পুরাতন ছিল নতুনের প্রস্তুতি। প্রভু যীশুর আগমনে, নিস্তারপর্ব পূর্ণ হয়। তাই নিস্তারপর্ব ছিল নতুন নিয়মের মণ্ডলীর নৈশভোজের প্রস্তুতি।

আমাদের চিন্তায় (কল্পনায়), আসুন জেরুজালেমের উপরের ঘরে যাই। আমরা যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের নিস্তারপর্বের খাবারের জন্য টেবিলের চারপাশে জড়ো হতে দেখি। টেবিলে, দগ্ধকরা মেষশাবক, খামিরবিহীন রুটি, ভেষজ, কাপ এবং দ্রাক্ষারস রয়েছে। প্রভু যীশু সম্ভবত স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। তিনি প্রথম পেয়ালাটি নিয়ে বললেন: "আমি কষ্ট সহ্য করার আগে তোমাদের সাথে এই নিস্তারপর্বের ভোজন খেতে ইচ্ছা করেছিলাম"– লূক ২২:১৫। তারপর যীশু উঠেছিলেন, একটি তোয়ালে জড়িয়েছিলেন এবং পা ধোয়ার জন্য একটি পাত্র নিয়েছিলেন। শিষ্যরা যখন সবাই টেবিলের চারপাশে বসেছিল, তখন যিহূদা সম্ভবত যীশুর সাথে পাত্রে একসঙ্গে হাত ডুবিয়েছিল। তারপর যীশু দ্বিতীয় পেয়ালাটি নিয়েছিলেন, তাঁর কষ্ট, তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। তিনি রীতিমতো রুটি ভেঙ্গেছিলেন, কিন্তু নিয়মিত আবৃত্তি করা শব্দগুলি বলার পরিবর্তে, "এটি আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিশরে খেয়েছিলেন এমন দুর্দশার রুটি," তিনি এই বিস্ময়কর শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন; "এটি আমার দেহ"। "শরীর" শব্দটি সাধারণত দগ্ধ মেষশাবকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল, তবে, যীশু মেষশাবকটিকে একপাশে রেখে দেন এবং তিনি এর পরিপূর্ণতা হিসেবে নিজেকে নির্দেশ করেন। সম্ভবত, এটি ছিল তৃতীয় কাপ, আশীর্বাদের পেয়ালা, যেটি প্রভুর নৈশভোজের কাপে রূপান্তরিত হয়েছিল, যখন তিনি বলেছিলেন, "এই পেয়ালাটি আমার রক্তের নতুন নিয়ম, যা তোমার জন্য প্রবাহিত হয়েছে"।

মিশর থেকে ইস্রায়েলের মুক্তির স্মারক হিসাবে ঈশ্বরের দ্বারা নিস্তারপর্বটি একটি বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল–যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায়ে। পৌল এটিকে খ্রীষ্টের এক রুপক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, ১ করিন্থীয় ৫:৭ পদে। মেষশাবকের জন্য ইস্রায়েলের সন্তানদের দরজার চৌকাঠে রক্তের প্রলেপ, মৃত্যুর দূতকে তাদের ঘরের উপর দিয়ে চলে যেতে এবং মিশরের সমস্ত প্রথমজাতকে হত্যা করতে এগিয়ে দিয়েছিল সেই সকল লোকদের কাছে যারা রক্তের প্রলেপ করেনি।

নিস্তারপর্বের মেষশাবক ছিল একটি বলিদানকারী মেষশাবক। বলিদানের সাথে যে খাবারটি গ্রহণ করা হয়েছিল তার তাৎপর্য বলিদানের সাথে সম্পর্কিত। এটি একই সময়ে মৃত্যু এবং জীবনের উৎসব ছিল, কারণ মেষশাবকের মৃত্যু ছিল একটি বিকৃত বলিদান– একটি বিকল্প। নিস্তারপর্বের মেষশাবক ইস্রায়েলীয়দের জীবন রক্ষা করেছিল।

প্রভুর ভোজের নিস্তারপর্বের মতোই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি কেবল খ্রীষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্মারক নয়, এটি একটি উপায় যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করেন। যোগাযোগকারীরা প্রতীকীভাবে ক্রুশের বেদীতে দেওয়া বলিদানে অংশ নেয়। অংশগ্রহন করার সময়, আমরা বলিদানের পুনরাবৃত্তি করি না, তবে খ্রীষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত ভোজটি চালিয়ে যাই, যার দ্বারা আমরা বেদীতে আমাদের অংশগ্রহণের সাক্ষ্য দিই এবং এতে দেওয়া বলির দ্বারা কেনা সুবিধাগুলি ভাগ করে নিই। প্রভুর ভোজ হল উৎসর্গের সাথে যোগাযোগের জন্য, যা অনুমান করে যে এটি ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে ত্বকচ্ছেদের জায়গায় বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল, সেইভাবে নিস্তারপর্বের জায়গায় প্রভুর ভোজ দেওয়া হয়েছিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রভুর ভোজ আসলে নিস্তারপর্বের একটি নতুন রূপ। পরিবর্তনটি নতুন নিয়মের সময়ের সাথে মানানসই। দেহটি আর দগ্ধ ভেড়ার বাচ্চা নয়, এখন একটি সাধারণ রুটি মাত্র; যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দেহের দিকে নির্দেশ করে। দ্রাক্ষারস এখন খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তিনি যে সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তার প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রীষ্ট হলেন সমস্ত পুরাতন নিয়মের অনুষ্ঠানের পরিপূর্ণতা এবং সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়মের বলিদান ব্যবস্থা।

বাইবেলের চারটি স্থানে প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠানটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম তিনটি সুসমাচারে– মথি, মার্ক এবং লুক এর পুস্তকে; আর করিন্থীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রে আমরা এই প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পাই।

আসুন ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬ পদে বিবরণটি পড়ি; "কারণ আমি প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি এবং তোমাদিগকে সমর্পণও করিয়াছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি লইলেন এবং ধন্যবাদপূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, ও কহিলেন,' ইহা আমার শরীর, ইহা তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'। সেই প্রকারে তিনি ভোজনের পর পানপাত্রও লইয়া কহিলেন, 'এই পানপাত্রও আমার রক্তে নূতন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করিবে, আমার স্মরণার্থে ইহা করিও'। কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আইসেন।"

যীশু রুটি সম্পর্কে বলেছিলেন, "এটি আমার দেহ।" এই শব্দগুলি সবচেয়ে মৌলিক। লূক ২২:১৯ পদে, শব্দগুলি যোগ করা হয়েছে: "যা তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।" আর ১ করিন্থীয় ১১:২৪ পদে, এটি যোগ করা হয়েছে; "যা আপনার জন্য ভগ্ন হয়েছে।" এই শব্দগুলি দেখায় যে কেন্দ্রবিন্দু যীশুর দেহের প্রকৃত পদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তবে যীশু নিজেই, যিনি বাক্য ছিলেন এবং মাংসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দুঃখভোগ করতে, মারা যেতে এবং তাঁর লোকেদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এই ভোজে খ্রীষ্টের কথা ও কাজ অপরিহার্য। আমরা পুরো ক্রিয়াকে বিকৃত না করে এর কোনও অংশ ছেড়ে দিতে পারি না। যীশু রুটি নিলেন, তিনি রুটিকে আশীর্বাদ করলেন, তিনি রুটি ভেঙে দিলেন এবং তিনি রুটি দিলেন। আর তিনি বললেন, "নাও, খাও: ...আমার স্মরণার্থে এটি করো।"

পানপাত্র সম্পর্কিত বাইবেলের বিবরণ রুটির তুলনায় আরও বিশদ। পান করার জন্য একটি আহ্বান রয়েছে, দ্রাক্ষারস তাঁর রক্তের একটি বিবৃতি এবং প্রতিশ্রুতি যে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের সাথে নতুন করে পান করবেন। দ্রাক্ষারস সম্পর্কে, যীশু বলেছিলেন, "আমার রক্ত", যা "অনেকের জন্য," এটি রক্তে "নতুন নিয়ম" বা "নতুন চুক্তি।" তাঁর লোকেদের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, খ্রীষ্ট তাঁর রক্তে সেই নতুন চুক্তিতে সুরক্ষিত এবং প্রবেশ করান। যীশু যখন পেয়ালাটি নিয়েছিলেন, তখন পরিত্রানের ইতিহাস পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়মে পরিণত হয়েছিল; "এই পেয়ালাটি আমার রক্তে নতুন নিয়ম, যা তোমার জন্য প্রবাহিত হয়"– লূক ২২:২০। "নতুন নিয়মের পেয়ালা" এবং "আমার রক্ত" এগুলি ঘনিষ্ঠ ভাবে "পাপের ক্ষমার জন্য" এর সঙ্গে যুক্ত। খ্রীষ্ট নিজেকে এবং তাঁর রক্ত নিখুঁত নিস্তারপর্বের মেষশাবক হিসাবে দিয়েছেন এবং তার রক্ত পাপের সম্পূর্ণ ক্ষমা করে। অন্য কোন ত্যাগের প্রয়োজন নেই। খ্রীষ্টের রক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পাপীদের জন্য যথেষ্ট।

দ্রাক্ষারসের সাথে যীশুর কাজগুলি নিম্নরূপ; তিনি পানপাত্রে দ্রাক্ষারস ঢেলে দিলেন; তিনি কাপটি নিয়ে আশীর্বাদ করলেন; আর তিনি পেয়ালাটি দিলেন– মথি ২৬:২৭। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, "তোমরা সবাই এটি পান কর।" আমরা অনুমান করি যে যীশু নিজেই প্রথমে পেয়ালাটি থেকে পান করেছিলেন এবং তারপরে এই শব্দগুলি বলেছিলেন: "যতবার পান করিবে আমার স্মরণার্থে ইহা করিও।" খ্রীষ্টের কথা ও কর্মের বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের পবিত্র প্রভু ভোজের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে গঠন করতে সাহায্য করে।

প্রেরিতদের প্রথম অধ্যায়ে, এটিকে "রুটি ভাঙ্গা" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেরিত গ্রন্থের লেখক লূক

এই অভিব্যক্তিটি সেই বিশেষ খাবারকে চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন, প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা এবং প্রার্থনার সাথে; যা শুরুতে জেরুজালেম মণ্ডলীর জীবনের মূল উপাদান ছিল। নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রাথমিক পর্যায়ে, প্রভুর ভোজ ছিল সেই সময়ের সহভাগিতার খাবার বা প্রেমের খাবারের একটি সম্প্রসারণ– প্রেরিত ২:৪৬। খ্রীষ্টের শিক্ষার প্রতি মণ্ডলী যেমন নিজ উপলব্ধিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঠিক তেমনি এর প্রভুর ভোজের তাৎপর্য বোঝা আরও গভীর হয়েছে।

নতুন নিয়মে, আমরা এই ধর্মানুষ্ঠানকে উল্লেখ করে বিভিন্ন নাম পড়ি। এটিকে "প্রভুর ভোজ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে–১ করিন্থীয় ১১:২০; "প্রভুর টেবিল"– ১ করিন্থীয় ১০:২১; ১ করিন্থীয় ১০:১৬-এ "খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা," এবং "খ্রীষ্টের দেহের সহভাগিতা"; এবং যোহন ৬:৫৩-৫৮ পদে আমরা প্রভুর দত্ত বর্ননা পাই যে কীভাবে আমরা তার সাথে যোগাযোগ করবো। আসুন আমরা সেই অংশের পদগুলি পড়ি; "যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিলতেছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন ও তাঁহার রক্ত পান না কর, তোমাদিগেতে জীবন নাই। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব। কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়। যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমাতে থাকে এবং আমি তাহাঁতে থাকি। যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি, সেইরূপে যে কেহ আমাকে ভোজন করে, সেও আমা হেতু জীবিত থাকিবে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে; পিতৃপুরুষেরা যেমন খাইয়াছিল এবং মরিয়াছিল, সেইরূপে নয়; এই খাদ্য যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল জীবিত থাকিবে।"

এটি গ্রীক ক্রিয়াপদ "ইউক্যারিস্টো" থেকে আগত ইউকারিস্ট হিসাবেও উল্লেখ করা হয়, যার অর্থ ধন্যবাদ জানানো। যীশু প্রথম নৈশভোজ পরিচালনা করার আগে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। প্রতিটি শব্দ সহায়কভাবে এই ধর্মানুষ্ঠানে একটি ভিন্ন মাত্রা প্রকাশ করে।

মণ্ডলীর দীর্ঘ ইতিহাসে, প্রভুর ভোজ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রাখা হয়েছে, যা নৈশভোজের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে চায় এবং যারা এটি গ্রহণ করে তাদের কীভাবে উপকার হয়।

রোমের ক্যাথলিক "ট্রান্সবস্ট্যান্টিয়েশন" এর মতবাদ বিশ্বাস করে যে খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্ত আক্ষরিক ভাবে সেই রুটি এবং দ্রাক্ষারসের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে। যখন যাজক (পাদরি) প্রভুর ভোজে উপাদানগুলিকে পবিত্র করেন, তখন দাবি করা হয় যে রুটি এবং দ্রাক্ষারসের তথাকথিত "পদার্থ" যীশু খ্রীষ্টের "শরীর, রক্ত, আত্মা এবং ঐশ্বরিকত্বে" পরিবর্তিত হয়। মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ১২১৫ সালে ট্রান্সসাবস্ট্যান্টিয়েশনের মতবাদকে অনুমোদন করে। এটি এই বিশ্বাসকে প্রচার করে যে যীশু খ্রীষ্টের প্রতিবার [ম্যাস] গণ উদযাপনের (এর অর্থ একসঙ্গে আরাধনা করা ও প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়ার) সময় একটি "অরক্ত" বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হয়। "গণ উদযাপন" নামটি ল্যাটিন সূত্র থেকে এসেছে যা প্রচার এবং প্রার্থনার পরে হয়যেন সেই সমস্ত লোকেরা যারা সদস্য নয় তারা প্রভুর ভোজের আগে চলে যায়। ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারের মূল ধর্মতাত্ত্বিক যুদ্ধক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল ট্রান্সবস্ট্যান্টিয়েশনের এই মতবাদ। সংস্কারকগণ খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের অবমাননাকর অস্বীকৃতি এবং রুটি ও দ্রাক্ষারসের মূর্তিপূজা এবং উপাসনাকে উন্নীত করা হিসাবে গণ– সংঘকে (ম্যাসকে) কঠোরভাবে নিন্দা জানাতে সঠিক ছিলেন।

লুথারানরা প্রভুর ভোজের রোমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, যেভাবে খ্রীষ্ট উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত তার সাথে সম্পর্কযুক্ত "কনস্যাবস্তিটিউসন" মতবাদকে গ্রহণ করে। উপাদানগুলি তাঁর প্রকৃত শরীর এবং রক্তে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে, খ্রীষ্টকে উপাদানগুলির "মধ্যে, সঙ্গে এবং নীচে" উপস্থিত বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি ছিল যীশুর বাক্য "এটি আমার দেহ"-এর প্রতি ন্যায়বিচার করার একটি প্রচেষ্টা। কিন্তু এর বড় দুর্বলতা হল খ্রীষ্টের মানবতার প্রকৃতি সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষাকে রক্ষা করতে ব্যর্থতা। খ্রীষ্টের শারীরিক দেহ এবং উপাদানগুলি (রুটি ও দ্রাক্ষারসের) মধ্যে সংযোগ বজায় রাখার জন্য, লুথারানরা খ্রীষ্টের দেহের "সর্বব্যাপীতা" সম্পর্কে কথা বলেছেন। এর অর্থ হল, স্বর্গে উন্নিত হওয়ার দিন থেকে, খ্রীষ্টের দেহ এখন সর্বত্র উপস্থিত। এই শিক্ষার ফল হল যে খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতি অন্য মানব জাতির থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। কিন্তু, যদি যীশুকে পাপ ব্যতীত সব দিক থেকে তার ভাইদের মতো না করা হয়, তবে তিনি কীভাবে আমাদের প্রতিনিধি এবং ত্রাণকর্তা হতে পারেন?

সুইস সংস্কারক, হুল্ডরিচ জুইংলি, প্রভুর ভোজকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যা তাকে লুথেরান দৃষ্টিভঙ্গি

থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। খ্রীষ্ট প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার সময়, তিনি খ্রীষ্টের উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতির সম্প্রসারণ হিসাবে বোঝার প্রবণতা করেছিলেন। তিনি ভোজকে অতীতে খ্রীষ্টের যা কিছু সম্পন্ন করেছিলেন তার বর্তমান সাক্ষ্য হিসাবে মনে করেছিলেন। খ্রীষ্টের দুঃখকষ্টের স্মরণে সমস্ত জোর দিন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উদযাপনের অংশ হিসাবে বাক্যের প্রচারের মাধ্যমে ধর্মানুষ্ঠানের শক্তি এসেছে। অন্যান্য সংস্কারকরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি সুসমাচার এবং পৌলের পত্র উভয়ই প্রভুর ভোজে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ ওজন ধরতে ব্যর্থ হয়েছে।

সংস্কারের প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গি যা অনেক পুনর্গঠিত মণ্ডলীর স্বীকারোক্তিতে প্রতিফলিত হয় যে, খ্রীষ্ট সত্যই উপস্থিত আছেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মার দ্বারা এবং তাঁর বাক্য দ্বারা পবিত্র ভোজসভায় কাজ করছেন। চুক্তির এই ভোজে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের কাছে নিজেকে অর্পণ করতে সন্তুষ্ট হন। প্রভুর ভোজে, বিশ্বাসীরা "ধন্যবাদের সাথে বিশ্বাসের দ্বারা তাদের অন্তরে তাঁকে আহার করে।" এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রভুর ভোজের সাথে যুক্ত সতর্কতার সাথেও মিলে যায়; "কারণ যে অযোগ্যভাবে ভোজন ও পান করে, সে প্রভুর দেহকে না বুঝে ভোজন ও পান করে এবং নিজের জন্য অভিশাপ নিয়ে আসে"– ১ করিন্থীয় ১১:২৯। সংস্কারকৃত দৃষ্টিভঙ্গি হল জেনেভার সংস্কারকের ক্যালভিনিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি।

জন ক্যালভিন যোগাযোগের উপকরণ প্রকৃতির শিক্ষার বিকাশ করেছিলেন। রুটি এবং দ্রাক্ষারস হল সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসী যোগাযোগকারীর কাছে খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ করেন। লুথার এবং রোমান ক্যাথলিকদের বিপরীতে, তিনি শিখিয়েছিলেন যে খ্রীষ্টের শারীরিক উপস্থিতি এই সত্যের বিপরীত যে খ্রীষ্টের এক প্রকৃত মানব স্বভাব রয়েছে। ঈশ্বর হিসাবে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু মানুষ হিসাবে, তাঁর মানব প্রকৃতি স্বর্গে আরোহণ করেছে। মানবদেহ হওয়ার কারণে, তাঁর শরীর সারা বিশ্বের হাজার হাজার জায়গায় শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতে পারে না, যেখানে প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় উপাদানগুলি আধ্যাত্মিক বাস্তবতার লক্ষণ, বাস্তবতা নয়।

ক্যালভিন রোমান ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাপ্তিস্মের জল খ্রীষ্টের রক্তে পরিণত হয় না, বা পাপকে ধুয়ে দেয় না, তেমনি রুটি এবং দ্রাক্ষারস খ্রীষ্টের দেহ এবং রক্তে পরিণত হয় না। জুইংলির বিপরীতে, ক্যালভিন শিখিয়েছিলেন যে প্রভুর ভোজ মূলত বিশ্বাসীর সাক্ষীর বিষয়ে নয় বরং ঈশ্বরের ক্রিয়া সম্পর্কিত। প্রভুর ভোজ বিশ্বাসীর হৃদয়কে কেবল অতীতের দিকেই নয়, বর্তমানের স্বর্গে খ্রীষ্টের দিকেও নির্দেশ করে। খ্রীষ্ট প্রভুর ভোজে উপস্থিত আছেন– শারীরিকভাবে নয়, আধ্যাত্মিকভাবে। এই উপস্থিতি বিশ্বাসের অনুশীলনের উপায়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচিত। ক্যালভিন ধর্মানুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উপর জোর দিয়েছিলেন: "খ্রীষ্ট শূন্য উপস্থাপনা দিয়ে আমাদের উপহাস করার জন্য শূন্য প্রতারক নন।" একটি খুব বাস্তব উপায়ে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদেরকে রুটি এবং দ্রাক্ষারসের মাধ্যমে নিজ দেহ এবং রক্ত খাওয়ান। তিনি প্রভুর ভোজের মাধ্যমে তাদের নিজের সাথে খাওয়ান।

ক্যালভিনের দৃষ্টিভঙ্গি বেলজিক স্বীকারোক্তি, নিবন্ধ ৩৫-এ স্বীকৃত হয়েছে: "খ্রীষ্ট, যাতে তিনি আমাদের কাছে এই আধ্যাত্মিক এবং স্বর্গীয় রুটির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, তাঁর দেহের পবিত্রতা হিসাবে একটি পার্থিব এবং দৃশ্যমান রুটি এবং তাঁর রক্তের পবিত্রতা হিসাবে দ্রাক্ষারস প্রতিষ্ঠা করেছেন; এগুলির দ্বারা আমাদের কাছে সাক্ষ্য দেন যে আমরা যেমন নিশ্চিতভাবে এই ধর্মানুষ্ঠানটি আমাদের হাতে গ্রহন করি এবং ধরে রাখি এবং আমাদের মুখ দিয়ে খাই এবং পান করি, যার দ্বারা আমাদের জীবন পরবর্তীতে পুষ্ট হয়, আমরাও বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করি (যা হাত এবং আমাদের আত্মার মুখ) আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সমর্থনের জন্য আমাদের আত্মায় আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা খ্রীষ্টের প্রকৃত দেহ এবং রক্ত।"

তাঁর লোকেদের শেখানোর জন্য, খ্রীষ্ট প্রভুর ভোজের ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। "তার শরীর" এবং "তার রক্ত" সম্বন্ধে কথা বলার তাঁর বিশেষ কারণ ছিল। যেমন রুটি এবং দ্রাক্ষারস এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সমর্থন করে, তেমনি ক্রুশবিদ্ধ শরীর এবং খ্রীষ্টের ঝরানো রক্ত সত্যিকারের মাংস এবং পানীয়, যার মাধ্যমে আমাদের আত্মা অনন্ত জীবনের জন্য খাবার পাই। বেলজিক স্বীকারোক্তির ৩৫ অনুচ্ছেদ বলে: "আমাদের কাছে এই আধ্যাত্মিক এবং স্বর্গীয় রুটির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য খ্রীষ্ট তাঁর দেহের পবিত্রতা হিসাবে একটি পার্থিব এবং দৃশ্যমান রুটি এবং তাঁর রক্তের পবিত্রতা হিসাবে দ্রাক্ষারস প্রতিষ্ঠা করেছেন।"

বিশ্বাসের নতুন জীবনের জন্য খাদ্য ও পানীয় প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি পবিত্র আত্মা একজন পাপীর হৃদয়ে

অনুগ্রহের কাজ করতে শুরু করেন, পাপী ধার্মিকতার, পাপের ক্ষমার পরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেতে শুরু করে এবং ঈশ্বরের কাছে পুনরুদ্ধার করার উপায় খুঁজতে শুরু করে। অপব্যয়ী পুত্রের মতো, আপনি চিৎকার করে বলেন, "আমি ক্ষুধায় মরে যাচ্ছি।" এই আধ্যাত্মিক জীবনকে সমর্থন করার জন্য, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে পাঠিয়েছেন, যিনি জীবনের রুটি। প্রভুর ভোজের চিহ্নগুলিতে এই ধরনের ঐশ্বরিক শিক্ষা রয়েছে। গমের দানা রুটি হওয়ার আগে এর একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া আছে। শস্য অন্ধকার মাটিতে বপন করতে হবে, যেখানে এটি মারা যায়। এটিকে বাড়াতে হয়, রোদে-বৃষ্টিতে পাকতে হয়, বাতাসে বাদামী হতে হয়। এটি কেটে মাড়াই করতে হবে, তারপর তুষ থেকে আলাদা করতে হবে। তারপরে শস্যগুলিকে মারিয়ে ময়দা তৈরি করা হয়, সেটিকে জল এবং তেলের সাথে মিশিয়ে গরম চুলায় তৈরি করা হয়

ক্ষুধার্ত পাপীদের পুষ্ট করার জন্য খ্রীষ্টকে জীবনের রুটি হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ পথ থেকে হয়েছিল। গমের দানার মতো তাঁকে মাটিতে বপন হতে হয়েছিল এবং মরতে হয়েছিল। তাঁর লোকেদের অপরাধে জন্য তাঁকে দণ্ড পেতে হয়েছিল। আমাদের পাপের কারণে তাঁকে ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধের নিচে মাটিতে পড়তে হয়েছিল। তাঁকে শয়তানের প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। তাঁকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের দাবিতে আনা হয়েছিল। যীশু আমাদের প্রভুর ভোজের চিহ্ন দিয়েছেন তাঁর কষ্টের কথা মনে রাখার জন্য, আর স্মরণ করতে যে তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য একটি মূল্যবান মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁকে যেতে হবে সেই দীর্ঘ পথের কথা ভাবুন।

এছাড়াও ঢেলে দেওয়া তাঁর দ্রাক্ষারসের চিহ্ন বিশ্বাসীকে শেখানোর এবং নির্দেশ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়। আঙ্গুরের দ্রাক্ষারস হওয়ার আগে এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। দ্রাক্ষারস হওয়ার আগে আঙ্গুরকে দ্রাক্ষারসের জাঁতাতে যেতে হয়। একইভাবে খ্রীষ্টকে আঙ্গুরের মতো মাড়াতে হয়েছিল এবং পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের দ্রাক্ষারসে আঙ্গুরের মতো চাপ পেতে হয়েছিল; "আর তাহা যাবত সিদ্ধ না হয়, তাবৎ আমি কত না সঙ্কুচিত হইতেছি"– লূক ১২:৫০।

পবিত্র ভোজের চিহ্নগুলি তাঁর মৃতপ্রায় প্রেম এবং ন্যায্যতামূলক আত্মত্যাগের দিকে নির্দেশ করে। এগুলি সমৃদ্ধভাবে দেখায় যে কীভাবে যীশু আমাদের চিরন্তন পরিত্রাণের লেখক হয়ে উঠেছেন। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য তাঁর ভগ্ন দেহ এবং রক্তপাতই প্রকৃত মাংস ও পানীয়। এটি পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে অনুভব করা যায়; "কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য এবং আমার রক্ত প্রকৃত পানীয়"– যোহন ৬:৫৫। আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া, খ্রীষ্টের কোন রূপ নেই, আমাদের কাছে কোন সুন্দরতা নেই। তারপরে আমরা এই চিহ্নগুলিতে তাৎপর্য দেখতে পাই না এবং স্বাদ পাই না। বিশ্বাসী হৃদয় ছাড়া, এই চিহ্নগুলি আমাদের জন্য অর্থহীন হয়ে থাকবে।

ক্যালভিন লিখেছেন; "এবং সত্যিকার অর্থেই তিনি সেই ভোজসভায় যারা বসেন তাদের সকলকে বোঝানোর বাস্তবতা তুলে ধরেন এবং দেখান, যদিও এটি শুধুমাত্র এটির দ্বারা বিশ্বাসীরা লাভবান হয়, যারা সত্য বিশ্বাস এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সাথে এত বড় উদারতা গ্রহণ করে"। শুধুমাত্র যখন আমরা পাপের তিক্ততা সম্পর্কে কিছু জানব, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মিষ্টি হবেন। নিস্তারপর্বের বলিদানের মেষশাবককে তেতো শাক দিয়ে খেতে হতো। আপনি কি জানেন যে এত ভাল এবং পবিত্র একজন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করা কতটা তিক্ত? আমাদের পাপের সঙ্গে খ্রীষ্ট বিদ্ধ আছে? ওহ, অবশ্যই, আপনি ঈশ্বরের মেষশাবকের মিষ্টি স্বাদ আস্বাদন করবেন, এবং ভাঙ্গা রুটি এবং ঢেলে দেওয়া দ্রাক্ষারসের চিহ্ন দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবেন।

আধ্যাত্মিক উপায়ে, খ্রীষ্ট পবিত্র নৈশভোজ হওয়ার সময় উপস্থিত রয়েছেন। তিনি টেবিলের অথিতিসেবক। তিনি তাদের আমন্ত্রণ জানান যারা পরিশ্রম করে এবং ভারাক্রান্ত হয়, আর তাদের বিশ্রাম দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন– মথি ১১:২৮। তিনি মহান চিকিৎসক হিসাবে আমন্ত্রণ জানান, যিনি তাদের রোগ জানেন এবং নিরাময় করেন। খ্রীষ্ট টেবিলে তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ করেন; "যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দেয়, আমি তার কাছে আসব এবং তার সাথে খাবার খাব এবং সে আমার সাথে"–– প্রকাশিত বাক্য ৩:২০। সেইজন্যই সদ্য জন্ম নেওয়া হৃদয়ের প্রভুর নৈশভোজের প্রয়োজন এবং তারা সেটি যাচঞা করে।

এই চিহ্নগুলি শূন্য ও নিরর্থক নয়। রুটি থাকে এবং দ্রাক্ষারস থাকে; কিন্তু প্রভু সেই টেবিলে আছেন, আর তিনি তাঁর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার চিহ্নের মাধ্যমে তাঁর জনগণকে আশ্বস্ত করেন। হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজমের উত্তর #৭৯ এটি স্পষ্টভাবে বলে; খ্রীষ্ট আমাদের নিশ্চিত করতে চান যে আমরা এই পবিত্র চিহ্নগুলি তাঁর স্মরণার্থে আমাদের দেহে মুখের দ্বারা গ্রহণ করার মাধ্যমে তাঁর সত্যিকারের দেহ এবং রক্তের (পবিত্র আত্মার অপারেশন দ্বারা) অংশীদার হই এবং স্বীকার করি যে তিনি যে সমস্ত যন্ত্রণা এবং আনুগত্য নিজের উপরে নিয়েছেন সেগুলি

সমস্তই নিশ্চিতভাবেই আমাদের, যেন আমরা নিজেরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের পাপের জন্য কষ্ট পেয়েছি এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছি।" অন্য কথায়, পবিত্র নৈশভোজের সম্পদ হল বিশ্বাসের মূল্যবান নিশ্চয়তা যে জীবন ও মৃত্যুতে, আমি আমার বিশ্বস্ত ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অন্তর্গত। আপনি কি এই পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানে সমৃদ্ধ আশীর্বাদ দেখতে পাচ্ছেন? বিশ্বাস সর্বদা খ্রীষ্টের কাছে নিজ হাত প্রসারিত করে এবং খ্রীষ্ট ব্যাতিরেকে কিছু করতে পারে না। খ্রীষ্ট তাঁর অনুতপ্ত লোকদের তাঁর প্রেম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে এবং আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন, তাদের কাছে পাপের ক্ষমা, তাদের ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্যতা এবং তাদের আত্মার পরিত্রাণের বিষয়ে সীলমোহর দিতে চেয়েছিলেন।

এই ধর্মানুষ্ঠানে, খ্রীষ্ট বিশেষ করে তাঁর সন্দেহভাজন শিশুদের কাছে আসেন, যারা বলে, "প্রভু যীশু কি আমাকে ভালবাসেন? তিনি কি আমার জন্য তাঁর রক্ত ঝরতে দিয়েছেন? তিনি কি আমার জন্য তাঁর শরীর ভাঙতে দিয়েছে? আমার মতো একজনের জন্য?" তারপর যীশু বললেন, "হ্যাঁ, তোমার জন্যও আমার শরীর দুঃখ সহ্য করেছে, আমার রক্ত ঝরানো হয়েছে। চিহ্ন দেখুন–আপনার চোখের সামনে রুটি ভাঙা হচ্ছে এবং পানপাত্রে দ্রাক্ষারস ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আর যতটা নিশ্চিত আপনি আপনার চোখ দিয়ে দেখছেন এবং আপনার মুখ দিয়ে স্বাদ আস্বাদন করছেন, আমিও তোমার সমস্ত পাপ ও অন্যায়ের পুনর্মিলন হিসাবে নিজেকে দিয়েছি।" প্রভু যীশু এটি করেছিলেন যাতে তারা তাদের সন্দেহ থেকে মুক্তি পায় এবং নববধূকে বলে, "আমি আমার প্রিয়ের এবং তার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রতি।"

বাইবেলের সময়ে এবং বর্তমানেও অনেক সংস্কৃতিতে, একটি খাবার শুধুমাত্র শরীরকে খাওয়ানোর জন্যই নয়, বরং এটির দ্বারা আমরা একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে পারি। পবিত্র ভোজ হল খুব সাধারণ বাহ্যিক চিহ্ন সহ একটি আধ্যাত্মিক খাবার, কিন্তু এটি দুটি উদ্দেশ্যে কাজ করে– খাওয়ানো এবং সহভাগিতার। খাদ্য এবং অথিতিসেবক উভয়ই খ্রীষ্টের মধ্যে রয়েছে। প্রভুর নৈশভোজ খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন কেন্দ্রবিন্দু যখন আমরা প্রভুর টেবিলে সম্মুখে সমবেত হই।

খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগের মূল পাঠ্য হল ১ করিন্থীয় ১০:১৬ পদ; "আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করি, তাহা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তাহা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগিতা নয়?" এটি লেখার পরই পৌল লিখছেন খ্রীষ্টের রক্ত ও দেহের সঙ্গে সহভাগিতার বিষয়ে পদ ১৭-তে; "কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির অংশী।" পৌল স্বীকার করেন "আমরা অনেক।" আমরা সবাই আলাদা, আমাদের নিজস্ব দুর্বলতা এবং উপহারের সাথে অনন্য ব্যক্তি। কিন্তু আমরাও "এক রুটি ও এক দেহ"। খ্রীষ্টের মধ্যে ঐক্য আছে! প্রভুর নৈশভোজ সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ হতে হবে, যা খ্রীষ্ট নিজেই পাপীদেরকে নিজের সাথে একত্রিত করতে কাজ করেন, যিনি জীবনের রুটি। প্রতিটি অংশীদার একই স্বীকারোক্তি করে– তারা প্রভু যীশুর মৃত্যুকে প্রকাশ করে।

এটি আরও দেখায় যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ ভেঙ্গে গেলে খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ উপভোগ করা যায় না। পৌল দৃঢ়ভাবে "অযোগ্য খাওয়া ও পান করা" সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। ঈশ্বরের ক্রোধ আলোড়িত হয় যখন পবিত্র নৈশভোজ নেওয়া করা হয় কিন্তু তাঁর লোকেদের মধ্যে বিভাজন থাকে। সমস্যাটি এই ছিল না যে তারা অযোগ্য, কিন্তু তারা প্রেমহীন ছিল। আর সেইজন্য, আমরা প্রভুর নৈশভোজ উৎযাপন করার আগে আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে– ১ করিন্থীয় ১১:২৮।

প্রভুর ভোজের উদ্দেশ্য হল ইতিমধ্যে বিদ্যমান বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা। যারা সত্য ও আত্মায় তাঁকে অনুসরণ করে তাদের জন্য খ্রীষ্ট ভোজসভার সূচনা করেছিলেন। শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই প্রভুর ভোজের আশীর্বাদ পেতে পারে। তাঁকে স্মরণ করার আহ্বান অনুমান করে তাঁকে চেনা, প্রভুর দেহকে উপলব্ধি করা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তিকে অনুমান করে। অবিশ্বাসে উপস্থিত হওয়া অর্থ হচ্ছে নিজের বিচার খাওয়া এবং পান করা। তাই আমাদের নিজেদের পরীক্ষা করতে হবে, যেমন পৌল ২ করিন্থীয় ১৩:৫ পদে জোর দিয়ে বলেছেন; "নিজেদের পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমরা বিশ্বাসে আছ কি না; প্রমাণার্থে আপনাদেওই পরীক্ষা কর।"

দ্যা হেইদ্যেলব্যার্গ ক্যাতাকিসম, প্রভুর দিন ৩০ প্রশ্নোত্তর #৮১, বাইবেলের নির্দেশ দেয়; "কাদের জন্য প্রভুর ভোজ স্থাপিত হয়েছে?–যারা তাদের পাপের জন্য সত্যিই দুঃখিত এবং তবুও বিশ্বাস করে যে খ্রীষ্টের জন্য তাদের ক্ষমা করা হয়েছে; আর তাদের অবশিষ্ট দুর্বলতা তাঁর আবেগ এবং মৃত্যু দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়; আর যারা আন্তরিকভাবে তাদের বিশ্বাস আরও এবং আরও শক্তিশালী করতে এবং তাদের জীবন আরও পবিত্র করতে চায়; কিন্তু বিশ্বাসীরা এবং যারা আন্তরিক হৃদয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরে না, তারা নিজেদের বিচার খায় এবং পান করে।"

তিনটি সাধারণ চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমরা শাস্ত্রের সর্বত্র দেখতে পাই– অনুতাপ, বিশ্বাস এবং দান। অনুতাপ হল আপনার পাপের জন্য সত্যিকারের দুঃখের সাথে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের দিকে ফিরে যাওয়া, ঈশ্বরের সামনে স্বীকারোক্তি করা, একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গুণাবলীর জন্য করুণার আবেদন করা। অনুতাপ সর্বদা বিশ্বাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পবিত্র নৈশভোজের যোগ্য অংশগ্রহনকারীর তার পাপ এবং দুর্দশার কারণে সত্যিকারের দুঃখ রয়েছে, তবে তার এমন বিশ্বাসও রয়েছে যা খ্রীষ্টের প্রতি ক্ষুদিত ও তৃষিত। বিশ্বাস খ্রীষ্টের দিকে ফিরে আসে যখন তিনি সুসমাচারের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন; "হে দাযূদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।"

শেষ কিন্তু ক্ষুদ্রতম নয়, দানের চিহ্নও রয়েছে– ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসা এবং সেবা করার আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে একটি পবিত্র জীবনযাপন করার জন্য। এই আকাঙ্ক্ষাটি বৃদ্ধ আদমের সাথে লড়াই ব্যাতিরেকে নয়; "দুর্ভাগা মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?"– রোমীয় ৭:২৪। আপনি কি অনুতাপ, বিশ্বাস এবং দান সম্পর্কে জানেন? প্রভুর নৈশভোজের প্রস্তুতির জন্য, আমাদের প্রার্থনা করতে হবে, "হে ঈশ্বর, আমাকে অনুসন্ধান কর, আর আমার হৃদয় জ্ঞাত হও; আমাকে পরীক্ষা কর আমার চিন্তাসকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও"– গীতসংহিতা ১৩৯। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সত্যিকারের ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়া কতই না আশীর্বাদ ধন্য বিষয়, সেইসঙ্গে শিষ্যদের সাথে স্বীকার করা, যে "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের কথা আছে।" তাহলে অনুতাপ অসম্পূর্ণ হতে পারে এবং বিশ্বাস দুর্বল হতে পারে, আর দান ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তিনি আপনাকে কোনভাবেই তাড়িয়ে দেবেন না।

পবিত্র ভোজের ধর্মানুষ্ঠান অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। যীশু আমাদেরকে তাঁর স্মরণে এটি করতে আদেশ করেছেন। তাই আমরা অতীতে তাঁর কষ্ট এবং আত্মত্যাগমূলক ভালবাসাকে স্মরণ করি। আমরা বর্তমানের দিকে মনোনিবেশ করি কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জীবিত ত্রাণকর্তা। তিনি সেই টেবিলের জীবন্ত হোস্ট (অথিতি সেবক)। পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে, তিনি তাঁর লোকেদের নিজের কাছে টানেন। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতেরও প্রত্যাশা করি, আর প্রভুর ভোজ একটি গৌরবময় ভবিষ্যত ঘোষণা করে। মথি ২৬:২৯ বলে, "আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, এখন অবধি আমি এই দ্রাক্ষাফলের রস আর কখনও পান করিব না, সেই দিন পর্যন্ত, যখন আমি আপন পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে ইহা নূতন পান করিব।" আর ১ করিন্থীয় ১১:২৬ বলে, "কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক।"

প্রভুরভোজ হল আগত পূর্ণতার একটি পূর্বাভাস। খ্রীষ্টের মধ্যে, ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যেই এসেছে এবং যোগাযোগকারীরা খ্রীষ্টের প্রস্তুতকৃত ভোজের স্বাদ পেতে পারে। প্রভুর নৈশভোজে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের হৃদয়কে নিজের দিকে তুলে নেন এবং সেই আশীর্বাদপূর্ণ ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করেন। প্রভুরভোজ সত্যিকারের শেষ ভোজের দিকে নির্দেশ করে, যা হবে মেষশাবকের শাশ্বত বিবাহের ভোজ– যা আমরা প্রকাশিত বাক্য ১৯:৯ পাই। এই গৌরবময় ভবিষ্যত প্রভুরভোজকে একটি প্রতাশ্যার ভোজন করে তোলে এবং খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দেয়। সেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা আমাদের আশীর্বাদপূর্ণ অংশ হোক।

মণ্ডলীর শিক্ষাতত্ত্ব, এক্লেসিয়লজি সম্পর্কে এই পাঠগুলি অনুসরণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনাকে অনুগ্রহপূর্বক এই অধ্যয়নের পরবর্তী এবং শেষ মডিউলটি অনুসরণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসন্ন মহান বিষয়গুলি সম্পর্কে শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব।